RIZON

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

লেনিনগ্রাদ–১

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় * ভারত-নাট্যম * স্বর্ণমৃগ * দুঃসাহসিক
মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা * দুর্গম দুর্গ * শত্রু ভয়ঙ্কর
সাগর-সঙ্গম-১, ২ * রানা! সাবধান!! * বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ * নীল আতঙ্ক-১, ২ * কায়রো * মৃত্যুপ্রহর
গুপ্তচক্র * মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র * রাত্রি অন্ধকার * জাল
অটল সিংহাসন * মৃত্যুর ঠিকানা * ক্ষ্যাপা নর্তক * শয়তানের দূত
এখনো ষড়যন্ত্র * প্রমাণ কই? * বিপদজনক-১, ২ * রক্তের রঙ-১, ২
অদৃশ্য শত্রু * পিশাচ দ্বীপ * বিদেশী গুপ্তচর-১, ২
ব্ল্যাক স্পাইডার-১, ২ * গুপ্তহত্যা * তিনশত্রু
অকস্মাৎ সীমান্ত-১, ২ * সতর্ক শয়তান * নীলছবি-১, ২
প্রবেশ নিষেধ-১, ২ * পাগল বৈজ্ঞানিক * এসপিওনাজ-১, ২
লাল পাহাড় * হৃৎকম্পন * প্রতিহিংসা-১, ২
হংকং সম্রাট-১, ২ * কুউউ! * বিদায় রানা-১, ২, ৩
প্রতিদ্বন্দ্বী-১, ২ * আক্রমণ-১, * গ্রাস-১, ২ * স্বর্ণতরী-১, ২
পপি * জিপসী-১, ২ * আমিই রানা-১, ২ * সেই উ-সেন-১, ২
হ্যালো, সোহানা-১, ২ * হাইজ্যাক-১ ২
আই লাভ ইউ, ম্যান-১, ২, ৩ * সাগর কন্যা-১, ২
পালাবে কোথায়-১, ২ * টার্গেট নাইন-১, ২ * বিষ নিঃশ্বাস-১, ২
প্রেতাত্মা-১, ২ * বন্দী গগল * জিম্মি * তুষার যাত্রা-১, ২
স্বর্ণ-সংকট-১, ২ * সন্ন্যাসিনী * পাশের কামরা
নিরাপদ কারাগার-১, ২ * স্বর্গরাজ্য-১, ২ * উদ্ধার-১, ২
হামলা-১, ২ * প্রতিশোধ-১, ২ * মেজর রাহাত-১, ২
লেনিনগ্রাদ-১, ২

লেনিনগ্রাদ-১

দুই খণ্ডে সমাপ্ত সম্পূর্ণ রোমাঞ্চ-উপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা-১১১

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২

প্রথম প্রকাশ :এপ্রিল, ১৯৮৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শাহাদত চৌধুরী

মুদ্রণে :
রুহুল আমিন
পলাশ মুদ্রণ
২৪, মোহিনীমোহন দাস লেন
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
১১৩, সেগুন বাগান, ঢাকা-২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
দুরালাপনী : ৪০৫৩৩২

শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০, বাংলাবাজার
ঢাকা-১

LENINGRAD-1
By Qazi Anwar Husain
Rana-111

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউণ্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
একা।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে-কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।

আসুন, এই দুর্ধর্ষ চির-নবীন যুবকটির সাথে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য প্রতীকী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।

ধন্যবাদ।

প্রতিটি কাহিনী আলাদা, স্বয়ংসম্পূর্ণ

সিরিজের অন্যান্য বই পড়া না থাকলেও বুঝতে পারবেন

সেবা প্রকাশনী

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।

।। লেখক ।।

এক

ভোরের আলো ভাল করে ফোটেনি এখনও, বালির ওপর সাবধানে পা ফেলে আটলান্টিকের একেবারে কিনারায় এসে দাঁড়ালো মাসুদ রানা। মনটা ভাল নেই।

পুব আকাশে ক্ষীণ আলোর আভাস লক্ষ্য করা গেলেও মাথার ওপর ঘন কালো অন্ধকার। বোধহয় মেঘ করেছে। ঝিরঝিরে বাতাস লাগছে চোখে-মুখে, ঠাণ্ডা। সমুদ্র প্রায় শান্তই বলা যায়। পায়ের কাছে এসে গড়াগড়ি খাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউ। মাথার ওপর ডানা ঝাপটা-বার আওয়াজ, কিন্তু একটা সী-গালও চোখে পড়লো না। সুইম-স্যুট পরে এসেছে রানা, সূর্যোদয় দেখে গোসলটাও সেরে নেবে। ভিজে বালির ওপর বসে পড়লো। কাছাকাছি কোথাও থেকে ভেসে এল মিষ্টি মেয়েলি গলার হাসি। বুক ঠেলে বেরিয়ে এল ভারি একটা দীর্ঘশ্বাস।

রিও গাল্লেগস, আর্জেন্টিনা।

সরকারী আমন্ত্রণে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সীর চীফ হিসেবে বুয়েনস আইরেসে এসেছিল ও। রাজধানীর উচ্চবিত্ত মহলে অপরাধ প্রবণতা দিনকে দিন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো অপরাধীদের নিত্য-নতুন কৌশলের সাথে এঁটে উঠতে পারছে না, তাই মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, আন্তর্জাতিক মানের

কোনো প্রাইভেট গোয়েন্দা সংস্থার সাহায্য চাওয়া দরকার। অভিজ্ঞতা আর দক্ষতার রেকর্ড-পত্র ঘেঁটে গোটা পাঁচেক ফার্মের মধ্যে থেকে বেছে নেয়া হয়েছে রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সীকে। কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনার পর বুয়েনস আইরেসে একটা শাখা খুলতে রাজি হয়েছে রানা।

ইচ্ছে ছিল কাজ সেরে দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল কুয়েজা ইরোরার কথা। ইরোরা চোখ-ঝলসানো রূপসী নয়, নেহায়েতই সাদামাটা—কিন্তু তার মতো সরল আর ভাল মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। বছর দুই আগে লণ্ডনে ওদের পরিচয় হয়েছিল। নিজের অজান্তে কিছু বাজে লোকের পাল্লায় পড়ে গিয়েছিল ইরোরা, বিপদ যখন টের পেল তখন আর নিজেকে রক্ষা করার কোনো উপায় ছিল না। ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করে রানা। এরকম অবস্থায় প্রায়ই দেখা যায় উদ্ধারকারী কিছু সুযোগ নিতে চেষ্টা করে, কিন্তু রানার মধ্যে সে-ধরনের কোনো প্রবণতা দেখতে না পেয়ে যেমন আশ্চর্য হয়েছে তেমনি কৃতজ্ঞ বোধ করেছে মেয়েটা। নিজের দেশে বেড়িয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল রানাকে, কিন্তু সময়াভাবের অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গিয়েছিল রানা।

কাল দুপুরে রিও গাল্লেগসে পৌঁছেচে ও। উঠেছে হোটেল ইন্টারকনে। ইচ্ছে ছিল বিকেলের দিকে ইরোরার ঠিকানায় সারপ্রাইজ ভিজিট দেবে। মেয়েটা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা হয়নি ওর, তাই হোটেলে পৌঁছেই খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করেছিল। প্রশ্ন শুনে হোটেল ম্যানেজার যা বললো, তাতে মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল। মাল্টি-মিলিওনিয়ার বাপের একমাত্র আদরের দুলালী ইরোরা। দেশ-জোড়া পরিচিতি এবং সুনাম রয়েছে পরিবারটির। কিন্তু এই অল্প

কিছুদিন হলো হঠাৎ ইরোরার বাবা মেয়েকে চরিত্রহীন, লম্পট এবং আধবুড়ো এক কোটিপতি ব্যবসায়ীকে বিয়ে করতে বাধ্য করেছেন। এই বিয়েতে রাজি ছিল না ইরোরা, কিন্তু বাপ তার নিজের সিদ্ধান্তে অটল। ঘুমের ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল ইরোরা, কিন্তু ডাক্তাররা তাকে বাঁচিয়ে তোলে। এরপর তার বাবা প্রকাশ্যে জানিয়ে দেন, বিয়েতে রাজি না হলে ইরোরাকে তাঁর উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত এবং ত্যাজ্য-কন্যা করা হবে। শেষ পর্যন্ত বিয়েতে মত দেয় ইরোরা। বিয়েটা হয়েছে মাসখানেকও হয়নি, শোনা যাচ্ছে এরই মধ্যে নাকি লম্পট স্বামী ইরোরার ওপর শারীরিক নির্যাতন শুরু করেছে। সব শুনে তখুনি ইরোরার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করেছিল রানার, তার এই বিপদে সাহায্য করার জন্যে ছটফট করে উঠেছিল মনটা। কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে বুঝলো, এমন কিছু করা উচিত হবে না যাতে ইরোরার মন অস্থির হয়ে ওঠে। এখন হয়তো সে স্বামীর সংসারে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে নেবার চেষ্টা করছে, চেষ্টা করলে হয়তো কুপথ থেকে স্বামীকে ফিরিয়েও আনতে পারবে। সাহায্য চাইলে আলাদা কথা ছিল, গায়ে পড়ে কিছু করতে যাওয়া উচিত হবে না। ভেবেচিন্তে ঠিক করলো রানা, ইরোরার সাথে সে দেখাই করবে না। দেখা করে লাভ কি! এই পরিস্থিতিতে ইরোরাকে কিভাবে সাহায্য করা যায় ভেবে পেল না ও। মনে মনে এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো—ফুলের মতো নিষ্পাপ কিছু মেয়ে পুরুষের নির্যাতন সহ্য করার জন্যেই জন্মায়।

রাতে ভাল ঘুম হয়নি ওর, শেষ রাতের দিকে আজেবাজে স্বপ্নও দেখেছে। হোটেল থেকে স্যুইম-স্যুট পরে বেরোবার সময় ঠিক করে ফেলেছে, এখানে আর নয়, আজই রিও গাল্লেগস ছাড়বে।

সূর্য ওঠার পরও অনেকক্ষণ সৈকতে বসে থাকলো রানা। অন্যমনস্ক বিষণ্ণ—আশপাশে কি ঘটছে সে-ব্যাপারে খেয়াল নেই! মন জুড়ে আছে ইরোরা। তার শান্ত, নিষ্পাপ, বড় বড় চোখ জোড়া করুণ আবেদন ভরা দৃষ্টিতে যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। বুকের ভেতর অদ্ভুত একটা কষ্ট অনুভব করলো রানা।

খানিক দুর থেকে দু'জন লোক যে ওর ওপর নজর রাখছে, ব্যাপারটা লক্ষ্যই করলো না ও।

কাছেই হোটেল, পানি থেকে উঠে ভিজে কাপড় নিয়েই এক মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল। এলিভেটরে চড়ে তিনতালায় উঠে এসে দাঁড়ালো নিজের স্যুইটের সামনে। কী-হোলে চাবি ঢুকিয়ে তালা খুললো। সিটিং রুমে ঢুকতে গিয়েও দাঁড়িয়ে পড়লো। দরজার দিকে পিছন ফিরানো একটা চেয়ারে একজন লোককে বসে থাকতে দেখে মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল ও।

তালা খোলার ক্লিক শব্দে রানার উপস্থিতি টের পেয়েছে লোকটা, ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে মুখ করলো সে। লম্বায় বোধহয় রানার চেয়ে ইঞ্চি কয়েক বেশিই হবে, একহারা গড়ন, চেহারায় অদ্ভুত একটা নিষ্ঠুর ভাব। ঠোঁটে লেগে রয়েছে অকারণ বিদ্রূপের হাসি। বললো, 'আসুন, কমরেড রানা। আমি আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

লোকটাকে আগে কখনও দেখেছে কিনা মনে করতে পারলো না রানা। চেহারা দেখে এবং ইংরেজী উচ্চারণ শুনে বুঝতে অসুবিধে হলো না, লোকটা রাশিয়ান। কে. জি. বি.? ও আর্জেন্টিনায়, একথা জানলো কিভাবে? মতলবখানা কি? একা, নাকি সাথে আরও লোকজন আছে? নিশ্চয়ই তল্লাশি চালিয়েছে? পিস্তলটা কি পেয়ে গেছে? এই রকম

আরও অনেক প্রশ্ন জাগলো রানার মনে। শরীরের পেশী শক্ত হয়ে উঠলেও, চেহারায় রাগ বা সতর্কতার কোনো ভাব ফুটলো না। মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়েছিল, তারপর শান্ত ভাবে ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল। দরজায় তালা না লাগিয়ে হেঁটে এসে দাঁড়ালো ছোট্ট বারের সামনে। একটা গ্লাসে কয়েক টুকরো বরফ ফেলে তাতে খানিকটা অ্যাপল জুস ঢাললো ও। বারের ওপর কনুই রেখে ঢিল করে দিল শরীর, আরাম করে দাঁড়ালো। তারপর চুমুক দিল গ্লাসে। নিঃশব্দে কেটে গেল ঝাড়া ত্রিশ সেকেণ্ড।

তারপর পিছন থেকে জানতে চাইলো লোকটা, 'কিছু জিজ্ঞেস করার নেই, কমরেড রানা?'

এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করলো রানা। বারের ওপর সেটা নামিয়ে রেখে এগোলো বাথরুমের দিকে। দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়ালো ও। বললো, 'ফিরে এসে যদি দেখি তুমি আছো, ঘাড় ধরে বের করে দেবো।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও।

বেসিনের সামনে এসে দাঁড়ালো রানা। স্ক্রু খুলে বেসিনটা একটু উঁচু করে ধরলো ও, পিছন দিকটা হাতড়াতেই টেপ দিয়ে আটকানো ওর প্রিয় সঙ্গী পয়েন্ট থ্রি-টু ওয়ালথার পি.পি. কে. ঠেকলো আঙুলে। সেটা বের করে ভাল মতো পরীক্ষা করলো ও। ঠিকই আছে।

কাঁচের শেলফে পিস্তলটা রেখে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালো রানা। গা থেকে সাগরের লোনা পানি ধুয়ে ফেলার ফাঁকে চিন্তা করতে লাগলো। মাসুদ রানা আর্জেন্টিনায়, এ খবর যোগাড় করা কে. জি. বি.-র পক্ষে মোটেও কঠিন নয়। প্রায় সব এয়ারপোর্টেই ওদের লোক থাকে কোন্ হোটেলে উঠেছে, সেটা জেনেছে ওকে অনুসরণ করে। স্যুইটের

চাবি যোগাড় করা একটু কঠিন—হয়তো হোটেল কর্মচারীদের মধ্যে নিজেদের লোক আছে, নয়তো ঘুষ দিয়ে স্পেয়ার কী বাগিয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি? পুরোনো শত্রুতার ছুতো ধরে প্রতিশোধ নিতে চায়? পেশার খাতিরে অনেক সময়েই রাশিয়ার শত্রুদেশকে সাহায্য করতে হয়েছে ওর, কে. জি. বি. সেটাকে কখনই ভাল চোখে দেখেনি। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে থাকলে ওর মাথায় টুস করে একটা গুলি সেঁধিয়ে দিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারতো। অন্তত সে চেষ্টাই করতো। এত কষ্ট করে ওর হোটেল স্যুইটের ভেতর ঢুকে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতো না। নাকি ভুগিয়ে মারতে চায়, একটু একটু করে? সেক্ষেত্রে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে হবে ওকে। হোটেলের ভেতর কারও ওপর টরচার চালানো সম্ভব নয়। আর জোর করে অন্য কোথাও যদি ওকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকে, লোকটা একা আসেনি। এতক্ষণে নিজের একটা ভুল আবিষ্কার করলো রানা। সৈকত থেকে হোটেলে ফেরার সময় এতোই চিন্তামগ্ন ছিল যে পিছনটা দেখে নেবার কথা মনে ছিল না ওর।

তোয়ালে দিয়ে গা মুছে সেটা কোমরে জড়িয়ে নিল ও। পিস্তল হাতে দরজা খুলে বেরিয়ে এল সিটিং রুমে। সেই একই চেয়ারে একই ভঙ্গিতে বসে আছে লোকটা। রানার হাতে পিস্তল দেখে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখের চেহারা। পরমুহূর্তে মুচকি একটু হাসলো সে। 'আহা, কমরেড, ওসবের কি দরকার ছিল! আমাকে আপনি শত্রু হিসেবে নিচ্ছেন কেন! আমি আপনার শত্রু নই, একটা অনুরোধ নিয়ে এসেছি…'

কথা না বলে তর্জনী নেড়ে উঠে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করলো রানা। চেহারায় অসহায় একটা ভাব ফুটিয়ে তুললো লোকটা, কিন্তু চেয়ার

ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দেরি করলো না। খাড়া তর্জনী দিয়ে শূন্যে একটা ছোট বৃত্ত রচনা করলো রানা, এটা ঘুরে দাঁড়াবার ইঙ্গিত। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নির্দেশ পালন করলো লোকটা। দু'পা এগিয়ে তার পিছনে এসে দাঁড়ালো রানা, দ্রুত তল্লাশি চালিয়ে পকেট থেকে বের করে আনলো একটা ল্যুগার। পিছিয়ে এসে বললো, 'ফেরো।'

ফিরলো লোকটা। ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি লেগে থাকলেও চেহারায় অবাক ভাবটুকু লুকাতে চেষ্টা করলো না। 'কোথায় ছিল ওটা?' রানার হাতের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলো সে, 'বাথরুমটা তো ভালমতই দেখেছিলাম!'

জবাব দিল না রানা। 'নাম?' ল্যুগারটা ড্রয়ারে ভরে রাখলো ও।

'কোনানিয়েভ। ভিক্টর কোনানিয়েভ।'

'কে. জি. বি.?'

মাথা ঝাঁকালো কোনানিয়েভ।

'তোমার সাথে আর কে কে আছে?'

'আমরা তিনজন এসেছি, বাকি দু'জন এতক্ষণে পৌঁছে গেছে বাইরের করিডোরে। আপনাকে অনুসরণ করে সৈকতে গিয়েছিল ওরা।'

চট্ করে ভিড়ানো দরজার দিকে একবার তাকালো রানা। 'কি চাও তোমরা?'

অলস ভঙ্গিতে একটু পিছিয়ে গেল কোনানিয়েভ, আবার বসলো চেয়ারে। চেহারায় উদ্বেগের লেশমাত্র নেই। 'আপনি শুধু শুধু বিচলিত হচ্ছেন, কমরেড রানা। বিশ্বাস করুন, আমাদের কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নেই। আমরা আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।'

'তাই?' ভুরু নাচিয়ে জানতে চাইলো রানা। 'তা উপলক্ষটা কি?'

'তা ঠিক বলতে পারবো না। বড়কর্তা হুকুম দিলেন, বললেন, যাও, কমরেড মাসুদ রানাকে এখুনি আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো, অমনি আমরা চলে এলাম।'

'ডাক দিলেই আমি যাবো, তোমার বড়কর্তা সেটা ধরে নিলেন কিভাবে?'

কোনানিয়েভের নিষ্ঠুর চেহারায় কাঠিন্য মেশানো ক্ষীণ একটু রহস্যময় হাসি ফুটলো, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সুরে বললো সে, 'তিনি জানেন, তাঁর আদেশ আমরা যে-কোনো মূল্যে পালন করি।'

'তারমানে কি নিজের ইচ্ছেয় না গেলে তোমরা আমাকে জোর করে নিয়ে যাবে?'

দাঁত দিয়ে জিভ কাটলো কোনানিয়েভ। 'ছি-ছি, এ আপনি কি বলছেন! বড়কর্তার কাছ থেকে জেনেছি, আপনি অত্যন্ত স্পর্শকাতর, আত্মমর্যাদাসচেতন ভদ্রলোক। পই পই করে নিষেধ করে দিয়েছেন, আমরা যেন আপনার সাথে কোনো রকম অভদ্র ব্যবহার না করি। তবে সেই সাথে এ-কথাও জানিয়ে দিয়েছেন, আপনার জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন। আপনাকে সাথে করে না নিয়ে গিয়ে আমাদের উপায় নেই।'

'তা, তোমাদের বড়কর্তাটি কে?'

'আপনার পরিচিত। কর্নেল রুবল।'

নামটা শোনামাত্র বুকের রক্ত ছলকে উঠলো রানার। অতীতের নানা টুকরো ঘটনার কথা ভিড় করে এল মনে। কে. জি. বি. চীফ জেনারেল তুর্গেই তুর্গেনিভকে নিয়ে রুমানিয়া থেকে পালিয়ে আসছিল ও, খবর পেল মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সের কর্নেল রুবল জেনারেলকে খুন করার জন্যে নিজেই রওনা হয়ে গেছে। সেবারই প্রথম নিজের

চোখে কর্নেল রুবলকে দেখতে পায় ও। রানার সাথে এঁটে উঠতে না পেরে শেষে ট্রেন থেকে নেমে পালিয়ে যাচ্ছিলো দুর্ধর্ষ লোকটা। ইচ্ছে করলে গুলি করে মেরে ফেলতে পারতো রানা, কিন্তু অকারণ হত্যায় বিশ্বাস করে না বলে সুযোগটা হাতে পেয়েও নেয়নি। সে-সময় রাশিয়ান মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স আর কে. জি. বি.-র মাঝখানে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কাজ করছিল রুবল, সবার ধারণা ছিল তুর্গেই তুর্গেনিভ মুক্ত বিশ্বে পালিয়ে এলে কে. জি. বি.-র চীফ হিসেবে তাকেই মনোনয়ন দেয়া হবে। কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক, কে. জি. বি. চীফ হিসেবে তাকে দেখা গেল না। বিফলতা বড় বেশি বেজেছিল কর্নেল রুবলের বুকে। জানা গেল, তুর্গেই তুর্গনিভকে রাশিয়া থেকে পালাতে সাহায্য করার অপরাধে রানাকে শায়েস্তা করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছে সে। উঠেপড়ে লেগেও গিয়েছিল লোকটা। কিন্তু শত চেষ্টা করেও রানাকে নাগালের মধ্যে পায়নি সে। বরং রানাই একবার খবর পেল, কি এক কাজে লণ্ডনে এসে ফেঁসে গেছে কর্নেল রুবল, ধরা পড়েছে ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের একটি শাখা MI5-এর হাতে। সাথে সাথে নিজের প্রভাব খাটিয়ে তাকে মুক্ত করে রানা। ভাগ্যিস MI5 কর্নেল রুবলের আসল পরিচয় জানতে পারেনি তখনও, জানলে দুনিয়া কাঁপানো স্ক্যাণ্ডাল তৈরি হতো, তুলকালাম কাণ্ড ঘটে যেত ব্যাপারটা নিয়ে, মহা বিপদে পড়তো সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। শেষ হয়ে যেত কর্নেল রুবলের ক্যারিয়ার। কে তাকে বাঁচিয়েছে সে-কথা কর্নেলকে জানাবার কোনো চেষ্টা করেনি রানা, কিন্তু খবর নিয়ে আসল ব্যাপারটা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল সে। সেই থেকে রানার পিছনে লাগা বন্ধ করেছে বটে, কিন্তু রানা তাকে এখনও এক বিন্দু বিশ্বাস করে না। এই কর্নেল রুবল সম্পর্কে অনেক গল্প শোনা যায়। নানান

ঘটনায় লোকটাকে যতটুকু চিনেছে রানা, গল্পগুলো বিশ্বাস করেছে সে। যতদূর জানা যায়, তার মতো সৎ এবং নিষ্ঠুর লোক সোভিয়েত মিলিটারী ইন্টেলিজেন্সে আর একজনও নেই। ঝুঁকি নেবার আশ্চর্য একটা প্রবণতা আছে লোকটার মধ্যে, ভয় আর বিপদ কাকে বলে জানে না। মৃত্যুর একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও লোকটা সম্পূর্ণ ধীর-স্থির আর নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারে। তার মতো বুদ্ধিমান স্পাইও নাকি গোটা রাশিয়ায় আর একজন নেই। সেই কর্নেল রুবল আর্জেন্টি-নায়, এই রিও গাল্লেগসে? কেন? এদিকে কোথাও বড়সড় ধরনের কিছু ঘটতে যাচ্ছে নাকি? ওকেই বা হঠাৎ তার দরকার পড়লো কেন? তবে কি প্রতিশোধ নেবার আশা এখনও ছাড়েনি কর্নেল রুবল? মস্ত বিপদ থেকে তাকে বাঁচিয়েছিল ও, কথাটা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছে?

'আমাকে কি জন্যে দরকার তার?' জানতে চাইলো রানা।

'বলেননি,' জানালো ভিক্টর কোনানিয়েভ। 'শুধু বলেছেন, অত্যন্ত জরুরী ব্যাপার, দেরি করলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে।'

কঠিন একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে—কার?'

'এই যা, সে-কথা জিজ্ঞেস করতে মনে ছিল না!' বলেই হা হা করে হেসে উঠলো কোনানিয়েভ। তারপর হাসি থামিয়ে বললো, 'শুনেছি কে. জি. বি.-র ওপর আপনার আস্থা একটু কম। কিন্তু তাই বলে আপনি যদি আমাদেরকে ছোটলোক ভেবে বসেন, আমরা সত্যি সত্যি মনে দুঃখ পাবো। আপনাকে দাওয়াত করে নিয়ে গিয়ে অপমান করবো, বা আপনার কোনো ক্ষতি করবো—এতটা নীচ আমরা নই।'

'কথা একটু কম বলো,' বিরক্তির সাথে বললো রানা। 'কোথায়

সে ?'

কোনানিয়েভের চেহারায় উৎসাহের ভাব ফুটলো। 'এই তো কাছেই, গাড়িতে এখান থেকে পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। তাহলে কাপড়-চোপড় পরে তৈরি...'

'আমি যেতে না চাইলে কি করবে তোমরা ?'

'অসহায় বোধ করবো,' গোবেচারা ভঙ্গিতে বললো কোনানিয়েভ। 'কিন্তু যাবেন না কেন ?'

'কেউ ডাকলেই অমনি ছুটবো, আমার সম্পর্কে তোমাদের এই রকম ধারণা কেন হলো ?'

'যাবেন না, তারমানে কি ধরে নেবো ভয় পেয়েছেন ?' পাল্টা প্রশ্ন করলো কোনানিয়েভ।

মনে মনে একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করলো রানা। যেতে না চাইলে এদের পক্ষে সম্ভব না যে জোর করে নিয়ে যাবে ওকে। কিন্তু অনুরোধটা রক্ষা না করলে কর্নেল রুবল মনে করবে, মাসুদ রানা ভয় পেয়েছে। আবার গেলেও সাংঘাতিক ঝুঁকি নেয়া হয়ে যায়। গোখরা সাপকেও হয়তো বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু কর্নেল রুবল তারচেয়েও ভয়ংকর। দ্বিধায় পড়ে গেল ও। লক্ষ্য করলো, চেহারায় কৌতুক মেশানো কৌতূহল নিয়ে ওকে দেখছে কোনানিয়েভ।

'ঠিক আছে, চলো !' অনেকটা ঝোঁকের মাথাতেই বলে বসলো রানা। বাঘা স্পাই কর্নেল রুবলকে একেবারে কাছ থেকে দেখার সুযোগটা হাতছাড়া করতে মন চাইলো না, যেতে চাওয়ার সেটাও একটা কারণ।

'ধন্যবাদ, কমরেড রানা,' স্বস্তির একটা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো কোনানিয়েভ। 'আপনি আমাদের অনেক ঝামেলা থেকে রেহাই দিলেন।'

কথাটা তেমন পছন্দ হলো না রানার। কিন্তু তখন আর পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই।

কোনানিয়েভের প্রতিবাদ কানে না তুলে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিল রানা। ল্যুগারটা ফিরিয়ে দিয়ে ধূসর রঙের একটা স্যুট পরলো ও। ব্রেকফাস্ট সারতে ইচ্ছে করেই একটু বেশি সময় নিল। বলেছে বটে যাবে, কিন্তু সিদ্ধান্তটা নিজেরই পছন্দ হচ্ছে না। এখনও সময় আছে, না করে দেবে নাকি? উঁহু, সেটা হাস্যকর হয়ে যাবে।

বাকি দু'জন করিডোরেই অপেক্ষা করছিল। রানাকে নিয়ে নিচে নেমে এল ওরা। হোটেলের বাইরে একটা জাপানী গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, রানাকে মাঝখানে নিয়ে কোনানিয়েভ আর অপর একজন লোক ব্যাক সীটে বসলো। তৃতীয় লোকটা বসলো ড্রাইভিং সীটে। কোনানিয়েভের কাছ থেকে হুকুম পেয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল সে।

তিন মিনিটের মধ্যে শহর থেকে বেরিয়ে এল ওরা। হাইওয়ে ধরে ছুটে চললো গাড়ি। রাস্তার দু'পাশেই ফাঁকা মাঠ, দূরে দেখা গেল পাহাড়ের মাথা। আরও এক মিনিট পর হাইওয়ে ছেড়ে ডান দিকে বাঁক নিল গাড়ি। ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে রাস্তা, কয়েকটা গ্রাম ছাড়িয়ে এসে নির্জন মাঠের এক ধারে ছোট্ট একটা ভিলার সামনে থামলো গাড়ি। বন্ধ দরজা ভেতর থেকে খুলে গেল। দারো-য়ান লোকটাকে দেখে রানার মনে সংশয়ের মাত্রা বাড়লো বৈ কমলো না। একটা ওভারকোট পরে আছে লোকটা, বাইরে থেকে টের পাওয়া গেল, ভেতরে লুকানো রয়েছে কারবাইন।

ভেতরে ঢুকে গাড়ি-বারান্দায় থামলো জাপানী হোণ্ডা। রানাকে নিয়ে গাড়ি থেকে শুধু কোনানিয়েভ নামলো। গোটা চারেক ধাপ টপকে

একটা দরজার সামনে থামলো ওরা। কলিং বাটন টিপতেই খুলে গেল দরজা। আরও একজন ওভারকোট পরা লোক দেখা গেল। লোকটার একটা হাত পকেটের গভীরে সেঁধিয়ে আছে। চোখে সতর্ক, সন্দিহান দৃষ্টি। একেবারে নিচু গলায় কথা বললো সে, 'কর্নেল আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন, কমরেড কোনানিয়েভ।'

রানাকে নিয়ে সিটিং রুমে ঢুকলো কোনানিয়েভ, সেখান থেকে বেরিয়ে এল লম্বা একটা করিডোরে। শেষ মাথায় একটা দরজা দেখা গেল, কবাট খোলা, পর্দা ঝুলছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো কোনানিয়েভ, রানার দিকে ফিরে বললো, 'ভেতরে যান, কমরেড।'

পর্দা সরাতে গিয়েও কি ভেবে ক্ষান্ত হলো রানা, ঘুরে দাঁড়িয়ে আঙুল নাড়লো, মুখটা কাছে সরিয়ে আনার ইঙ্গিত দিল কোনানিয়েভকে, যেন গোপনে কিছু জানতে চায়। রানার ঠোঁটের কাছে কান নিয়ে এল কোনানিয়েভ। ঠিক এই অবস্থায় মুঠো পাকানো ডান হাত দিয়ে লোকটার পাঁজরে ধাঁই করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল রানা। ছিটকে দূরে চলে যাচ্ছিলো কোনানিয়েভ, তার শার্টের কলার ধরে ফেলে আটকে রাখলো রানা। ব্যথায় তো বটেই, বিস্ময়েও বিহ্বল দেখালো লোকটাকে। তার নাকের সামনে মুঠো পাকানো হাত নেড়ে বললো রানা, 'ফের যদি অনুমতি না নিয়ে আমার কামরায় ঢোকো, এক ঘুসিতে আমি তোমার সব ক'টা দাঁত ফেলে দেবো।' বলে আর দাঁড়ালো না ও, ঘুরে পর্দা সরালো, ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতর।

ছোট্ট একটা ঘর। জানালার পাশে মাঝারি একটা ডেস্ক, দু'ধারে একটা করে চেয়ার। সাদা দেয়ালে কোনো ক্যালেণ্ডার বা পেইন্টিং নেই। ডেস্ক আর চেয়ার ছাড়া আর কোনো ফার্ণিচারও দেখলো না রানা। পায়ের ওপর পা তুলে ওধারের চেয়ারে বসে আছে একজন লোক।

কামড়ে ধরে আছে একটা টোবাকো পাইপ। শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন। এত সামনে থেকে এই প্রথম দেখছে রানা, তবু বুঝতে অসুবিধে হলো না, এই লোকই সেই দুর্ধর্ষ স্পাই-কর্মকর্তা কর্নেল রুবল।

রানাকে দেখে লোকটার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, যেন অনেক দিন পর প্রিয়জনকে দেখে আন্তরিক খুশি হয়েছে সে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, বললো, 'আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা!'

করমর্দনের ফাঁকে লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখে নিল রানা। মাঝারি গড়ন, স্বাস্থ্যটা অত্যন্ত ভাল, বয়স পঞ্চাশ কি বাহান্ন, কপালটা গম্বুজের মতো। চিবুকটা ভোঁতা, দেখে ধারণাই করা যায় না এই লোক প্রচণ্ড মানসিক শক্তির অধিকারী।

'বসুন,' বললো লোকটা। 'আমাকে বা আমার ফটো দেখেননি আপনি, কাজেই পরিচয় দেবার দরকার আছে, কি বলেন? আমি রুবল।'

ডেস্কের এধারের একমাত্র চেয়ারটায় বসলো রানা। 'দরকার ছিল না,' বললো ও। 'লোকের পেছনটা দেখে সামনেটা কেমন হবে আন্দাজ করতে পারি আমি।'

'কবে? কোথায়?' সংক্ষেপে জানতে চাইলো কর্নেল রুবল।

'আটলান্টিক এক্সপ্রেস থেকে নেমে পালিয়ে যাচ্ছিলেন...'

'দেখে ফেলেছিলেন?' ভুরু কুঁচকে উঠলো দেখে বোঝা গেল বেশ একটু অবাক হয়েছে কর্নেল। 'কিন্তু...'

'কিন্তু গুলি করিনি কেন, এই তো? করিনি, কারণ, আপনি আমাকে শত্রু মনে করলেও আমি আপনাকে ঠিক তা ভাবতে পারিনি। আমি আমার দেশের কাজ করছিলাম, আপনি করছিলেন আপনার। ভাগ্যচক্রে তখন আমরা বিপক্ষ দলের হয়ে খেলছিলাম। তারমানে এই নয় যে আপনাকে দেখলেই আমার গুলি করতে হবে। তাছাড়া আমি জানি

ওই একটা জিনিস মেরে শেষ করা যায় না—শত্রু। একজনকে মারলে তার জায়গায় আরেকজন আসে। কাজেই এটাকে খেলা হিসেবে নেয়াই আমার পছন্দ। তাছাড়া, সব যদি মেরে শেষ করে ফেলি, শক্তি পরীক্ষাটা হবে কার সাথে ? বুদ্ধিমান শত্রুকে মেরে ফেলার মতো বেরসিক আমি অন্তত নই।'

'প্রশংসার জন্যে ধন্যবাদ,' মুচকি একটু হেসে বললো কর্নেল রুবল। চেয়ারে বসে হাতের পাইপটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলো সে। 'ডাক দিতেই চলে এসেছো, সেজন্যে আমি সম্মানিত বোধ করছি, রানা। লেট্স্ বি ফ্রেণ্ডস্—ও-কে ? কি খাবে বলো। মদ তো ছেড়ে দিয়েছো—কফি, না চা ?'

'দাওয়াত করে নিয়ে এসে শুধু কফি বা চা ? শুনেছি তোমাদের আর্থিক অবস্থা সুবিধের যাচ্ছে না, কিন্তু এতটা খারাপ ধারণা করিনি। ধন্যবাদ, ওসব কিছু লাগবে না।' রিস্টওয়াচ দেখলো রানা। 'ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ফ্লাইট ধরতে হবে। কেন ডেকেছো বলো।'

'ফ্লাইট ? কোথায় যাচ্ছো ? জরুরী কোনো কাজ ?' কেমন যেন চিন্তিত দেখালো কর্নেলকে।

'দেশে ফিরবো। খুব জরুরী কোনো কাজ নেই, কিন্তু পরিমাণে অনেক বলে ফিরে যাওয়াটা খুব জরুরী। কেন ?'

'তোমাকে আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে,' অত্যন্ত সাবধানে, ভেবেচিন্তে বললো কর্নেল। সারাক্ষণ কি যেন খুঁজছে রানার মুখে। 'হঠাৎ একটা ঠেকায় পড়ে গেছি, তোমার সাহায্য দরকার।'

'কে. জি. বি. আমার সাহায্য চাইছে ? তুমি দেখছি হাসালে !'

'না, রানা, ঠাট্টা নয়।' সিরিয়াস দেখালো কর্নেলকে। 'নেহাত বেকায়দায় না পড়লে এভাবে তোমার সাহায্য চাইতাম না…'

‘তোমরা বেকায়দায় পড়েছো তো আমার কি ?’ বললো রানা। ‘সময় অসময়ে বেকাদায় তো আমাদেরকেও পড়তে হয়, কই, আমরা কখনও তোমাদের সাহায্য চেয়েছি ?’

কেমন যেন থমকে গেল কর্নেল। রানা এই রকম আক্রমণাত্মক ভঙ্গি নেবে তা যেন সে আশা করেনি। ‘চাওনি, চাইলে হয়তো পেতে,’ বললো সে। ‘আমরাও এতদিন চাইনি, কিন্তু এখন ভাবছি, চাইলে হয়তো পাবো। অতীতের কথা মন থেকে মুছে ফেলে আমরা তো পারস্পরিক সহযোগিতার একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারি…’

ট্রাফিক পুলিশের মতো একটা হাত তুলে কর্নেলকে থামিয়ে দিল রানা। ‘রক্ষে করো! এত বড় বড় বুলি আমার ধাতে সয় না।’

একটু যেন লালচে হয়ে উঠলো কর্নেলের চেহারা। ‘অন্তত বিপদটা কি সেটা তো শুনবে ?’

‘কোনো আগ্রহ নেই,’ পরিষ্কার জানিয়ে দিল রানা। ‘ঝামেলার কোনো ব্যাপারে নিজেকে আমি জড়াতে চাই না এই মুহূর্তে।’

‘কেন ?’ খুব নরম স্বরে প্রশ্ন করলো কর্নেল রুবল।

‘তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতেও রাজি নই আমি।’

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো কর্নেল, কিন্তু সাথে সাথে কিছু বললো না। একটু পর ধীরে ধীরে শুরু করলো সে, ‘এমন তো নয় যে কারও অনুরোধই তুমি রাখো না। যুক্তরাষ্ট্রের কথাই ধরো। ওদের অনেক কাজ তুমি করে দিয়েছো। আমরা কি অন্যায় করলাম ?’

‘পছন্দ-অপছন্দের একটা ব্যাপার আছে, সেটা তুমি ইচ্ছে করে ভুলে যাচ্ছো। তবে আসল কথা সেটা নয়। আমি আমার দেশের স্বার্থে কাজ করি, তুমি জানো। ওদের কাজ করে দিলে যখন আমাদের কিছু স্বার্থ উদ্ধার হয়…’

রানার কথাটা যেন লুফে নিল কর্নেল। 'সে প্রস্তাব তো আমারও! তুমি আমাকে সাহায্য করলে বিনিময়ে আমিও তোমাকে...'

'ধন্যবাদ, তোমার সাহায্য আমার দরকার নেই।' আবার রিস্ট-ওয়াচ দেখলো রানা। 'এবার আমাকে উঠতে হয়।'

'প্লিজ, রানা!' কর্নেলের চেহারায় আবেদনের ভাব ফুটে উঠলো। 'অতীতে যা হবার হয়েছে—আমি তোমার পেছনে লেগেছি, ভুলে যাও; তুমি আমাকে ঘোলাপানি খাইয়েছো, তা নিয়েও আমার মনে কোনো রাগ নেই। আমার সাথে বন্ধুত্ব করলে তোমার ক্ষতি নয়, লাভই হবে। অন্তত সমস্যাটা কি সেটা একটু মন দিয়ে শোনো।'

ব্যাপারটা কি জানলে ক্ষতি নেই, ভাবলো রানা। 'ঠিক আছে। কিন্তু কম কথায়। আর, শুনতে রাজি হওয়ার মানে এই নয় যে তোমার কোনো কাজ আমি করে দেবো।'

ঝিক করে উঠলো কর্নেলের মুক্তোর মতো দাঁত। হাসিটা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। বললো, 'তোমার তো জানার কথা, সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র আমি নই।' এটা যে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকি সেটা রানাকে বুঝতে দেবার জন্যে এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলো সে। তার-পর শুরু করলো, 'শোনো তাহলে। নর্থপোলে আমাদের একটা ওয়ে-দার স্টেশন আছে। নাম, ড্রিফ্‌ট্ স্টেশন নভেলি। ওদের কাছ থেকে একটা এস. ও. এস. পাওয়া গেছে, তারপর আর কোনো সাড়া-শব্দ নেই। মানবতার খাতিরে হলেও ওদেরকে উদ্ধারের জন্যে তুমি যদি একটা চেষ্টা করো...'

'এর মধ্যে বেকায়দাটা কোথায়? তোমরা একটা সুপার-পাওয়ার, চাইলেই সব হাতের কাছে পেয়ে যাও—একটা রেসকিউ টিম পাঠিয়ে দিলেই তো পারো।'

'তা পারি। পাঠাচ্ছিও। কিন্তু সেই টিমের সাথে তোমার মতো একজন মাস্টার স্পাই দরকার আমাদের। কেন দরকার সে কথা তোমাকে আমি পরে বিস্তারিত জানাবো। এর মধ্যে আরও কিছু ব্যাপার আছে। মুশকিল হয়েছে, দরকারের সময় হাতের কাছে উপযুক্ত লোক পাচ্ছি না আমি যার ওপর নির্ভর করা যায়। হাতে সময়ও কম। সেজন্যেই তোমাকে এত করে...'

'এবং আমি সেটা পছন্দ করছি না,' বলে উঠে দাঁড়ালো রানা। 'ডেকে নিয়ে এসে চা অফার করেছো, সেজন্যে ধন্যবাদ। চললাম।'

রানা ঘুরে দাঁড়াতে যাবে, এই সময় চেয়ার ছেড়ে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো কর্নেল রুবল। 'প্লিজ, রানা! আমাকে এভাবে অসহায় অবস্থায় ফেলে চলে যেও না!'

হেসে ফেললো রানা। 'আরে! তুমি দেখছি ভাল নাটকও জানো!' ধীরে ধীরে ম্লান হতে হতে হাসিটা চেহারা থেকে মিলিয়ে গেল। 'দুঃখিত, কর্নেল রুবল। আমি তোমার কোনো সাহায্যে লাগছি না।'

কর্নেলের চেহারা থেকে শুধু আবেদন নয়, সমস্ত ভাবাবেগের ছাপ মুছে গেল। অদ্ভুত শান্ত আর ঠাণ্ডা দেখালো তাকে। রানার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অ্যাশট্রেতে পাইপের ছাই ঝাড়তে শুরু করলো সে। 'সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, সেটা ঠেলে সরিয়ে দেয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, রানা?' সম্পূর্ণ শান্ত সুরে জানতে চাইলো সে।

'জানতাম, এবার তুমি হুমকি দিয়ে কথা বলবে।'

'ধরো, তোমাকে আমি যদি বিদায় না দিই?' অ্যাশট্রে থেকে রানার চোখে তাকালো কর্নেল রুবল। এমন সুরে প্রশ্নটা করলো যেন রানার কথা শুনতেই পায়নি। 'আমার অনুমতি ছাড়া এই ভিলা থেকে কেউ

বেরিয়ে যেতে পারে না।'

জোর করা হাসিটা রানার মুখে মানিয়ে গেলেও, ওর হাতের তালু ঘামতে শুরু করেছে। রেগে গেছে ও। 'এই তো, চলে যাচ্ছি আমি, পারলে বাধা দাও।' বলেই ঘুরে দাঁড়ালো রানা। দৃঢ় পায়ে এগোলো দরজার দিকে।

শিরদাঁড়া বরাবর শিরশিরে একটা অনুভূতি নিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেল রানা। পিছন থেকে কর্নেল বললো, 'এক সেকেণ্ড, রানা। দেখো তো, এদেরকে চিনতে পারো কিনা?'

ঘুরে দাঁড়ালো রানা। দেখলো, ডেস্কের ওপর একটা এনভেলপ রয়েছে, সেটা খুলে ভেতর থেকে একটা ফটো বের করছে কর্নেল রুবল। জিজ্ঞেস করলো, 'কার ছবি?'

'কার নয়, বলো কাদের। এদেরকে আমার চেয়ে তুমিই ভাল চেনো। চলে তো যাবেই, যাবার আগে একবার চোখ বুলিয়ে যাও, প্লিজ।'

ডেস্কের কাছে ফিরে এল রানা। অনুভব করলো, হার্টবিট বেড়ে গেছে ওর। অসম্ভব ধূর্ত এই কর্নেল রুবল। কে জানে কি শয়তানী বুদ্ধি এঁটে বসে আছে!

রুবলের হাত থেকে ফটোটা নিল ও। একটা পরিবারের গ্রুপ ফটো। মা-বাবা আর দু'টো শিশু সন্তান। প্রথমটায় চিনতে পারলো না রানা, পরমুহূর্তে ঝট্ করে তাকালো কর্নেলের দিকে। 'আজামাত কিরিম, তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে এরা। তাসখন্দে থাকে। এদের ফটো আমাকে দেখাবার উদ্দেশ্য?'

'সত্যি-মিথ্যে জানি না, কেউ কেউ বলে এই আজামাত কিরিম নাকি একবার তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল। কি একটা অ্যাসাইনমেন্টে

তুমি বোধহয় একবার তাসখন্দে গিয়েছিলে, তাই না? একদল ইসরায়েলি এজেন্ট তোমাকে ধাওয়া করেছিল, শেষ মুহূর্তে তুমি ধরাও পড়ে গিয়েছিলে। তাদের হাত থেকে উদ্ধার পেতে এই আজামাত কিরিম আর তার স্ত্রীই নাকি তোমাকে সাহায্য করে। সত্যি?'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করেই বুঝলো রানা, ঘটনাটা পুরোপুরি জানে রুবল। চেপে যাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। বললো, 'সত্যি।'

'আমি তাহলে ধরে নিতে পারি, যদিও ঋণ অনেক আগেই পরিশোধ করেছো, এই আজামাত কিরিমের প্রতি তুমি এখনও কিছুটা কৃতজ্ঞ—পরিবারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ?'

'সে-সব তোমার কোনো ব্যাপার নয়,' কঠিন সুরে বললো রানা। 'ওদের ফটো আমাকে দেখানোর পিছনে তোমার উদ্দেশ্যটা কি?'

'আজামাতের স্ত্রী জানতে চায়, তার স্বামী বেঁচে আছে কিনা। আর বেঁচে না থাকলে, স্বামীর লাশটা সে শেষ একবার দেখতে পাবে কিনা।'

চোখ-মুখ কঠোর, থমথমে হয়ে উঠলো রানার। 'পরিষ্কার করে বলো।'

'স্টেশন নভেলিতে অনেক লোক আছে, তাদের মধ্যে একজন হলো আজামাত কিরিম,' বললো কর্নেল। 'বিপদ হয়েছে টের পেয়ে কান্নাকাটি করছে ওর ছেলে-মেয়েরা। টেলিফোনে ওর স্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে আমার। তোমার কথা শুনে বললো, মাসুদ রানা তাদের এই বিপদের কথা শুনলে চুপ করে বসে থাকতে পারবে না।'

কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে চেয়ার টেনে বসে পড়লো রানা। এই শীতেও ঘাম চিকচিক করছে ওর কপালে। নিচু গলায় বললো, 'সব কথা খুলে বলো আমাকে।'

ঠিক বুঝতে না পেরে জানতে চাইলো কর্নেল, 'সব কথা মানে?'

'তোমাদের স্টেশন নভেলি সম্পর্কে। স্টেশনটার কাজ কি? কারা আছে ওখানে? এস. ও. এস-এ কি জানানো হয়েছে? যা জানো সব।'

'তারমানে কি…' কেমন যেন বিহ্বল দেখালো কর্নেলকে, 'তোমার সাহায্য পাচ্ছি আমি?'

'না,' শান্ত সুরে বললো রানা। 'তোমাকে নয়, আজামাত কিরিমকে সাহায্য করবো আমি। সম্ভব হলে। তবে তার আগে আমার জানতে হবে এর বিনিময়ে তোমাদের কাছ থেকে কি উপকার আশা করতে পারে আমার দেশ।'

বিজয়ের আনন্দে কর্নেলের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো না। এতোই অবাক হয়েছে সে, রানাকে ধন্যবাদ দিতেও ভুলে গেল। একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবলো, মাসুদ রানা সম্পর্কে যা শুনেছি তা দেখছি ষোলো আনা সত্যি। কিন্তু যার মন এই রকম কোমল, অনেক আগেই মারা পড়া উচিত ছিল তার, কিভাবে সে স্পাই হিসেবে এত নাম করে? এই রহস্যের কোনো কিনারা করতে পারলো না কর্নেল রুবল।

কিন্তু সময় নষ্ট করলো না, নড়েচড়ে বসে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে শুরু করলো সে। খুঁটিনাটি বাদ দিল না কিছুই।

দুই

পোল্যাণ্ড।

বন্দর শহর গদানস্ক থেকে উত্তর-পশ্চিমে চলে গেছে রাস্তাটা। এক-দিকে বাল্টিক সাগর, একজোড়া রাশিয়ান গানবোট টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। আরেক দিকে গভীর বনভূমি, গাছপালার ফাঁকে ত্রিভুজ আকৃতির তাঁবু আর সামরিক ইউনিফর্মের নড়াচড়া টের পাওয়া যায়। সোভিয়েত দূতাবাসের একটা গাড়িতে রয়েছে রানা, সাথে বিশেষ অনুমতি-পত্রও আছে, তবু সিকিউরিটির কড়াকড়ি ওর জন্যে এতটুকু শিথিল করা হলো না। কমপিউটার তার ভাঁড়ারে ওর ছবি ও আঙুলের ছাপ আগেই যোগাড় করে রেখেছে, প্রথম চেকপোস্টে ওকে থামিয়ে সদ্য তোলা ছাপের সাথে মেলানো হলো আগের ছাপ। এরপর প্রতি আধ মাইল অন্তর একটা করে চেকপোস্ট, পাঁচ মাইল পেরোতে দশবার থামতে হলো ওকে। পোল্যাণ্ডের ভেতর সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাইভেট রাস্তা এটা, সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর লোকজন ছাড়া আর কারও ব্যবহারের নিয়ম নেই। রাস্তার শেষ মাথায় ওদের সাবমেরিন ঘাঁটি। কিন্তু এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও ডিপলোম্যাটিক ব্যাগের লেবেল সাঁটা থাকায় রানার ব্রীফকেসটা খুলতে পারলো না ওরা।

বেশিদূর দেখা যায় না, হিমেল বাতাসের সাথে তুষার কণার ছুটোছুটি দৃষ্টিপথকে ঝাপসা করে তুলেছে। পতপত করে সোভিয়েত পতাকা

উড়িয়ে ছুটে চললো গাড়ি। খানিক দুর থেকে দেখা গেল বিশাল খিলানের নিচে সাবমেরিন ঘাঁটির খোলা গেট। গেটের দু'পাশে দু'-সারিতে দাঁড়িয়ে আছে চৌকো মুখো, গম্ভীরদর্শন মিলিটারি পুলিশ। এবার জবরদস্ত শীত পড়েছে ইউরোপে, প্রত্যেকের পরনে ভারি ওভার-কোট। ওভারকোটের চওড়া কাঁধে ঝুলছে চকচকে কারবাইন। দু'সারি মিলিটারি পুলিশের ঠিক মাঝখানে থামলো গাড়ি। দ্রুত নামলো সিভিল ড্রেস পরা শোফার, প্যাসেঞ্জার সীটের দরজা খুলে দিয়ে সসম্ভ্রমে অপেক্ষা করতে লাগলো সে। গাড়ি থেকে নামার সময় তার কাছ থেকে নিখুঁত একটা স্যালুট উপহার পেল রানা। কিন্তু লক্ষ্য করলো, তাতে করে মিলিটারি পুলিশদের পাথরে খোদাই করা চেহারায় বা হিম-শীতল দৃষ্টিতে কোনোরকম ভাবান্তর ঘটলো না। বিশালদেহী না হলেও, ক্ষুদে লিলিপুটিয়ানও নয় রানা, তবু এদের সামনে নিজেকে তার নেহাতই ছোট আর দুর্বল বলে মনে হলো। শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যেন রক্ত-মাংসের এক একটা ঢাকাই ডি.আই.টি. বিল্ডিং। সন্দেহটা আবার একবার উঁকি দিল ওর মনে—অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে গিয়ে ভয়ংকর কোনো ফাঁদে পড়ে যায়নি তো সে?

টেলিফোনে আগেই রানার পরিচয় এবং আসার খবর জেনেছে, তবু সমস্ত কাগজ-পত্র খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো মিলিটারি পুলিশ। হাত বদল হতে হতে সিকি মাইল দূরে চৌকো একটা বিল্ডিঙের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল সেগুলো। একটু বিরক্ত হলেও, আশ্চর্য হলো না রানা। এই সাবমেরিন ঘাঁটিতে স্বদেশী সিভিলিয়ানদেরই প্রবেশ নিষেধ, তার ওপর রানা একজন বিদেশী নাগরিক। ওকে তো সন্দেহের চোখে দেখা হবেই।

দশ মিনিট পর কাগজ-পত্র ফিরে এল। তরুণ একজন মিলিটারি

পুলিশের সাথে হুড খোলা একটা জীপে চড়লো রানা। দুতাবাসের গাড়িটাকে এতক্ষণে নিজের ঠিকানায় ফিরে যাবার অনুমতি দেয়া হলো। মাইল দু'য়েক পেরিয়ে জীপ এসে থামলো একেবারে বাল্‌টিক সাগরের কিনারে। সামনেই জেটি। জেটির শেষ মাথায় মিশমিশে কালো কি যেন একটা ভেসে আছে, দেখতে অনেকটা তিমি মাছের পিঠের মতো। রানা বুঝলো, এই হলো লেনিনগ্রাদ—আণবিক শক্তি-চালিত রাশিয়ান সাবমেরিন।

একপাশে কাঁচ দিয়ে ঘেরা সারি সারি অনেকগুলো অফিস কামরা, গাড়ি থেকে নেমে সেদিকে এগোবার সময় একবার থামলো রানা। দৃষ্টি এবং মনোযোগ দু'টোই সাবমেরিনের ওপর। এই প্রথম একটা রাশি-য়ান নিউক্লিয়ার সাবমেরিন দেখছে ও। আর সব সাবমেরিনের সাথে এর প্রায় কোনো মিলই নেই। লম্বায় এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার দুর-পাল্লার সমুদ্রগামী সাবমেরিনগুলোর মতোই, মিল বলতে এইটুকু। ডায়ামিটারের দিক থেকে আর সব ডুবোজাহাজের দ্বিগুণ এটা। প্রচলিত সাবমেরিনের চেহারায় বোট-বোট একটা ভাব থাকে, কিন্তু লেনিনগ্রাদ নিখুঁত একটা টিউবের মতো দেখতে। ইংরেজী অক্ষর 'ভি' আকৃতির বো নয়, এর নাক যেন ঠিক ভূ-গোলকের অর্ধেক। বো থেকে একশো ফিট পিছনে প্রকাণ্ড কনিং-টাওয়ার, ডেক ছাড়িয়ে বিশ ফিট পর্যন্ত উঠে গেছে। টাওয়ারের মাঝামাঝি দুরত্বে, গা ফুঁড়ে ডান দিকে বেরিয়ে এসেছে মোটা খাটো শক্ত চেহারার অক্‌জিলিয়ারি ডাইভিং প্লেনগুলো। একটু এগোলে আরও পিছনে কি আছে দেখতে পেত ও, কিন্তু উৎসাহ বোধ করলো না। গায়ে ওভারকোট নেই, ঠাণ্ডায় হি হি শুরু করেছে।

জীপ ঘুরিয়ে নিয়ে গেটের দিকে ফিরে গেছে মিলিটারি পুলিশ।

ব্রীফকেসটা হাত বদল করে সারি সারি অফিস কামরার দিকে এগোলো রানা। প্রতিটি দরজায় একটা করে নেমপ্লেট। কমাণ্ডার রাইকভ লেখা নেমপ্লেটটা খানিক দূর থেকেই দেখতে পাওয়া গেল। কাঁচের দেয়াল ভেদ করে ভেতরে চলে গেল দৃষ্টি। এক কোণে ডেস্ক আর কাঠের চেয়ার, আরেক কোণে এক সেট সোফা। তিনজন লোককে দেখলো রানা। তিনজনই প্রকাণ্ড, যেন একই গরিলা পরিবারের সদস্য। নিজেদের মধ্যে কি নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে ওরা। দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো রানা, একটু চাপ দিতেই খুলে গেল সেটা। হাসি আর কথা থেমে গেল, প্রত্যেকটি গরিলা ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ওর দিকে।

ভেতরে ঢুকলো রানা। তিনজনের একজন উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা লম্বা করে দিল। 'ডঃ মাসুদ রানা?' ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালো রানা। 'আমি লেফটেন্যান্ট ইউরি রুস্তভ, লেনিনগ্রাদের একজন এক্সিকিউটিভ।' ডান পাশে বসা লোকটাকে ইঙ্গিতে দেখালো সে। 'ভিক্টর পিনিন, অফিসার।' তারপর ফিরলো বাঁ দিকে। 'ম্যাক্সিম গ্যাকো, অফিসার। আপনার অপেক্ষাতেই আমরা এখানে বসে। আমাদের কমাণ্ডার একটু ব্যস্ত আছেন, সেটা মিটিয়েই আপনার সাথে কথা-বলবেন। বসুন, ডঃ রানা।'

পিনিনের সাথে হ্যাণ্ডশেক করে গ্যাকোর দিকে তাকালো রানা, ডান হাতটা নিজের অজান্তেই এগিয়ে গেল তার দিকে। প্রায় একই সাথে বিষম দু'টো ধাক্কা খেলো রানা। প্রথমে লক্ষ্য করলো, ম্যাক্সিম গ্যাকো ওর বাড়ানো হাত ধরার জন্যে নিজের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। লোকটা কেমন যেন বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তার দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠলো। পরক্ষণে লোকটাকে চিনতে পারলো রানা, এবং সেই সাথে প্রমাদ গুণলো। সর্বনাশ, এ-

ব্যাটা তো হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবে!

যেন রানার মনের কথা ধরতে পেরেই মুচকি একটু হাসলো গ্যাকো। রানার বাড়ানো হাত ধরে একটা ঝাঁকি দিয়ে বললো, 'আমার চেনা একজন লোকের সাথে আপনার চেহারার অদ্ভুত মিল আছে, ডঃ রানা। তাই ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিলাম। বসুন, বসুন।'

ঘটনাটা পরিষ্কার মনে আছে রানার। নয়াদিল্লী, সোভিয়েত দূতাবাস। সমস্ত অ্যালার্ম সিস্টেম অচল করে দিয়ে দূতাবাসের ভেতর ঢুকে পড়েছিল ও। উদ্দেশ্য ছিল একটা ফাইল চুরি। ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় এই গ্যাকোর হাতে ধরা পড়ে যায় ও। ধস্তাধস্তির পর জুডোর প্যাঁচে কাবু করে গ্যাকোকে একটা বাথরূমের ভেতর বেঁধে রেখে বেরিয়ে এসেছিল ও। তার মুখে রুমাল গুঁজে দেবার আগে গ্যাকো বলেছিল, বেঁচে থাকলে আবার আমাদের দেখা হবে, প্রতিশোধের জন্যে তৈরি থেকো।

দেখা হবি তো হ এই জায়গায়, যেখানে ওর ডাক্তার ছদ্ম-পরিচয়টা বজায় থাকা দরকার! মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু চেহারায় সেটা প্রকাশ করলো না রানা। গ্যাকো যে ওকে চিনতে পেরেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এখন মুখ খুলবে কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

ব্রীফকেসটা পায়ের কাছে রেখে ওদের তিনজনের সামনে একটা সোফায় বসলো রানা। তারপর এক এক করে তিনজনের দিকে তাকালো। লেফটেন্যান্ট রুস্তভের চেহারায় বুদ্ধির দীপ্তি আছে; গ্যাকোর চেহারায় আছে কর্কশ, নিষ্ঠুরতার ছাপ; আর পিনিনের চোখে-মুখে ফুটে আছে শিশুর সারল্য। শুধু গরিলা নয়, হাসি-খুশি একটা পরিবার—একটু পরই তার প্রমাণ পেল রানা।

'এক মিনিট,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথাটা একটু কাত করে কি যেন

ভাবতে শুরু করলো লেফটেন্যান্ট। 'একটা জটিল অংক কষছি।'

রানা লক্ষ্য করলো, হাসি চেপে রাখার চেষ্টা করছে পিনিন। আর গ্যাকো সকৌতুকে তাকিয়ে আছে লেফটেন্যান্টের দিকে।

'ইউরেকা!' লেফটেন্যান্টের চেহারায় যেন আনন্দের বিস্ফোরণ ঘটলো। 'হিসেব মিলে গেছে!' তর্জনী নেড়ে রানাকে একটু সামনে ঝুঁকে আসতে ইঙ্গিত দিল সে। 'আমি ধরেই নিচ্ছি তুমি ডাক্তার—মানে, রুগী মারো। বয়সে আমি তোমার চেয়ে বড়, কিন্তু পেশায় তুমি আমার চেয়ে বড়। ডাক্তার হুকুম দিলে নিজের পেশাব পর্যন্ত খেতে হয়, ইয়ার্কি নয়! তারমানে, আমরা সমান সমান, কেউ কারও চেয়ে ছোট বা বড় নই। কাজেই তোমার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ুক বা না ছিঁড়ুক, তুমি আমার বন্ধু, পরস্পরকে আমরা তুমি বলে সম্বোধন করবো। ঠিক আছে?'

হেসে ফেলে মাথা ঝাঁকালো রানা। লেফটেন্যান্টের বলার ভঙ্গিতে কৌতুক আছে, কিন্তু স্থূলতা নেই।

'আপনার অংকে অবশিষ্ট নেই, কিন্তু আমাদের অংকে আছে, লেফটেন্যান্ট,' সরল চেহারার পিনিন এক গাল হেসে বললো। 'আমাদেরকে ভয় পাবার কোনো কারণ নেই ডাক্তারের, কিন্তু ডাক্তারকে ভয় পাবার যথেষ্ট কারণ রয়ে গেছে আমাদের। উনি কারও ওপর অসন্তুষ্ট হলেই তাকে ধরে-বেঁধে তেতো কুইনাইন খাওয়াতে পারেন, ইঞ্জেকশন দিতে পারেন, অথবা এই শীতের দিনে গায়ে বালতি বালতি পানি ঢালতে পারেন। শখ চাপলেই ভয়ংকর আরও অনেক কিছু করতে পারেন উনি, কাজেই ওঁকে আমরা আপনি বলে সম্মান দেখাবো, আর আবদার করবো, উনি যেন আমাদেরকে ছোট ভাই হিসেবে দয়া করে তুমি বলেন।'

লেফটেন্যান্ট রুস্তভ আর গ্যাকো দু'জনেই হেসে উঠলো। হাসি থামিয়ে গ্যাকো বললো, 'বোকার মতো কথা বলিস কেন, পিনিন? ডাঃ মাসুদ রানা বয়সে আমাদের চেয়ে ছোট বা সমান সমান হবেন, বড় তো হতেই পারেন না।' রানার দিকে ফিরলো সে। 'এত অল্প বয়সে আপনি ডিগ্রী নিলেন কিভাবে?' তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠলো। চেহারায় অবিশ্বাস।

'চেহারা দেখে সবার বয়স আন্দাজ করা যায় না,' বললো রানা। 'আমি উপযুক্ত বয়সেই ডিগ্রী নিয়েছি। এবং তোমাদের চেয়ে বড়ই হবো।'

চমৎকার একটা ঘরোয়া ভাব আছে পরিবেশটায়, দু'মিনিটের মধ্যে রানাকে ওরা আপন করে নিল। অন্য সবার চেয়ে ওকে একটু বেশি করে এবং খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে বটে গ্যাকো, কিন্তু সবার হাসির সাথে সে-ও প্রতিবার গলা মেলালো, দু'একটা কৌতুক করতেও পিছিয়ে থাকলো না, যেন রানার ওপর কোনো কালেই কোনো রাগ বা আক্রোশ ছিল না তার। কথার ফাঁকে এক সময় রিস্টওয়াচ দেখলো রানা। চারটে পঁয়তাল্লিশ, আরেকটু পরই সন্ধ্যে নামবে। ঠিক সাড়ে চারটের সময় লেনিনগ্রাদের কমাণ্ডার লিউ রাইকভকে টেলিফোন করার কথা রুবলের। অবশ্য রানা যে আসছে সে খবর ক্যাপ্টেনকে আজ বিকেলের আগেই জানানো হয়েছে। ওদের কথা শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে বলা কঠিন। লেনিনগ্রাদের কমাণ্ডার হিসেবে লিউ রাইকভ শুধু ডিরেক্টর অব আণ্ডারসী ওয়রফেয়ারের নির্দেশ মানতে বাধ্য। কর্নেল রুবল কে. জি. বি. এবং মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধি হিসেবে যে অনুরোধটা তাঁকে করবে সেটা তিনি রক্ষা করবেন এমন আশা খুবই কম। আরোহী হিসেবে রানাকে তিনি লেনিনগ্রাদে নিতে চাইবেন

বলে মনে হয় না। সব কথা যদি স্কিপারকে খুলে বলতে পারতো রুবল, তাহলে তাঁর সম্মতি আদায় করা হয়তো কিছুটা সহজ হতো, কিন্তু গোপনীয়তার খাতিরে অ্যাসাইনমেণ্টের আসল উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত চেপে রাখার দরকার আছে। কমাণ্ডারকে রাজি করাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত হয়তো রুবলকে মস্কোর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তাতে সময় লাগবে বেশি। শেষ পর্যন্ত কি হয় বলা মুশকিল। রানাকে যদি নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়, তাতেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন হিসেবে কমাণ্ডার লিউ রাইকভের নিজস্ব একটা ক্ষমতা আছে, সেখানে কর্নেল রুবল পাত্তা নাও পেতে পারে।

'খুব ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই না?' সিগারেটের খোলা প্যাকেটটা রানার সামনে বাড়িয়ে ধরে বললো লেফটেন্যাণ্ট, 'নাও।'

'ধন্যবাদ, আমার চলে না,' বললো রানা। 'আপত্তি না থাকলে আমার তরফ থেকে কফি খেতে পারো সবাই। আসার পথে কাছে-পিঠে কোথাও একটা ক্যান্টিন দেখেছি।'

'কিন্তু তুমি খাওয়াবে, সেটা কি ভাল দেখায়...?'

'আমার মতলব তোমাদেরকে ঋণী করে রাখা। লেনিনগ্রাদে যতক্ষণ থাকবো, তোমাদের সাহায্য দরকার হবে আমার।'

লেনিনগ্রাদে রানার থাকার ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকলো রুস্তভ, বললো, 'যা শীত পড়েছে, কফি খেতে কোনো আপত্তি নেই আমার। আমার মনে হয়, পিনিনও আপত্তি করবে না।'

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল পিনিন। তার সাথে লেফটেন্যাণ্টও উঠলো, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো ডেস্কের সামনে। ওদের দিকে পিছন ফিরে ফোনের রিসিভার তুললো সে।

'আমার প্রতিজ্ঞার কথা মনে আছে, রানা?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো গ্যাকো।

'মজার কথা শুনবে? ওই ফাইলটায় যা পাবো বলে আশা করেছিলাম তা ছিল না। ঘরে নিয়ে গিয়ে খুলে একেবারে বেকুব বনে গিয়েছিলাম।'

চট্‌ করে লেফটেন্যান্টকে একবার দেখে নিল গ্যাকো। ফোনে কথা বলছে সে। 'তুমি ডাক্তার, এ আমি বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল করেছে বড়কর্তারা,' নিচু গলায় বললো গ্যাকো। 'ঘটনাটার কথা এখন যদি আমি ক্যাপ্টেনকে জানাই, কেমন হবে সেটা?'

'ক্যাপ্টেন বড়কর্তাদের জানাবেন,' বললো রানা। 'এবং বড়কর্তারা বলবেন, মাসুদ রানা লোক ভাল নয় সে আমরাও জানি। কিন্তু ঠেকার কাজটা ওকে দিয়েই চালিয়ে নিতে হবে।'

রক্তচক্ষু মেলে রানার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো গ্যাকো। তারপর নিচু গলায় জানতে চাইলো, 'ঠেকার কাজটা কি জানতে পারি?'

'চাঁদ ধরার চেষ্টা করো না, গ্যাকো,' উপদেশের সুরে বললো রানা। 'ব্যাপারটা তোমাদের ক্যাপটেনও জানছেন না।'

'মনে রেখো, তোমার ওপর নজর রাখবো আমি,' গ্যাকোর নিষ্ঠুর চেহারা হিংস্র হয়ে উঠলো। 'কি বলেছিলাম মনে আছে তো? বেঁচে থাকলে আবার আমাদের দেখা হবে, প্রতিশোধের জন্যে তৈরি থেকো।'

'অ্যাই, মজার কোনো গল্প হলে আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে।' চোখ পাকিয়ে বললো লেফটেন্যান্ট কুস্তভ, এগিয়ে এসে বসে

পড়লো নিজের সোফায়।

গ্যাকোর চেহারা থেকে এক নিমেষে হিংস্র ভাবটুকু অদৃশ্য হয়ে গেল। সহজ সুরে হেসে উঠলো সে, বললো, 'ডঃ রানাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, উনি সত্যি ডাক্তার, নাকি ডক্টর? ডাক্তার হলে ওর হাতে এ পর্যন্ত ক'টা রুগী মারা গেছে?'

'কাজটা ভাল করোনি,' কৃত্রিম গাম্ভীর্যে ভারি হয়ে উঠলো লেফটেন্যান্টের প্রকাণ্ড মুখ। 'কারও প্রফেশন্যাল সিক্রেসী জানতে চাওয়া উচিত নয়।' রানার দিকে ফিরলো সে। হেসে বললো, 'কমাণ্ডার মস্কোর সাথে কথা বলছেন, তোমাকে আরও খানিক ধৈর্য ধরতে হবে।'

'আমার কোনো তাড়া নেই,' বললো রানা। 'তবে আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে সাবমেরিন নিয়ে চলে যেও না তোমরা।' লক্ষ্য করলো, ওর কথায় লেফটেন্যান্টের চেহারায় কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। ট্রেনিং পাওয়া, সাত ঘাটের পানি খাওয়া লোক, এটাই স্বাভাবিক।

কামরায় ফিরে এল পিনিন, পিছু পিছু এল ট্রে হাতে একজন ইউনিফর্ম পরা বেয়ারা। তেপয়ের ওপর ওদের জন্যে কফি সাজিয়ে দিয়ে চলে গেল লোকটা। নিজের কাপে চুমুক দিয়ে মৃদু গলায় জানতে চাইলো রানা, 'তোমাদের ক্যাপ্টেন বোধহয় সিকিউরিটির ব্যাপারে খুব কড়া?'

চেহারায় হাসি হাসি ভাবটা জিইয়ে রেখে লেফটেন্যান্ট বললো, 'বলে যাও। আদর্শ শ্রোতা হিসেবে আমাদের জুড়ি নেই।'

রানা বুঝলো, সিকিউরিটি কেন, কোনো ব্যাপারেই একজন বিদেশী লোকের কাছে মুখ খুলতে রাজি নয় এরা।

'এবার নিয়ে নর্থপোলে ক'বার যাওয়া হবে তোমাদের? কফি শেষ করে জানতে চাইলো ও।

একই রকম প্রতিক্রিয়া হলো তিনজনের। রানার প্রশ্ন শুনে চোখের পাতা পর্যন্ত ফেললো না ওরা, বা কেউ কারও দিকে তাকালোও না। তিনজনই ইঞ্চি কয়েক করে ঝুঁকে পড়লো রানার দিকে। এই সময় ট্রে আর কাপ-পিরিচ নিয়ে যাবার জন্যে কামরায় ফিরে এল বেয়ারা। শরীর ঢিল করে আছে ওরা তিজজন, হাসি হাসি ভাব কারও চেহারাতেই এতটুকু ম্লান হলো না। বেয়ারা বেরিয়ে যেতেই শান্ত, হালকা সুরে জানতে চাইলো লেফটেন্যান্ট, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা একটা টপ-সিক্রেট ইনফরমেশন। তুমি জানলে কিভাবে?'

কোটের ভেতরের পকেটে ঢোকাবার জন্যে ডান হাতটা তুলছে রানা, মাঝপথে আটকে গেল সেটা। রুস্তভের ডান হাত ওর কব্জির ওপর আঁটসাঁট হাতকড়ার মতো চেপে বসলো।

'কিছু সন্দেহ করছি তা নয়,' লেফটেন্যান্টের মুখের হাসি অম্লান, গলায় ক্ষমা-প্রার্থনার সুর। 'কিন্তু আমরা সাবমেরিনাররা খুব বিপজ্জনক জীবন কাটাই তো, তাই একটু বেশি নার্ভাস।'

খালি হাতটা দিয়ে রুস্তভের কব্জি ধরলো রানা, হ্যাঁচকা এক টানে সেটা নিজের কব্জি থেকে ছাড়িয়ে আনলো। কাজটা সহজ হলো না, গায়ের জোর ও কৌশল ব্যবহার করতে হলো ওকে। 'টপ সিক্রেট ইনফরমেশন? তা বটে!' এমনভাবে হাসলো ও, যেন খুব মজা পেয়েছে। 'দুনিয়ার সবাই জানে তোমরা কোথায় যাচ্ছো। তোমাদের টপ-সিক্রেট ইনফরমেশন মুক্ত বিশ্বের সাংবাদিকরা ফাঁস করে দিয়েছে। পকেট থেকে আমি রিভলভার বা গ্রেনেড নয়, একটা খবরের কাগজ বের করতে যাচ্ছিলাম।'

'কিসের ওপর ডক্টরেট করেছো, রানা?' বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জি ডলছে রুস্তভ। চেহারায় হাসির জায়গায় এখন ব্যথার ছাপ।

'ওয়েট-লিফটিং ?' আহত কব্জিটা চোখের সামনে তুলে ধরে কি যেন পরীক্ষা করলো সে। 'খবরের কাগজ ? কোথাকার ?'

'পশ্চিম জার্মানীর,' বলে কোট-পকেট থেকে কাগজটা বের করে রুস্তভের হাতে ধরিয়ে দিল রানা।

ভাঁজ খুলে প্রথম পৃষ্ঠার ওপর চোখ রাখলো রুস্তভ। খুঁজতে হলো না, সাত কলাম দু'ইঞ্চি হেডিংটা যেন লাফ দিয়ে উঠে এল চোখে। দশ সেকেণ্ড পড়লো সে, তারপর তাকালো গ্যাকোর দিকে। 'মিশন আর ডেসটিনেশন গোপন রাখার জন্যে আমাদেরকে দিয়ে শপথ করানো হয়, অথচ দেখো কাণ্ড, এখানে সব লেখা আছে পরিষ্কার।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন, লেফটেন্যাণ্ট,' ভারি গলায় বললো গ্যাকো।

'আমারও তাই ধারণা,' বললো পিনিন।

'তাহলে শোনো, হেডিং আর সাব-হেডিংগুলো পড়ে শোনাই— 'স্টেশন নভেলিকে উদ্ধারের জন্যে নিউক্লিয়ার সাবমেরিন তলব। নর্থ-পোলের দিকে লেনিনগ্রাদের নাটকীয় যাত্রা'। আরে সর্বনাশ!' চমকে উঠলো রুস্তভ। 'লেনিনগ্রাদের একটা ছবিও ছেপেছে ওরা! স্কিপারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে এই লোকটাকে তো চিনতে পারছি না। ছবিটা ঝাপসা উঠেছে দেখো তো, গ্যাকো, চিনতে পারো কিনা ?'

তেপয়ের ওপর বিছানো কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়লো গ্যাকো। প্রথমে হেডিং পড়লো সে, বিড়বিড় করে বললো, 'আরহায়!' তারপর ছবির দিকে তাকালো। 'আরে, স্কিপারের পাশে এটা তো আপনার ছবি, লেফটেন্যাণ্ট!'

'তাই তো!' প্রায় আঁতকে উঠলো পিনিন।

গম্ভীর দেখালো রুস্তভকে। 'শুভেচ্ছা সফরে আমরা যেবার ইউরোপে গিয়েছিলাম ছবিটা বোধহয় তখন তোলা হয়েছে, তাই না ?'

উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে আবার বললো সে, 'এখানটায় কি লিখেছে শোনো—"সাগর বা আর্কটিকের ইতিহাসে এই রকম বিপজ্জনক উদ্ধার প্রচেষ্টা আর বোধহয় হয়নি"...'

'বিপজ্জনক, লেফটেন্যান্ট ?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলো গ্যাকো। 'স্কিপার কি তাহলে শুধু যারা যেতে রাজি হবে তাদের নিয়ে রওনা হবেন ?'

'সবাইকে জিজ্ঞেস করেছি, সবাই স্বেচ্ছাসেবক হতে চায়।'

'কই, আমাকে তো জিজ্ঞেস করেননি !'

'আমাকেও না !' বললো পিনিন।

'শুধু বোধহয় তোমরা দু'জনই বাদ পড়েছো,' বলে মুচকি একটু হাসলো রুস্তভ। 'এবার দয়া করে একটু চুপ করো, তোমাদের এক্সজিকিউটিভ অফিসার কথা বলছেন। শোনো—'কালকের কাগজে পাঠকদের আমরা জানিয়েছিলাম, আর্কটিকের একমাত্র সোভিয়েত মিটিওরোলজিক্যাল স্টেশন, ড্রিফ্‌ট Drift) আইসস্টেশন নভেলি একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। খবরটা জানার পর সারা দুনিয়ার সংবাদপত্রসেবীরা হতভম্ব হয়ে পড়েন। দুর্ঘটনার খবর আসার পর এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে মূলবান ষাটটি ঘণ্টা। দুনিয়ার চাঁদি থেকে পাঠানো নভেলির অস্পষ্ট এস. ও. এস. প্রথম ধরা পড়ে নরওয়ের একজন রেডিও অপারেটরের কানে।

"পরবর্তী মেসেজ প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আগে ব্যারেন্ট সাগরের একটা ব্রিটিশ ট্রলারের রেডিওতে ধরা পড়ে। এই মেসেজে দুর্ঘটনা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানা গেছে। বৃহস্পতিবার ভোর রাতের দিকে ফুয়েল-অয়েলে আগুন ধরে গেলে স্টেশনের প্রায় সবটাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যারা বেঁচে আছে তাদের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন। অয়েল-ফুয়েলের রিজার্ভ

আর ফুড স্টোর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় আশংকা করা হচ্ছে, পঞ্চাশ ডিগ্রী ফ্রস্ট আর টোয়েনটি-বিলো টেম্পারেচারে এদের পক্ষে বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়।

"স্টেশনের লোকজন প্রি-ফেব্রিকেটেড ঘরে থাকতো, সবগুলো ঘর ধ্বংস হয়েছে কিনা জানা যায়নি।

"ড্রিফ্‌ট আইসস্টেশন নভেলি তৈরি করা হয় এই বছরেরই গ্রীষ্মে, এই মুহূর্তে তার পজিশন আন্দাজ ৮৫°-০´ উত্তর, ২১°৩০´ পূর্বে। এলাকাটা নর্থ পোল থেকে মাত্র তিনশো মাইল দূরে। যদিও, পোলার আইস প্যাক ঘড়ির কাঁটার মতো সারাক্ষণ ঘোরে বলে এর সঠিক পজিশন নিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় নেই।

"রাশিয়া, ব্রিটিশ আর মার্কিন এয়ারফোর্সের দূর-পাল্লার সুপারসনিক বম্বারগুলো একনাগাড় ত্রিশ ঘণ্টা ধরে পোলার আইস প্যাকের ওপর তল্লাশি চালিয়েছে। কিন্তু ড্রিফট স্টেশনের পজিশন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, আর্কটিকে এই সময় দিনের আলোর অনুপস্থিতি, এবং অত্যন্ত খারাপ আবহাওয়ার জন্য নভেলিকে খুঁজে বের করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বিমানগুলো বাধ্য হয়ে যে যার ঘাঁটিতে ফিরে গেছে।"

'ওই সব আধুনিক বম্বারে এমন সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে, চোখ ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন পড়ে না পাইলটদের,' বললো গ্যাকো। 'ড্রিফট স্টেশনের রেডিও অপারেটর মেসেজ পাঠানো চালু রাখলে সেটাকে বীকন হিসেবে ব্যবহার করে নির্দিষ্ট পজিশনে পৌঁছে যেতে পারে ওগুলো।'

'কে জানে, রেডিও অপারেটর হয়তো মারা গেছে,' বললো লেফটেন্যাণ্ট রুস্তভ। 'কিংবা তার রেডিওই হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে। ওটা চালু রাখার জন্যে হয়তো ফুয়েলের দরকার হয়। পাওয়ার হিসেবে

অপারেটর কি ব্যবহার করতো তার ওপর নির্ভর করে...'

'ডিজেল-ইলেকট্রিক জেনারেটর,' বললো রানা। 'তার হাতে নাইফ (NIFE) সেলের অতিরিক্ত একটা ব্যাটারি আছে। সেগুলো হয়তো ইমার্জেন্সীর জন্যে রেখে দিয়েছিল। পুরানো টাইপের একটা জেনারেটরও আছে, হাত দিয়ে চালাতে হয়, কিন্তু তার রেঞ্জ খুবই কম।'

প্রথমে পিনি, তারপর গ্যাকোর দিকে তাকালো রুস্তভ, বললো, 'এত কথা যে কাগজে নেই, এরা দু'জন তার সাক্ষী।'

মুচকি হেসে বললো রানা, 'কোত্থেকে জেনেছি এসব এখন তা আর আমার মনে নেই।'

রানার চোখে একবার তাকালো রুস্তভ, চেহারায় কোনো ভাব নেই। তারপর চোখ নামিয়ে মন দিল কাগজে। 'এখানে লিখেছে—"বিশ্বস্তসূত্রে প্রকাশ, মার্কিনীদের সবচেয়ে শক্তিশালী আণবিক শক্তি-চালিত আইসব্রেকার লভো এখন থেকে চব্বিশ ঘণ্টা আগে গ্রীনল্যাণ্ডের থিউল থেকে নর্থ পোলের দিকে রওনা হয়ে গেছে। কিন্তু ফলাফল সম্পর্কে পর্যবেক্ষকরা মোটেও আশাবাদী নন। বছরের এই শেষ দিকে এরই মধ্যে আইস প্যাক পুরু আর মোটা হয়ে জমাট বেঁধে গেছে, যা ভেদ করা মানুষের তৈরি কোনো জলযানের পক্ষে সম্ভব নয়।

"নভেলিকে খুঁজে বের করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার পর মস্কো সরকার এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লেনিনগ্রাদকে পাঠিয়ে শেষ একটা চেষ্টা করে দেখা হবে। লেনিনগ্রাদই এখন দুর্ভাগা লোক-গুলোর একমাত্র ক্ষীণ আশা। কিন্তু অভিজ্ঞ মহল সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছে, লেনিনগ্রাদের সফল হবার সম্ভাবনা নিয়ে খুব বেশি আশা-বাদী হওয়া উচিত হবে না। শুধু যে পোলার আইস প্যাকের নিচ দিয়ে কয়েকশো মাইল পেরোতে হবে লেনিনগ্রাদকে তাই নয়, নভেলিকে

খুঁজতে হলে আইস প্যাক ভেদ করে কোথাও না কোথাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে হবে তাকে। সন্দেহ নেই, তার জীবনের সবচেয়ে বিপজ্জনক অভিযানে রওনা হতে যাচ্ছে লেনিনগ্রাদ। খবরে প্রকাশ, এই মুহূর্তে পোল্যাণ্ডের গদানস্কে রয়েছে সাবমেরিনটি। আশা করা হচ্ছে, আজ সন্ধ্যে সাতটায় রওনা হয়ে যাবেন কমাণ্ডার লিউ রাইকভ।"

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পড়লো লেফটেন্যান্ট, এক সময় মুখ তুলে বললো, 'বিশেষ আর কিছু লেখেনি। লেনিনগ্রাদের সংক্ষিপ্ত একটা পরিচিতি ছেপেছে, আমাদের এই বাহন নাকি সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর গর্ব, আমরা নাকি এক একটা রত্ন, ইত্যাদি-ইত্যাদি।'

'ছনিয়ার চাঁদিতে বসে কি করে লোকগুলো?' জানতে চাইলো পিনিন। 'মিটিওরোলজিক্যাল স্টেশন বলতে কি বুঝি আমরা?'

কৃত্রিম গাম্ভীর্যে আরও লাল হয়ে উঠলো লেফটেন্যান্টের মুখ: 'আমার মনে হয় প্রশ্নটা আমাকে নয়, এই মাসুদ রানাকে করলে সন্তোষজনক একটা উত্তর পেয়ে যাবে তুমি।'

'এ ব্যাপারে খুব সামান্যই জানি আমি,' বললো রানা। 'মিটিওরোলজিস্টরা আজকাল আর্কটিক আর অ্যান্টার্কটিকাকে বিশাল একজোড়া আবহাওয়া তৈরির কারখানা বলে মনে করেন। অ্যান্টার্কটিকা সম্পর্কে অনেক কিছু জানি আমরা, কিন্তু আর্কটিক সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানি না। জানি না, কিন্তু জানতে চাই। তাই সুবিধে মতো একটা বরফের স্তর (Floe) বা স্তূপ বেছে নিয়ে সেটার ওপর ঘর বানায় মানুষ, সেই ঘরে রাজ্যের ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে ঢোকে টেকনিশিয়ানরা। এভাবে তৈরি হয়ে গেল মিটিওরোলজিক্যাল স্টেশন। এটা এখন মাস ছ'য়েক বা ওই রকম সময়ের জন্যে ছনিয়ার মাথার ওপর বরফের সাথে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এই ধরনের স্টেশন আরও দু'-

একটা আছে তোমাদের, সেগুলো প্রায় সবই পুব সাইবেরিয়ান সাগরে। মার্কিনীদের আছে গোটা দশ-বারো। ব্রিটিশরাও একেবারে পিছিয়ে নেই।'

'আচ্ছা,' জানতে চাইলো গ্যাকো, 'বরফের রাজ্যে ওরা ক্যাম্প ফেলে কিভাবে? সিস্টেমটা কি?'

'সবার সিস্টেম এক রকম নয়। তোমাদের লোকেরা কাজটা শীত কালে করতে পছন্দ করে, তখন জমাট বাঁধা বরফের ওপর প্লেন ল্যাণ্ড করানো যায়। প্রথমে আইস প্যাকের ওপর তল্লাশি চালানো হয়, ভাল এক টুকরো বরফের খোঁজে। বরফ জমাট বেঁধে, জোড়া লেগে বিশাল একটা মাঠ হয়ে উঠলেও বিশেষজ্ঞরা দেখে বলতে পারেন গলন শুরু হলেও কোন অংশটা গলবে না বা ভাঙবে না। জায়গা বাছাইয়ের পর স্কি প্লেনে করে পোর্টেবল ঘর, ইকুইপমেন্ট, স্টোর এবং মানুষ নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে যায় ক্যাম্প।

'মার্কিনীরা গরমের দিনে জাহাজের সাহায্যে কাজটা সারে। ওরা সাধারণত লিটভা ব্যবহার করে, ওটা একটা নিউক্লিয়ার-এঞ্জিনড আইস-ব্রেকার। গরমের দিনে আইস প্যাক অতটা পুরু থাকে না, বরফ ভেঙে পথ করে নেয়া সহজ। ভেতর দিকে ঢুকে গিয়ে পছন্দ মতো একটা বরফ-টুকরোর ওপর খালাস করে সব, তারপর আয়োজন করে বরফ জমাট বাঁধতে শুরু করার আগেই ফিরে আসে। তোমাদের ড্রিফট আইসস্টেশন নভেলি এই পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছে। এই এলাকায় এটাই তোমাদের একমাত্র আইস স্টেশন। এই কাজে মার্কিনীরা তোমাদেরকে ধার হিসেবে লিটভাকে দিয়েছিল। মিটিওরোলজিক্যাল রিসার্চে সবাই উপকার পায় বলে এই একটা বিষয়ে সবাই সবাইকে সাহায্য করার জন্যে উদগ্রীব হয়ে থাকে। তোমাদের লোকজন আর

ইকুইপমেন্ট নিয়ে আইস প্যাকের গভীরে চলে যায় লিটভা, ফ্রাঞ্জ জোসেফ ল্যাণ্ডের উত্তরে। নভেলি এরই মধ্যে তার আদি পজিশন থেকে বেশ অনেকটা সরে গেছে—পোলার আইস প্যাক, যে কিনা আর্কটিক সাগরের ঠিক মাথাটা দখল করে বসে আছে, পৃথিবীর ঘোরার সাথে ঠিকমত পাল্লা দিয়ে সারতে পারে না। মন্থর একটা পশ্চিমমুখো গতি এসে যায় তার। এই মুহূর্তে স্পিটসবার্জেনের প্রায় চারশো মাইল উত্তরে থাকার কথা নভেলির।'

রানা থামতেই বেজে উঠলো টেলিফোন। উঠে গিয়ে রিসিভার তুললো পিনিন। অপরপ্রান্তের কথা শুনে ফিরে এল সে, বললো, 'ডাঃ রানার কাগজ-পত্র আর ব্রীফকেস চেয়ে পাঠালো।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে রানার দিকে তাকালো লেফটেন্যান্ট। পকেট থেকে কাগজ-পত্র বের করে পিনিনের হাতে ধরিয়ে দিল রানা, বললো, 'ব্রীফকেসটা সাবধানে রেখো, বিদেশ-বিভুঁইয়ে ওটাই আমার একমাত্র সম্বল।'

গ্যাকোর উদ্দেশ্যে চোখ মটকে লেফটেন্যান্ট বললো, 'ওতে নিশ্চয়ই ঝাঁঝালো সব ওষুধ-পত্র আছে।'

ব্রীফকেস আর কাগজ-পত্র নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল পিনিন।

গ্যাকো জানতে চাইলো, 'আপনি কি নেভীতে আছেন, ডাক্তার সাহেব?'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারো। নেভীর সাথে জড়িত আছি।'

'আলগাভাবে, কোনো সন্দেহ নেই।' ফোঁড়ন কাটলো লেফটেন্যান্ট কুস্তভ। 'আচ্ছা, ডাক্তার, এত থাকতে তুমি আর্কটিকে ছুটি কাটাতে যাচ্ছো কি মনে করে? জানো না, ঠাণ্ডা ওখানে মানুষখেকো বাঘের মতো পায়চারি করে?'

'যাচ্ছি, কারণ নভেলিতে ওরা যারা বেঁচে আছে তাদের মেডিকেল এইড দরকার হবে। অবশ্য আমরা পৌঁছে যদি কাউকে জ্যান্ত পাই তবেই।'

'কিন্তু সেজন্যে তো আমাদের নিজেদেরই বদ্যি রয়েছে! আর একজন ওঝার কি দরকার ছিল?'

'বদ্যি বা ওঝা নয়, ইডিয়েট—ডাক্তার!' কপট তিরস্কারের সুরে বললো লেফটেন্যান্ট।

'ডাক্তারই বোঝাতে চেয়েছি আমি। তবে, মুখ ফস্কে ওগুলো বেরিয়ে গেছে বলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।'

রানা বললো, 'ওখানে ওদের বেশির ভাগেরই অ্যাডভান্সড এক্স-পোজার, ফ্রস্ট বাইট এবং সম্ভবত গ্যাংগ্রিনে আক্রান্ত হবার ভয় আছে। এসব রোগ সম্পর্কে আমাকে একজন স্পেশালিস্ট বলতে পারেন।'

'বলেন কি! এসব রোগ সম্পর্কে আবার স্পেশালিস্টও হওয়া যায়?'

মুচকি হেসে বললো রুস্তভ, 'এখানে আমরা ডাঃ মাসুদ রানাকে মৃত্যুদণ্ড দেবার জন্যে বিচার করতে বসিনি, কাজেই ওকে এত কড়া জেরা করার কোনো দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। তারচেয়ে, আমার তরফ থেকে আরেক দফা কফি খেতে কারও আপত্তি আছে কিনা বলো।'

পদস্থ কর্মকর্তা আর সাধারণ কর্মীদের মধ্যে এই হাসি-খুশি, ঘরোয়া সম্পর্ক রানার কাছে একেবারে নতুন নয়। সাধারণত এয়ারফোর্সে এই জিনিসটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। দক্ষ এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি অধস্তনদের সাথে সহনশীল, সকৌতুক আচরণ করেন, সম্ভবত এই জন্যে যে তাতে কাজের একটা সুস্থ পরিবেশ তৈরি হয়।

দ্বিতীয় কাপ কফি খাওয়ার পর আরও দশ মিনিট পেরিয়ে গেল, তারপর ডাক পড়লো রানার। নীল কোট পরা একজন নাবিক ঢুকলো কামরায়, বললো, 'ক্যাপটেন পাঠালেন, লেফটেন্যান্ট। ডাঃ রানার জন্যে তিনি তাঁর কেবিনে অপেক্ষা করছেন।'

রানাকে নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে আসার সময় লেফটেন্যান্ট রুস্তভ বললো, 'তোমার ভাগ্য বটে। তুমিই প্রথম বিদেশী যে লেনিনগ্রাদে পা ফেলছো।'

মাথা নেড়ে দ্বিমত পোষণ করলো রানা। 'মানুষ হিসেব যন্ত্রের চেয়ে আমি ছোট নই। আমার পায়ের ধুলো পড়ছে, সেজন্যে লেনিনগ্রাদেরই ধন্য হওয়া উচিত।'

একটু থমকে, ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকালো লেফটেন্যান্ট। বুঝলো, শুনতে স্পর্ধার মতো লাগলেও কথাটা অন্তরের অনুভূতি আর উপলব্ধি থেকে বলেছে ডাঃ রানা। কেন যেন বিদেশী লোকটার প্রতি তার মনে একটা শ্রদ্ধার ভাব এসে গেল।

বাইরে তুষারপাত আগের চেয়ে একটু কমেছে, হিম-শীতল উত্তুরে বাতাস কাপড়-চোপড় ভেদ করে ওদের গায়ে যেন হুল ফোটাতে শুরু করলো। জেটির মাথায় মস্ত একটা কংক্রিটের চাতাল, সেটা পেরিয়ে সবচেয়ে কাছের গ্যাংওয়ের মাথায় এসে দাঁড়ালো ওরা। ফ্লাড-লাইটের আলোয় ডকইয়ার্ড কর্মীরা কাজ করছে। ফরওয়ার্ড হ্যাচে টর্পেডো ভরা চলছে। রানাকে নিয়ে আফটার গ্যাংওয়েতে চলে এল লেফটেন্যান্ট। ক্যানভাস ঢাকা আফটার হ্যাচের পাশ ঘেঁষে এগোলো ওরা, ইস্পাতের একটা মই বেয়ে নেমে এল ঝকঝকে তকতকে, গরম ইঞ্জিন রূমে। চারদিকে বিরাট বিরাট সব মেশিনারি আর ইনস্ট্রুমেন্ট-প্যানেল। ফ্লোরেসেন্ট বাতির আলো উজ্জ্বল রোদের মতো, কিন্তু ঠাণ্ডা, কোথাও

একরত্তি ছায়া পড়েনি।

'আমার চোখে পট্টি বাঁধবে না?' জানতে চাইলো রানা।

'দরকার নেই,' মুচকি হেসে বললো লেফটেন্যান্ট। 'তোমাকে এতে চড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে, তারমানে, তোমাকে বিশ্বাসও করা হয়েছে—এখানে কি দেখলে না দেখলে তা কাউকে তুমি বলতে যাবে না। আর যদি তুমি ভুয়া হও, এখান থেকে সোজা জেলে চলে যাবে, এসে যায় এমন কিছু কাউকে রিপোর্ট করার কোনো সুযোগই পাবে না আর কোনোদিন।'

কালো রাবার দিয়ে মোড়া ডেক, হাঁটলে শব্দ হয় না। ছোট-খাটো পাহাড় আকৃতির দু'টো মেশিনকে ডান পাশে রেখে এগোলো ওরা। দেখেই চিনলো রানা, টারবো-জেনারেটর—বিদ্যুৎ পয়দা করে। এক সার ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের সামনে দিয়ে চলে এল দরজার কাছে, সেখান থেকে খুব সরু আর লম্বা একটা প্যাসেজে। প্যাসেজটা পেরো-বার সময় পায়ের তলায় বেশ ভারি একটা কাঁপুনি অনুভব করলো রানা। লেনিনগ্রাদের নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর বোধহয় ওদের ঠিক পায়ের নিচেই কোথাও আছে। প্যাসেজ-ওয়ে ডেকে গোল আকারের হ্যাচ দেখা গেল, এগুলো নিশ্চয়ই সীসা দিয়ে আটকানো কাঁচের জানালার আব-রণ, যাকে ইন্সপেকশন পোর্ট বলা হয়—অনেক নিচের নিউক্লিয়ার ফার-নেসে পৌঁছুবার একমাত্র এবং সবচেয়ে সহজ পথ।

প্যাসেজের শেষ মাথায় আরেকটা ভারি দরজা। সেটা পেরিয়ে লেনিনগ্রাদের কন্ট্রোল সেন্টারে চলে এল ওরা। ওদের বাঁ দিকে পার্টিশন দেয়া রেডিও-রুম, ডান দিকে এক ব্যাণ্ডের ট্রানজিস্টর রেডিও থেকে শুরু করে ছোট মোটর বোট আকারের অসংখ্য মেশিন আর ডায়াল লাগানো প্যানেল—এসবের ব্যবহার সম্পর্কে কোনো ধারণা

থাকা তো দূরের কথা, আগে কোনোদিন এসব দেখেওনি রানা। ওদের সামনে বড় একটা চার্ট টেবিল। আরও সামনে চলে গেল দৃষ্টি, কন্ট্রোল-সেন্টারের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ডে রয়েছে একজোড়া পেরিস্কোপ। আর কোনো সাবমেরিনে এত বড় কন্ট্রোল রুম দেখেনি ও, অথচ এক ইঞ্চি জায়গা ফালতু পড়ে নেই কোথাও। বাল্ক হেড আর ডেক হেডও বিচিত্র সরু-মোটা ওয়্যার, কেব্‌ল্ আর পাইপের ভিড়ে ঢাকা পড়ে গেছে।

কন্ট্রোল রুমের ফরওয়ার্ড পোর্ট আধুনিক জেট এয়ারলাইনারের ফ্লাইট ডেকের মতো দেখতে। দু'টো আলাদা ইওক (YOKE) কন্ট্রোল কলাম, ওগুলোর সামনে থরে থরে সাজানো রয়েছে হাজার রকম ডায়াল বসানো বিভিন্ন আকারের প্যানেল। ইওক জোড়ার পিছনে গদি মোড়া দু'টো চেয়ার।

কন্ট্রোল প্ল্যাটফর্ম এবং কন্ট্রোল রুম থেকে সামনের দিকে এগোবার জন্যে যে প্যাসেজটা আছে তার উল্টো দিকে পার্টিশন দিয়ে ঘেরা আরেকটা কামরা দেখা গেল। ভেতরে কি আছে তার কোনো আভাস পাওয়া গেল না। প্যাসেজ ধরে হন হন করে এগোলো লেফটেন্যান্ট, তার বাঁ দিকে প্রথম যে দরজাটা পড়লো সেটার সামনে দাঁড়িয়ে নক করলো সে। দু'সেকেণ্ড পর দরজা খুলে গেল। দোর-গোড়ায় মাঝ-বয়সী একজন ভদ্রলোককে দেখলো রানা, দেখেই ধারণা করলো, ইনিই কমাণ্ডার লিউ রাইকভ, লেনিনগ্রাদের স্কিপার।

ছোটখাটো, একহারা গড়নের মানুষ কমাণ্ডার রাইকভ। গোলাপী সাদা রঙের মুখ, চকচক চকচক করছে। শরীরের তুলনায় মুখটা একটু বেখাপ্পা রকমের ভারিই বলা চলে। মাথার বাঁ দিকে, খুব নিচুতে সিঁথি কেটেছেন, খুলি কামড়ে ধরা চ্যাপ্টা টুপির মতো লাগলো চুলগুলোকে।

রানাকে দেখেই তিনি হাসলেন না, অথচ তাঁর মুখে কিছু রেখা অনেক আগেই তৈরি হয়ে আছে যা দেখলেই বোঝা যায়, হাসি জিনিসটা তাঁর প্রতি মুহূর্তের সাথী। কোনো পার্টিতে, বৈঠকে, ক্লাবে এই ধরনের হাসি-খুশি টাইপের লোকেরাই আসর মাত করে রাখে। এরা যত না বুদ্ধিমান তারচেয়ে বেশি হয় কৌতুক-রসের যোগানদার। অন্তত প্রথম দর্শনে কমাণ্ডার লিউ রাইকভ সম্পর্কে এই রকমই একটা ধারণা হলো রানার। কিন্তু ধারণাটা সাথে সাথে বাতিল করে দিল ও। দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী নিউক্লিয়ার সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন হিসেবে একজন তরলমতি জোকারকে বেছে নেয়া হয়েছে, এ হতে পারে না। ভদ্রলোকের কোথায় কি বৈশিষ্ট্য আছে, এবার তার খোঁজ শুরু করলো রানা। প্রথমেই নজর পড়লো চোখ। আর যাই হোক, ক্যাপ্টেনের চোখ জোড়ায় হাসি বা কৌতুকের ছিটেফোঁটাও নেই। চোখাচোখি হতেই নিজের অজান্তেই গা ছম ছম করে উঠলো রানার। এমন ঠাণ্ডা দৃষ্টি আর কখনও অনুভব করেনি ও। একজন ডেন্টিস্ট যেভাবে তার প্রোব ব্যবহার করে, একজন সার্জেন যেভাবে তার ল্যানসেট কাজে লাগায়, একজন বিজ্ঞানী যেভাবে তার ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করে, ক্যাপ্টেন লিউ রাইকভ ঠিক সেভাবে ব্যবহার করেন তাঁর চোখজোড়া। চতুর বা ধূর্ত চোখ নয়, অনুসন্ধানী চোখ। মাপজোক করার যন্ত্র।

প্রথমে তিনি রানাকে মাপলেন, তারপর ওজন ঠিক আছে কিনা দেখার জন্যেই বোধহয় চোখ বুলালেন হাতে ধরা কাগজগুলোর ওপর। কি ভাবছেন, চেহারায় তার কোনো আভাসই ফুটলো না। 'অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখা হয়েছে, সেজন্যে আমরা দুঃখিত, ডাঃ রানা। সাড়ে ছ'টায় রওনা হচ্ছি আমরা। ইউরি,' শেষের কথাটা লেফটেন্যান্ট রুস্তভকে

বলা হলো। 'তার আগে সব সেরে নিতে পারবে তো?'

'টর্পেডো লোড করতে কি রকম সময় লাগে তার ওপর নির্ভর করছে, ক্যাপ্টেন।'

'আমরা মাত্র ছ'টা নিচ্ছি।'

লেফটেন্যান্টের একটা ভুরু সামান্য একটু উঁচু হলো, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলো না। জানতে চাইলো, 'ওগুলো কি টিউবে ভরা হবে?'

'র‍্যাকে। ব্যালেন্স ঠিক থাকে কিনা চেক করে দেখে নিতে হবে, তারপর অ্যাডজাস্ট করা যাবে।'

'কোনো স্পেয়ার থাকছে না?'

'না।'

মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল লেফটেন্যান্ট। রানাকে পথ দেখিয়ে নিজের কামরায় নিয়ে এলেন কমাণ্ডার, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলেন দরজা। 'আমার লোকেরা আপনার খাতির-যত্ন করেছে তো?' ভাঁজ খোলা একটা টুল দেখিয়ে রানাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন তিনি।

ক্যাপ্টেনের কেবিনটা টেলিফোন বুথের চেয়ে সামান্য বড় হবে। একটা বাঙ্ক, একটা ফোল্ডিং ওয়াশবেসিন, ছোট একটা ডেস্কের ওদিকে হাতল ছাড়া চেয়ার, একটা ফোল্ডিং ক্যাম্প টুল, একটা লকার, বাঙ্কের ওপর কিছু ক্যালিব্রেটেড রিপিটার-ইনস্ট্রুমেন্ট ডায়াল—ব্যস, আর কিছু নেই। কেউ যদি কনুই বা হাঁটুতে চোট খেতে চায়, কেবিনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বেমক্কা এক পাক ঘুরলেই মনের আশা পূরণ হয়ে যাবে।

'এক কাপ কফি খাইয়েছিলাম, সেটা ওরা ওই কফি খাইয়েই শোধ দিয়েছে,' বললো রানা।

কমাণ্ডারের চেহারায় হাসি খেলে গেল, কিন্তু সে হাসি চোখ দু'টো-কে স্পর্শ করলো না। বললেন, 'আমরা সাবমেরিনাররা আসলে সুযোগ-সন্ধানী!' ডেস্কের ওধারে গিয়ে চেয়ারে বসলেন তিনি। গলার আওয়াজ শান্ত এবং মৃদু, উচ্চারণ ভঙ্গি অত্যন্ত মার্জিত। 'আপনার কাগজপত্র দেখলাম। মস্কোর সাথেও কথা হলো। কিন্তু তবু আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। কে আপনি, ডাঃ রানা? কি আপনি?'

'এর উত্তর কর্নেল রুবল বা মস্কোর কাছ থেকে নিশ্চয়ই পেয়েছেন, কমাণ্ডার। আমি একজন বাংলাদেশী ডাক্তার, নেভীর সাথে জড়িত...'

'ন্যাভাল ডক্টর?'

'না, ঠিক তা নয়...'

'সিভিলিয়ান?'

মাথা ঝাঁকালো রানা।

কমাণ্ডারের গালে হাসির রেখাগুলো থাকলো বটে, কিন্তু চেহারায় হাসি নেই। ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে চেপে আপনমনে মাথা দোলালেন তিনি। 'কিসের ডাক্তার আপনি?'

'চরম যে-কোনো পরিবেশ বা আবহাওয়ায় মানুষের শরীরে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয় তার ওপর রিসার্চ করছি আমি। প্রচণ্ড শীত বা প্রচণ্ড গরমে মানুষ যে-ধরনের অসুবিধের মধ্যে পড়ে, আমি তার চিকিৎসা করি। মহাশূন্যে ওজনহীনতার শিকার হয় লোকে, এর উল্টোটাও ঘটে, যেমন সাবমেরিন থেকে পালাবার সময় মানুষের ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে—এদের অসুবিধে দূর করার জন্যে প্রেসক্রিপসন লিখতে পারি।'

'এর আগে সাবমেরিনে চড়ে গভীর সাগরে গেছেন কখনও?'

'যেতে হয়েছে।'

কমাণ্ডারকে আগের চেয়েও ম্রিয়মান দেখালো। একজন বিদেশী

—খারাপ। একজন বিদেশী সিভিলিয়ান—খুব খারাপ। কিন্তু একজন বিদেশী সিভিলিয়ান যার কিনা সাবমেরিন সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আছে—সর্বনাশ। 'ড্রিফ্‌ট স্টেশন নভেলি সম্পর্কে আপনার এই যে আগ্রহ, সেটার কারণ কি, ডাঃ রানা ?'

'সোভিয়েত সরকারের কিছু কর্মকর্তা আমাকে ওখানে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছেন।'

'তা জানি। কিন্তু অনুরোধটা আপনাকে কেন, ডাঃ রানা ?'

'আর্কটিক সম্পর্কে আমার ধারণা আছে, বোধহয় তাই। এক্সপোজার, ফ্রস্ট বাইট বা গ্যাংগ্রিনের শিকার লোকগুলোকে আমি হয়তো বাঁচাতে পারবো, যা হয়তো সাবমেরিনের নিজস্ব ডাক্তারের পক্ষে কঠিন হবে।'

'ঘন্টা কয়েকের নোটিশে আপনার মতো ডাক্তার হাফ-ডজন যোগাড় করতে পারি আমি,' গলার সুর একটুকু না চড়িয়ে বললেন কমাণ্ডার। 'তারা কেউ বিদেশী তো হবেই না, সিভিলিয়ানও নয়।' এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি, 'উঁহু', আপনিও আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারছেন না, ডাঃ রানা।'

পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে। আবার চেষ্টা করলো রানা, 'এই ধরনের মিটিওরোলজিক্যাল স্টেশন সম্পর্কেও আমার প্রাথমিক একটা ধারণা আছে, কমাণ্ডার। তাছাড়া, নভেলির কমাণ্ডান্ট আজামাত কিরিম আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পুরানো বন্ধু।'

'আই সি।' চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন ক্যাপ্টেন রাইকভ। 'অথচ তবু আপনি নিজেকে একজন সাধারণ ডাক্তার বলে দাবি করছেন ?'

'অনেক বিষয়েই কিছু কিছু টেকনিক্যাল অভিজ্ঞতা আছে আমার,' বললো রানা। 'কাজেই নানা ধরনের কাজে লাগতে আমার কোনো

অসুবিধে হয় না।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকলেন রাইকভ।

'কিন্তু আপনি যদি সাধারণ একজন ডাক্তারই হবেন, এই সার্টি-ফিকেটের ব্যাখ্যা কি হবে?' কাগজগুলো এখনও হাতে রেখেছেন কমাণ্ডার, তা থেকে একটা টেনে বের করে ডেস্কের ওপর দিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

মেসেজটা পড়লো রানা।

"ডাঃ মাসুদ রানার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোনোরকম সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আপনি তাকে সম্পূর্ণ, রিপিট, সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন। সাবমেরিন আর ক্রুদের জীবন বিপন্ন না করে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য সহযোগিতা দিতে হবে তাকে।"

মেসেজের নিচে লেখা রয়েছে চীফ অফ ন্যাভাল অপারেশন, মস্কো, ইউ. এস. এস. আর।

'চীফ অব ন্যাভাল অপারেশনকে অসংখ্য ধন্যবাদ,' মুচকি হেসে মেসেজটা ফেরত দিল রানা। 'এই রকম একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট পাবার পর আর কি চান আপনি, কমাণ্ডার? উদ্বিগ্ন হবার আর কি কারণ থাকতে পারে আপনার?'

'আপনাকে তো আগেই জানিয়েছি, মস্কোর এই মেসেজও আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি,' ঠাণ্ডা সুরে বললেন কমাণ্ডার রাইকভ। 'লেনিনগ্রাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার ওপর। আমি যদি মনে করি আপনাকে আরোহী হিসেবে নিলে লেনিনগ্রাদকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয়া হবে, সি. এন. ও.-র অর্ডার আমি অগ্রাহ্য করতে পারি। স্পটে রয়েছি আমি, তিনি নন। তাঁর অর্ডার না মানলে হয়তো জবাবদিহি করতে হবে, কিন্তু সরাসরি তাঁর কাছে নয়!'

এই লোক ভাঙবে তবু মচকাবে না, এইটুকু পরিষ্কার বুঝতে পারলো রানা। সেই সাথে বুঝলো, ওকে আরোহী হিসেবে না নিতে চাওয়ার পিছনে ব্যক্তিগত বা রাজনীতিগত কোনো কারণ নেই, কমাণ্ডার রাইকভ তাঁর সাবমেরিন আর ক্রুদের নিরাপত্তার কথাই শুধু ভাবছেন। তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে এমন কিছু বলার জন্যে রানার মাথার ভেতর কাজ শুরু হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ গলার স্বর একেবারে খাদে নামিয়ে জানতে চাইলো ও, 'দরজাটা কি সাউণ্ড-প্রুফ, কমাণ্ডার?'

দেখাদেখি কমাণ্ডারও রানার গলার স্বর নকল করে ফিসফিস করে বললেন, 'তা বলতে পারেন।'

'যা বলছি, চাপের মুখে পড়ে বলছি,' শুরু করলো রানা। 'এর জন্যে আমাকে দায়ী করা যাবে না।'

'কেউ আপনাকে দায়ী করবে না।'

'শুনুন তাহলে। আইস স্টেশন নভেলি এয়ার মিনিস্ট্রির সম্পত্তি, কিন্তু কোয়ালিফায়েড মিটিওরোলজিস্ট বলতে ওখানে আছে মাত্র দু'জন লোক। বাকি সবাই ওয়র মিনিস্ট্রির লোকজন।'

লাশ, নাকি জ্যান্ত একটা মানুষ, কমাণ্ডারকে দেখে বোঝা কঠিন। চোখের পাতা পড়ছে না, এক চুল নড়ছেন না, চেহারায় কোনো ভাবও নেই। শীতল একটা পরিবেশ তৈরি এবং কিভাবে বজায় রাখতে হয়, ভালোই জানা আছে তাঁর।

'ওয়র মিনিস্ট্রির লোকজন এখানে যারা আছে তারা কেউ সাধারণ কর্মী নয়, প্রত্যেকে যার যার ক্ষেত্রে দক্ষ বিজ্ঞানী। রাডার, রেডিও, ইনফ্রারেড এবং ইলেট্রনিক কমপিউটর সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এরা। একটা মিসাইল ছোঁড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে কাউন্ট-ডাউন সিগন্যাল ব্যবহার

করা হয়, এ তো আপনি জানেনই। মার্কিনীরা যে কাউন্ট ডাউন সিগন্যাল ব্যবহার করে, সেটা কি তা আপনাদের ওয়্যর মিনিস্ট্রি জেনে গেছে। কিভাবে জেনেছে জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ আমারও তা জানা নেই। নভেলিতে বিশাল আকারের একটা ডিশ এরিয়াল আছে, যেটা কিনা ওই ধরনের যে-কোনো সিগন্যাল ধরে অ্যামপ্লিফাই করতে পারে, শুরু হবার প্রায় সাথে সাথেই। এরপর ওই বিয়ারিঙে লং রেঞ্জ রাডার আর ইনফ্রারেড হোম-ইন ব্যবহার করে, রকেট রওনা হবার তিন মিনিটের মধ্যে ওটা কত উঁচুতে আছে, গতি এবং কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত সব জানা যাবে। গোটা ব্যাপারটা সামলায় কমপিউটার, কাজেই কোথাও এক চুল ভুল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এর এক মিনিটের মধ্যে রাশিয়ার সমস্ত অ্যান্টি মিসাইল স্টেশনে পৌঁছে যাবে তথ্যটা। আর এক মিনিটের মধ্যে সলিড-ফুয়েল ইনফ্রারেড হোমিং অ্যান্টি মিসাইল রকেট রওনা হবে। এরপর আকাশ পথেই কোথাও, অনেক উঁচুতে থাকতে, বাধা দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া যাবে মার্কিন মিসাইল। ম্যাপের দিকে এক নজর তাকালেই আপনি বুঝতে পারবেন, মার্কিনীদের মিসাইল ঘাঁটির প্রায় দোর-গোড়াতেই রয়েছে স্টেশন নভেলি।'

'এ বিষয়ে এই প্রথম শুনছি আমি।'

আমিও, মনে মনে বললো রানা। গল্পটা এই মাত্র বানিয়েছে ও। ড্রিফ্‌ট স্টেশন নভেলিতে ওরা যদি পৌঁছতে পারে, ও মিথ্যে কথা বলেছে বুঝতে পেরে কমাণ্ডার নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু তা নিয়ে এখুনি মাথা ঘামাবার দরকার নেই। এখন ওর একমাত্র কাজ ওখানে পৌঁছানো।

'ওখানে কি হচ্ছে সে-সম্পর্কে স্টেশনের বাইরে বোধহয় খুব বেশি হলে আট-দশজনের ধারণা আছে,' বললো রানা। 'এখন আপনি জানলেন। আপনার দেশের জন্যে এই স্টেশনের অস্তিত্ব কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ

আশা করি আপনাকে তা আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। ওখানে খারাপ কিছু যদি ঘটে থাকে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা সামলে নিয়ে আবার স্টেশনটাকে চালু করতে হবে।'

'তবু আমি বলবো, আপনি সাধারণ কোনো ডাক্তার নন,' এই প্রথম হাসলো কমাণ্ডারের চোখ। দেশের স্বার্থ উদ্ধার হবে বুঝতে পেরে লেনিনগ্রাদে রানার উপস্থিতি মেনে নিতে এখন তাঁর আর কোনো আপত্তি নেই।

মৃদু নক হলো দরজায়। অনুমতি পেয়ে কেবিনে ঢুকলো ম্যাক্সিম গ্যাকো। কমাণ্ডার তার আসার কারণ জানতে চাইলেন না দেখে রানা ধরে নিল, আগেই বোধহয় তাকে আসতে বলে রেখেছিলেন।

'সাড়ে ছ'টার মধ্যে আমরা রওনা হতে পারবো তো?' জানতে চাইলো রানা।

'কাজ বলতে বাকি আছে টর্পেডো লোড করার পর স্কাভার পাশে ভিড়ে কিছু ফুড-স্টোর আর কিছু অতিরিক্ত আর্কটিক কাপড়-চোপড় নেয়া। আমরা বোধহয় সাড়ে ছ'টার কিছু আগেই রওনা হতে পারবো।'

একটু অবাক দেখালো গ্যাকোকে, খানিক ইতস্তত করে জানতে চাইলো সে, 'কিন্তু স্যার, আপনি বলেছিলেন, প্লেনগুলো চেকিং আর আণ্ডারওয়াটার ট্রিম অ্যাডজাস্ট করার জন্যে উপসাগরে একটা স্লো-টাইম ডাইভ দেবেন। সামনের টিউবে টর্পেডো না থাকায় ব্যালেন্স ঠিক নাও থাকতে পারে।'

'কথাটা বলেছিলাম ডাঃ রানার সাথে আলাপ করার আগে,' শান্ত সুরে জানালেন ক্যাপটেন রাইকভ। 'এখন আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্টেশন নভেলিতে পৌঁছুতে চাই। ইমিডিয়েট ট্রিম চেকিং দরকার কিনা সেটা দেখবো আমি। দরকার না থাকলে সাগরে পৌঁছে কোনো

এক সময় চেক করে নিলেই হবে।' একটু থেমে প্রসঙ্গ বদল করলেন ক্যাপ্টেন। 'এক্সিকিউটিভ আর ইঞ্জিনিয়ারের কেবিনে ডাঃ রানার থাকা-র ব্যবস্থা হয়েছে। ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও, গ্যাকো।' রানার দিকে ফিরলেন। 'আপনার ব্রীফকেস এরই মধ্যে ওখানে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'তালাটা নিয়ে কি খুব বেশি ভুগতে হয়েছে?' জানতে চাইলো রানা।

কমাণ্ডারের চেহারায় গোলাপী ভাবটুকু একটু বাড়লো বলে মনে হলো। 'ব্রীফকেসে কমবিনেশন লক, জীবনে এই প্রথম দেখলাম। খুলতে পারিনি বলেই তো সন্তুষ্ট হতে পারছিলাম না। মস্কোর সাথে আরও কিছু কথা আছে আমার, কাজেই কেবিন পর্যন্ত আমি আপনার সাথে যেতে পারছি না। ভাল কথা, ডিনার রাত আটটায়।'

'ডিনারে আমি থাকছি না, ধন্যবাদ।'

'লেনিনগ্রাদে কেউ সী-সিকনেসে ভোগে না, এ-ব্যাপারে আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি।'

'ব্যাপারটা তা নয়। পেট ভরার চেয়ে আমার বরং ঘুমটাই বেশি দরকার। একটানা পঞ্চাশ ঘণ্টা প্লেনে উড়তে হয়েছে। ভাল ঘুম হয়নি।'

'তাই?' মৃদু হেসে জানতে চাইলেন কমাণ্ডার। রানার মনে হলো, প্রায় সারাক্ষণই হাসছেন তিনি। সেই সাথে ভাবলো, এমন কিছু লোকও পাওয়া যাবে যারা বোকার মতো তাঁর এই হাসিটার ভুল ব্যাখ্যা করে প্রচণ্ড ধাক্কা খাবে। 'তাহলে তো খুবই ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। তা, পঞ্চাশ ঘণ্টা আগে কোথায় ছিলেন আপনি, ডাঃ রানা?'

'অ্যান্টার্কটিকায়।'

গ্যাকোর পিছু পিছু কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল রানা। পিছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারলো, ওর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছেন কমাণ্ডার, মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে।

তিন

ঘুম ভাঙার পর শরীরটাকে তাজা, ঝরঝরে লাগলো রানার। রিস্টওয়াচ দেখলো, সাড়ে ন'টা। তারিখ দেখে বুঝলো, সন্ধ্যে থেকে ঘুমিয়ে পর-দিন সকালে ঘুম ভেঙেছে ওর।

কেবিনটা অন্ধকার। কট থেকে নেমে কয়েক সেকেণ্ড হাতড়াতে হলো, তারপর বোতাম টিপে আলো জ্বাললো। লেফটেন্যাণ্ট রুস্তভ বা ইঞ্জিনিয়ার অফিসার, দু'জনের কাউকেই দেখলো না কেবিনে। ও ঘুমিয়ে পড়ার পরে এসে ওর ঘুম ভাঙার আগে আবার তারা বেরিয়ে গেছে। হঠাৎ কান দু'টো সজাগ হয়ে উঠলো ওর। কোথাও কোনো শব্দ, ঝাঁকি, দোলা বা গতির লক্ষণ নেই। ও যেন ঢাকায় ওর নিজের বাড়ির বেডরুমে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘটনাটা কি? লেনিনগ্রাদ এখনও রওনা হয়নি কেন?

দাড়ি কামানো দরকার, কিন্তু সেটা এড়িয়ে গিয়ে ফোল্ডিং বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে নিল ও। শার্ট ট্রাউজার আর জুতো পরে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। কেউ নেই প্যাসেজে। কয়েক ফিট সামনে স্টারবোর্ডের দিকে একটা দরজা খোলা দেখে এগো-লো সেদিকে। ভেতরে ঢুকেই বুঝলো, এটা অফিসার্স ওয়ার্ডরুম।

একজন লোক এখনও তার ব্রেকফাস্ট শেষ করেনি। ভোজন রসিক বোধহয় একেই বলে। লোকটার সামনে তিনটে প্লেট—একটায় ডজন খানেক সেদ্ধ ডিম, একটায় সের পাঁচেক ভাজা মাছ, আরেকটায় চিংড়ির কাটলেট পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছে। ধীরেসুস্থে, খাদ্য-বস্তুর প্রতিটি কণার স্বাদ নিয়ে চিবাচ্ছে। লোকটার সমস্ত আচরণে অলস একটা ভঙ্গি আছে, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে খোলা একটা পত্রিকার পাতায়। বয়সে রানার চেয়ে বছর দশেক বেশি হবে, আকারে দ্বিগুণ। এরই মধ্যে পাক ধরেছে জুলফিতে। লেনিনগ্রাদের আর সবার মতো এই লোকের মুখেও হাসি হাসি একটা ভাব আছে। তবে চেহারায় বুদ্ধির দীপ্তিও লক্ষ্য করার মতো। রানাকে দেখতে পেয়েই খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে, একটা হাত বাড়িয়ে দিল।

'আপনি নির্ঘাৎ ডাক্তার রানা। আমি রুডেনকো, মিখাইল রুডেনকো। বসুন, ডাঃ রানা, বসুন!' রুডেনকোর চেহারা বা গলার সুরে আন্তরিকতার কোনো অভাব নেই।

'ব্যাপারটা কি বলুন তো?' হ্যাণ্ডশেক সেরে জানতে চাইলো রানা। 'থেমে আছি কেন আমরা?'

দুঃখ-শোকে কাতর দেখালো রুডেনকোকে। 'আধুনিক যুগটাকে নিয়ে এই এক জ্বালা হয়েছে। শুধু ছোটো, ছোটো, উদভ্রান্তের মতো ছোটো! আরে বাবা, এত ছুটোছুটি করে পৌঁছুচ্ছোটা কোথায় শুনি? এই আমি আপনাকে বলে রাখলাম, নির্ঘাৎ...'

'মাফ করবেন। এখুনি ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা করতে হবে আমার।'

ঘুরে দাঁড়াতে যাবে রানা, ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বাধা দিল রুডেনকো। 'শান্ত হোন, ডাঃ রানা। খোলা সাগরেই রয়েছি আমরা। নির্ঘাৎ ক্ষিদে পেয়েছে আপনার? বসুন, আমি আপনার ব্রেকফাস্ট

আনিয়ে দিচ্ছি। এই, কে আছো!'

'সাগরে? অন দি লেভেল? কিন্তু আমি তো কিছুই টের পাচ্ছি না।'

'তিনশো ফিট নিচে থাকলে টের পাবার কথাও নয়। কিংবা হয়তো চারশো ফিট নিচে রয়েছি আমরা। টের পাবার দরকারটাই বা কি? এসব ব্যাপার মেকানিকদের ওপর ছেড়ে দেয়াই ভাল নয়?'

'কোথায় রয়েছি আমরা বলতে পারেন, মিস্টার রুডেনকো?'

'নির্ঘাৎ পারি,' দাঁত বের করে হাসলো রুডেনকো। 'শেষবার চেক করার সময় আমরা নরওয়েজিয়ান সী-তে ছিলাম। বার্জেনের কাছাকাছি।'

'আপনার সাথে আমি কথা বলছি আজ মঙ্গলবার সকালে?' ওকে বোকা বোকা দেখালো কিনা বলতে পারবে না রানা, কিন্তু নিজেকে ওর তাই লাগলো।

'নির্ঘাৎ। কিন্তু এটা জানার পর আপনি যদি হিসেব করে বের করতে পারেন আমাদের স্পীড কত, দয়া করে সেটা গোপন রাখবেন।' ডাক শুনে টেবিলের সামনে সাদা জ্যাকেট পরা একজন স্টুয়ার্ড এসে দাঁড়িয়েছে, তার দিকে ফিরে রুডেনকো বললো, 'সাসকিন, ইনি আমাদের মেহমান, কাজেই সাবধান! এমন কিছু খেতে দিও না যাতে দেশে ফিরে উনি আমাদের বদনাম করতে পারেন।'

'ডাক্তার সাহেব, একমাত্র আপনিই যা একটু খারাপ বলেন, আর কেউ তো...'

'পুরোনো প্যাচাল বাদ দাও!' ধমক লাগালো রুডেনকো। রানার উদ্দেশ্যে চোখ মটকে হাসলো সে। তারপর চেহারাটা আবার গম্ভীর করে তুলে সাসকিনকে বললো, 'খারাপ না বললে এত ভাল খাবার

তোমার হাত থেকে বেরুতো ?'

সাসকিনের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'ও, তাহলে এই ব্যাপার !'

'প্রশংসা করেছি, কাজেই ওর খাবার আর মুখে দেয়া যাবে না।' হতাশায় রুডেনকো একেবারে মুষড়ে পড়লো।

রানার অর্ডার নিয়ে প্যান্ট্রির দিকে চলে গেল সাসকিন।

'আপনি তাহলে ডাক্তার রুডেনকো ?' জানতে চাইলো রানা।

'নির্ঘাৎ। লেনিনগ্রাদের রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার। ফাঁকি-জুকি দিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিচ্ছিলাম দিনগুলো, কিন্তু তা বুঝি আর কপালে সইলো না। এবার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে তৈরি হতে হবে।'

'ভুল বুঝেছেন, ডাঃ রুডেনকো,' হেসে উঠে বললো রানা। 'আমি কারও সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসিনি।'

'সে আমি জানি, কথাটা ঠাট্টা করে বললাম।' এত তাড়াতাড়ি এবং ব্যস্ততার সাথে বললো রুডেনকো পরিষ্কার বুঝতে পারলো রানা, এর মধ্যে কমাণ্ডার রাইকভের হাত আছে। তিনি হয়তো তাঁর অফি-সারদের ডেকে জানিয়ে দিয়েছেন, ডাঃ রানার সাথে কথা বলার সময় সবাইকে সাবধান থাকতে হবে। 'কিন্তু একটা কথা জেনে রাখুন, ডাঃ রানা। আমাদের এই সাবমেরিনে রুগীর বড় অভাব। কেউ যদি অসুস্থ হয়, তাকে রুগী হিসেবে পাবার জন্যে আমাদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। তাই আসুন, আমরা একটা চুক্তিতে আসি। প্রথম রুগী আপনার, পরেরটা আমার। রাজি ? যদিও প্রথম রুগী পাবার জন্যে নির্ঘাৎ মাস তিনেক অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে। কিন্তু অত দিন নিশ্চয়ই আপনি আমাদের সাথে থাকবেন না !'

'রুগী পাবার জন্যে আমি লালায়িত নই, ডাঃ রুডেনকো,' বললো রানা। 'আমি ভাবছি, আপনার তাহলে সময় কাটে কিভাবে ?'

'আমার আসল কাজ হলো র‍্যাডিয়েশন আর অ্যাটমসফেরিক পলিউশন চেক করা, এ দু'টো বিষয়ে স্পেশালিস্ট বলতে পারেন আমাকে। আর মাঝে মধ্যে লেকচার ঝাড়ি।'

'লেকচার?'

'কাজ না করলে নির্ঘাৎ পাগল হয়ে যাবো না?' কথার ফাঁকে হাত এবং মুখ চালু রেখেছে ডাঃ রুডেনকো। ডিম, মাছ, মাংস টপাটপ তার মুখের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। 'সারাদিন তো বসেই আছি, তাই সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি, ভূগোল, ইতিহাস, অংক এবং কখনও কখনও চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে থাকি। শ্রোতারা বেশিরভাগই ঘুমায়, কেউ কেউ নিজেদের মধ্যে খোশ-গল্প করে।'

'বোঝা গেল, খুব আরামেই আছেন আপনি।'

'কিন্তু লেকচার ঝেড়েই বা আর কতটা সময় কাটানো যায়! তাই আইস মেশিনটাকে হবি হিসেবে নিয়েছি।'

'আইস মেশিন?'

'পরে দেখাবো আপনাকে।'

রাজকীয় ব্রেকফাস্ট সারলো রানা। বিরাম নেই, একনাগাড়ে বক বক করে চলেছে ডাঃ রুডেনকো। রানা এবার উঠে যাবে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বললো সে, 'কমাণ্ডার বলেছেন, আপনি যদি ঘুরেফিরে সব দেখতে চান, আমি যেন আপনার গাইড হই। তা, দেরি করে লাভ কি?'

'ধন্যবাদ,' বললো রানা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ও। 'আগে আমি দাড়ি কামাবো, কাপড় পরবো, তারপর কথা বললো ক্যাপ্টেনের সাথে।'

একটু মনঃক্ষুণ্ণ দেখালো রুডেনকোকে। বললো, 'আমরা চার-পাঁচ

দিন পর একবার দাড়ি কামাই। আপনি রোজ কামালেও অবশ্য আমাদের বলার কিছু থাকবে না। আর কাপড়-চোপড়ের কথা যদি বলেন, শার্ট প্যান্টই আমাদের ইউনিফর্ম। ভাল কথা, ক্যাপ্টেন বলে দিয়েছেন কোনো ব্যাপারে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন বা কৌতূহল থাকে, জানালেই তিনি তার ব্যাখ্যা দেবেন।'

'ধন্যবাদ।'

আধ ঘণ্টা পর সাগরের নিচে এই শহরটাকে দেখার জন্যে রুডেনকোর সাথে বেরুলো রানা। এর আগে যেসব সাবমেরিন দেখেছে ও লেনিনগ্রাদের তুলনায় সেগুলোকে প্রস্তর যুগের বলে ধারণা হলো ওর। প্রথমেই লেনিনগ্রাদের আকারের কথা বিবেচনা করতে হয়। প্রকাণ্ড নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরকে জায়গা দেয়ার জন্যে খোলটা এত বড় করে তৈরি করা হয়েছে যে এর ভেতর তিন হাজার টনের যে-কোনো সারফেস শিপ অনায়াসে সেঁধিয়ে যাবে। সাধারণ সাবমেরিনে থাকে একটা ডেক আর লোয়ার হোল্ড, কিন্তু লেনিনগ্রাদে রয়েছে তিন তিনটে ডেক। রুডেনকো রানাকে নিয়ে প্রথমে এল তার সিক-বে-তে। সার্জারীর জন্যে অত্যাধুনিক সমস্ত যন্ত্রপাতি রয়েছে এখানে। সিক-বে তে কেবিন আছে, কিন্তু রুগী নেই। কেবিনগুলোর দেয়ালে সাঁটা হয়েছে পৃথিবী বিখ্যাত কৌতুকাভিনেতাদের নানান হাস্যকর অভিব্যক্তির ছবি। সেগুলোর দিকে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করে রুডেনকো বললো, 'এগুলো আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহ লোভ দেখাবার জন্যে রেখেছি। কিন্তু তবু রুগী পাই না।'

অফিসার্স কোয়ার্টার আর ওয়ার্ডরুমের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এসে এক ডেক নিচে ক্রুদের লিভিং কোয়ার্টারে চলে এল ওরা। চকমকে টালির তৈরি ওয়াশরুম আর বাঙ্করুমের পাশ দিয়ে হেঁটে এসে ঢুকলো

কক্ষ মেস রুমে।

'জাহাজের হার্ট বলতে এটাকেই বুঝি আমি,' হাত নেড়ে চারদিক দেখালো রুডেনকো। 'রেকর্ড প্লেয়ার, রেডিও, প্রজেক্টর, মুভি থিয়েটার, কফি মেশিন, আইসক্রিম মেশিন, লাইব্রেরী, সবগুলো ইনডোর গেমের সরঞ্জাম—কি নেই এখানে? হার্ট বলতে আপনি যদি নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরকে বোঝেন, আমি আপনার সাথে একমত হবো না। বেশি খাওয়ার কুফল সম্পর্কে এখানেই আমি ভাষণ দিই।' আট-দশজন লোক খাবার টেবিলে বসে কফি আর ধূমপান করছে, রুডেনকোর চড়া গলা শুনে তারা হাসতে লাগলো। গ্যাকো আর লেফটেন্যান্ট রুস্তভের মধ্যে যা আগেই লক্ষ্য করেছে রানা, এই লোকগুলোর মধ্যেও তাই দেখা গেল—হাসি-খুশি, আচরণে কোনোরকম গাম্ভীর্য, অস্থিরতা বা নার্ভাসনেসের চিহ্ন নেই এক এক করে প্রত্যেকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল রুডেনকো, জানালো ডাঃ রানা বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশ নেভীর একজন ডাক্তার, সোভিয়েত সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে কিছু দিন আমাদের সাথে থাকবেন। সন্দেহ নেই, ভাবলো রানা, ক্যাপ্টেন রাইকভের শিখিয়ে দেয়া কথা আউড়ে গেল রুডেনকো। মনে মনে খুশিই হলো ও। এখন আর সাবমেরিনারদের মধ্যে ওর উপস্থিতি সম্পর্কে অকারণ কোনো কৌতূহল থাকবে না।

মেস হল থেকে বেরিয়ে ছোট একটা কমপার্টমেন্টে ঢুকলো ওরা।

'এয়ার-পিউরিফিকেশন রুম,' বললো রুডেনকো। 'এর নাম ভ্যাসিলি কুজভ। আমাদের জাদুর বাক্সের খবর কি, কুজভ?'

'খবর ভাল, ডাক্তার সাহেব। সি. ও. রিডিং স্টেডি অন থারটি-পার্টস-এ-মিলিয়ন।' একটা লগ বুকে কিছু টুকলো সে. তাতে খস খস করে সই করলো রুডেনকো। তারপর দু'একটা কথা বলে রানাকে নিয়ে

বেরিয়ে এল কম্পার্টমেন্ট থেকে।

'কলমের এক খোঁচায় অর্ধেক দিনের কাজ সারা হয়ে যায় আমার,' বললো রুডেনকো। 'গমের বস্তা, মাংস, গোল আলুর বস্তা, একশো রকমের টিনজাত খাবার—এসব দেখার আগ্রহ আছে আপনার?'

'নেই। কেন বলুন তো?'

'আমাদের পায়ের নিচে, ফরওয়ার্ড ডেকের অর্ধেক জায়গা দখল করে আছে ওগুলো। ওই স্টোরেজ হোল্ড আসলে ছোটখাটো একটা স্টেডিয়াম। এত খাবার কেন, জিজ্ঞেস করতে পারেন। উত্তরটা হলো, সংখ্যায় আমরা একশো জন, তিন মাস ধরে খেতে হলে প্রায় সবই সাবাড় হয়ে যাবে। ইমার্জেন্সী দেখা দিলে কমপক্ষে তিন মাস যাতে সাগরে থাকতে পারি তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। স্টোরেজ হোল্ডে আমরা যাবো না, অত খাবার এক জায়গায় জড়ো করা অবস্থায় দেখলে আমার ক্ষিদে নষ্ট হয়ে যায়। তারচেয়ে, চলুন, রান্নাঘরে ঢু মারা যাক।'

রুডেনকোর পিছু পিছু গ্যালিতে চলে এল রানা। মাঝারি একটা কামরা, সমস্ত তৈজসপত্র স্টেনলেস স্টীলের তৈরি, ঝলমল করছে। ওদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে সাদা কোট পরা মোটাসোটা এক লোক ঘুরে দাঁড়ালো। তার পাশ থেকে স্টুয়ার্ড সাসকিন নিচু গলায় কি যেন বললো তাকে। রুডেনকোকে দেখে হাসলো সাদাকোট। 'লাঞ্চের নমুনা চাখতে এলেন বুঝি, ডাঃ রুডেনকো?'

'না। ডাঃ রানা, এর নাম ইলারিয়ন কাপুসটিন, চীফ কুক—আমার পেটের দুশমন। অ্যাই, লাঞ্চ হিসেবে কি ধরনের বিষ খাওয়াচ্ছ আজ তোমরা?'

চীফ কুকের চেহারায় হাসির প্লাবন বয়ে গেল। 'বিষ নয়, ডাক্তার

সাহেব, পুষ্টি। ক্রীম স্যুপ, গরুর কোমরের মাংস, রোস্ট করা আলু আর যত ইচ্ছে আপেল পাই।'

শিউরে ওঠার ভান করে রানাকে জিজ্ঞেস করলো রুডেনকো, 'লেনিনগ্রাদে আমরা সবাই কেন মোটা হয়ে যাচ্ছি, বুঝতে পারছেন তো?' রানাকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে, হাত তুলে দশ ইঞ্চি মোটা একটা ব্রোঞ্জ টিউব দেখালো। গ্যালির ডেক থেকে লম্বায় চার ফিট হবে সেটা। টিউবের মুখে ভারি একটা ঢাকনি রয়েছে, তিন জোড়া স্ক্রু দিয়ে আটকানো।

'প্রেসার কুকার?' জানতে চাইলো রানা।

'দেখে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু আসলে ওটা আমাদের আবর্জনা খায়। আগেকার দিনে কয়েক ঘন্টা পর পর পানির নিচ থেকে মাথা তুলতে হতো সাবমেরিনকে, তখন আবর্জনা ফেলা কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু আজকাল আমরা হপ্তার পর হপ্তা, কখনও মাসের পর মাস পানির তলায় থাকি, কাজেই আবর্জনা ফেলার নতুন ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এই টিউব লেনিনগ্রাদের একেবারে নিচে পর্যন্ত গেছে। টিউ-বের নিচের প্রান্তে ভারি একটা দরজা আছে, ওয়াটারপ্রুফ। এখানের এই দরজা, মানে ঢাকনি, আর নিচের সেই দরজা বোতাম টিপে খোলা যায়, কিন্তু এমনই ব্যবস্থা করা আছে দু'টো দরজা একসাথে খুলবে না। যদি খোলে, নির্ঘাৎ লেনিনগ্রাদের সর্বনাশ। চীফ কুকের সহকারী সাস-কিন নাইলনের ব্যাগে আবর্জনা ভরে, সেই সাথে ভরে একটা আস্ত দশ ইঞ্চি ইঁট...'

'ইঁট?'

'ইঁট। কাপুসটিন, শেষ গোণার সময় জাহাজে ক'টা ছিল?'

'এক হাজারের কিছু বেশি, ডাক্তার সাহেব।'

'আবর্জনার সাথে ব্যাগে ইট দেয়া হয়, কারণ তা না হলে ওগুলো পানির ওপর ভাসতে থাকবে। এমন কি শান্তিকালীন সময়েও আমরা চাই না কেউ আমাদের পজিশন জানুক। এক একবারে তিন কি চারটে ব্যাগ টিউবে ভরা হয়। তারপর বন্ধ করা হয় ওপরের ঢাকনি। নিচের ঢাকনি খুলে যায়, পাম্প করে পানিতে বের করে দেয়া হয় ব্যাগগুলো-কে। ওগুলো বেরিয়ে গেলে আবার বন্ধ হয়ে যায় নিচের দরজা। সহজ, তাই না?' রানার হাত ধরে টান দিল রুডেনকো। 'আসুন, আসুন, এখনও অনেক ঘোরাঘুরি বাকি।'

গ্যালি থেকে বেরিয়ে ভারি একটা ইস্পাতের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। এক একটা ক্ল্যাম্পের ওজন হবে পনেরো-বিশ সের, মোট আটটা। সবগুলো নামিয়ে খোলা হলো দরজা। ভেতরে ঢুকে আবার সেগুলোকে জায়গা মতো বসাতে হলো।

'ফরওয়ার্ড টর্পেডো স্টোরেজ রুম,' ফিসফিস করে বললো রুডেন-কো। ষোলোটা বাঙ্ক, কয়েকটা টর্পেডো র‍্যাকের একেবারে গা ঘেঁষে। সাত-আটটা বাঙ্কে লোকজন রয়েছে, সবাই ঘুমে। 'দেখতেই পাচ্ছেন, মাত্র ছ'টা টর্পেডো,' বলে চললো রুডেনকো। 'নিয়ম হলো, এখানে বারোটা আর টর্পেডো টিউবে ছ'টা থাকতেই হবে। কিন্তু এই ছ'টাই এখন আমাদের সম্বল।'

'কেন?'

'সবে শেষ হয়েছে সোভিয়েত মহড়া, জানেন তো?' রানা মাথা ঝাঁকাতে আবার শুরু করলো রুডেনকো. 'ওই মহড়ায় নতুন ধরনের টর্পেডো নিয়ে হাজির ছিলাম আমরা—রেডিও কন্ট্রোলড টাইপ। ওগু-লোর মধ্যে থেকে দু'টো টর্পেডো ঠিক মতো কাজ করেনি। আমাদের অ্যাডমিরাল হুকুম দিলেন, সবগুলো টর্পেডো নামিয়ে চেক করতে হবে।

গদানস্ক ফিরে এসে চেকিঙের কাজ শুরু হলো। স্কাভা আমাদের ডিপো শিপ, ওতে এক্সপার্টরাও থাকে। চেকিঙের কাজ চলছিল, এই সময় ড্রিফ্‌ট আইস স্টেশনের খবর এল। সাথে সাথে চেকিঙের কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়। কমাণ্ডার রাইকভ জোর দিয়ে বললেন, কমকরেও ছ'টা টর্পেডো ফিরিয়ে দিতে হবে জাহাজকে।' ফিক করে হাসলো রুডেন-কো। 'সাবমেরিনের কমাণ্ডাররা টর্পেডো ছাড়া কোথাও বেরুতে চান না।'

'তবে কি এই টর্পেডোগুলো কাজ নাও করতে পারে?'

'অকেজো কিনা তা জানতে হলে ওগুলোকে ব্যবহার করতে হবে।'

'চেকিঙের কাজ তাহলে বন্ধ রাখা হয়েছে কেন?'

'বন্ধ রাখা হয়েছে, কারণ কোথায় ত্রুটি আছে বের করার জন্যে একনাগাড়ে ষাট ঘন্টা খেটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ওরা। একটু এদিক-ওদিক হলে টর্পেডো বিস্ফোরিত হতে পারে, তাই ক্লান্ত লোকদের দিয়ে চেকিঙ না করানোই ভাল।'

এরপর দু'টো ভারি দরজা পেরিয়ে ফরওয়ার্ড টর্পেডো রুমে চলে এল ওরা। সরু একটা কামরা, টিউবে টর্পেডো ভরা আর নামানোর জন্যে যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি জায়গা রাখা হয়নি। খাড়া দু'টো ব্যাংকে তিনটে করে টিউব, ইস্পাতের ভারি ঢাকনি দিয়ে বন্ধ করা মুখ। মাথার ওপর লোডিং রেইল, সাথে মোটা চেইন ঝুলে আছে। কোনো বাঙ্ক নেই, তারমানে এখানে কেউ শোয় না।

লেনিনগ্রাদের পিছন দিকে এসে মেস হলে ঢুকলো ওরা, ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো একজন নাবিক। বললো, ডাঃ রানার জন্যে অপেক্ষা করছেন ক্যাপ্টেন। লোকটার পিছু পিছু চওড়া সিঁড়ি বেয়ে কন্ট্রোল রুমে চলে এল রানা। ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়লো ডাঃ রুডে-

নকো। রেডিও রুমের বাইরে রানার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন কমাণ্ডার লিউ রাইকভ।

'মর্ণিং, ডক্টর। নিদ্রাদেবীর আরাধনায় কোনো খুঁত থেকে যায়নি তো?'

উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলো রানা, 'ব্যাপার কি, কমাণ্ডার?' ব্যাপার যে সত্যি কিছু একটা আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কমাণ্ডার হাসছেন না।

'নভেলি সম্পর্কে মেসেজ আসতে শুরু করেছে। আগে অবশ্য ডিকোড করতে হবে। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার।'

কেমন যেন একটা ভয় ভয় লাগলো রানার। কমাণ্ডার কি ডিকোড করার আগেই মেসেজের অর্থ ধরতে পেরেছেন? 'এর মধ্যে আমরা তাহলে পানির ওপর উঠেছিলাম?'

জানতে চাইলো ও। পানির নিচে ডুব দেবার প্রায় সাথে সাথে সাবমেরিন তার রেডিও কন্ট্যাক্ট হারিয়ে ফেলে।

'গদানস্ক ছেড়ে আসার পর? না। এই মুহূর্তে তিনশো ফিট পানির নিচে রয়েছি আমরা।'

'এটা কি রেডিও মেসেজ?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইলো রানা।

'নয়তো কি? সময় বদলেছে, ডাঃ রানা। ট্র্যান্সমিট করার জন্যে আজও আমাদেরকে পানির ওপর মাথা তুলতে হয়, কিন্তু সাগরের গহীন তলা, যেখান পর্যন্ত আমরা নামতে পারি, সেখান থেকেও রিসিভ করতে কোনো অসুবিধে নেই। রাশিয়ার কোথাও পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রেডিও ট্র্যান্সমিটার রয়েছে, ব্যবহার করছে এক্সট্রিমলি লো ফ্রিকোয়েন্সি, যেটা কিনা এই গভীরতায় অনায়াসে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। আসুন, ডাঃ রানা, মেসেজ ডিকোড হবার আগে

ড্রাইভারদের সাথে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।'

কয়েকজন কন্ট্রোল-সেন্টার ক্রুর সাথে রানার পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। এখানে ডাঃ রুডেনকোর সাথে কমাণ্ডার রাইকভের একটা মিল দেখতে পেল রানা। অফিসার এবং সাধারণ কর্মী, সবার সাথে সহজ, হাসি-খুশি, দিলখোলা ব্যবহার, সবাই আলাদাভাবে যাতে মনে করে, সে ই বোধহয় কমাণ্ডারের সবচেয়ে প্রিয়পাত্র। সবশেষে পেরিস্কোপ স্ট্যাণ্ডের কাছে বসা একজন অফিসারের সামনে এসে দাঁড়ালো ওরা। বয়স এত কম, মনে হলো এখনও হাইস্কুলে পড়ছে।

'ইউরি ওসিপভ,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'এমনিতে ওকে আমরা এক কানাকড়িও দাম দিই না, কিন্তু জাহাজ একবার বরফের নিচে পৌঁছুলে আমাদের মধ্যে ওই হয়ে ওঠে সবচেয়ে দামী লোক। আমাদের নেভি-গেশন্যাল অফিসার। কি হে, আমাদের খোঁজ-খবর কিছু আছে, নাকি হারিয়ে গেছি?'

প্লটিং টেবিলের দিকে তাকালো ওসিপভ। কাঁচের ভেতর নরওয়ে-জিয়ান সী-র চার্ট, বিন্দুর মতো ক্ষুদে একটা আলোর কণা দেখিয়ে বললো সে, 'ওখানে রয়েছি আমরা, ক্যাপ্টেন। জাইরো আর সিন্স্ চেকিঙে রয়েছে, পজিশনে চুল পরিমাণ ভুল হবারও সম্ভাবনা নেই।'

'সিন্স্?' জানতে চাইলো রানা।

'শিপ'স ইনার্শিয়াল নেভিগেশনাল সিস্টেম—এস. আই. এন. এস.। এককালে ইন্টারকন্টিনেন্টাল মিসাইল গাইড করার জন্যে এই ডিভাইস ব্যবহার করা হতো, ইদানীং সাবমেরিনকে গাইড করার জন্যে ওটার সাহায্য নেয়া হচ্ছে, বিশেষ করে নিউক্লিয়ার সাবমেরিনকে। আমি শুধু শুধু মুখ-খরচ করবো না, সুযোগ পেলে ওসিপভই আপনার কান ঝালাপালা করে ছাড়বে।' চার্ট টেবিলের দিকে তাকালেন রাই-

কভ। 'আমরা কি খুব আস্তে-ধীরে যাচ্ছি, ডাঃ রানা ?'

'লেনিনগ্রাদের এই স্পীড, এখনও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' বললো রানা। 'এ যেন চোখের নিমেষে কোত্থেকে কোথায় চলে এসেছি।'

'বাল্‌টিক সাগর পেরিয়ে আসতে যতটা সময় লাগবে বলে আশা করেছিলাম ততটা লাগেনি, আটটার আগেই আমরা উত্তর সাগরে পড়েছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল ট্রিম অ্যাডজাস্ট করার জন্যে স্লো টাইম ডাইভের আয়োজন করবো, কিন্তু তার আর দরকার পড়েনি। নাকের দিকে বারোটা টর্পেডো কম থাকাতেও লেনিনগ্রাদের পিছনটা ভারি হয়ে ডেবে যায়নি। আমাদের এই বাহন আসলে এতোই বড়, এখানে সেখানে দু'দশ টন কমবেশি হলেও তাতে কিছু আসে যায় না। কাজেই…'

কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে একজন নাবিকের হাত থেকে একটা সিগন্যাল শীট নিলেন কমাণ্ডার। সাবধানে, ধীরেসুস্থে পড়লেন সেটা। তারপর ঝট্‌ করে মুখ তুললেন, হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন কন্ট্রোল সেন্টারের নির্জন এক কোণে। রানা এগিয়ে আসছে দেখে ওর দিকে মুখ ফেরালেন তিনি। এখনও তাঁর মুখে হাসি নেই।

'দুঃখিত,' বললেন তিনি। 'মেজর আজামাত কিরিম, স্টেশন নভেলির কমাণ্ডার…কাল বললেন, আপনার খুবই ঘনিষ্ঠ পুরানো বন্ধু ?'

রানা অনুভব করলো, ওর মুখের ভেতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যাপ্টেনের হাত থেকে মেসেজটা নিল ও, পড়তে শুরু করলো।

"গ্রীনিচ মীন সময় শূন্য-নয়-চার পাঁচে ড্রিফট আইস স্টেশন নভেলির আরেকটা মেসেজ পাওয়া গেছে—খুবই দুর্বল আর ভাঙা ভাঙা, ডিসাইফার করা অত্যন্ত কঠিন। এর আগের ব্রডকাস্ট রিসিভ করেছিল ব্রিটিশ ট্রলার ওপিয়া, এটাও ওই ওপি-

য়াই রিসিভ করেছে। মেসেজের যতটুকু পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তা থেকে এইটুকু বোঝা যায়, মেজর আজামাত কিরিম, অফিসার কমাণ্ডিং, এবং অপর তিনজন লোক, যাদের নাম বলা হয়নি, হয় মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে, নয়তো মারা গেছে। এই চারজনের মধ্যে কে কে মারা গেছে, কিংবা কিভাবে মারা গেছে তার কোনো আভাস পাওয়া যায়নি। আর সবাই, এদেরও সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি, পোড়া শরীর নিয়ে খোলা আকাশের নিচে ধুঁকছে। খাবারদাবার, ফুয়েল, আবহাওয়া এবং পরিবেশগত অবস্থা বা শারীরিক অক্ষমতা সম্পর্কে মেসেজে যা বলা হয়েছে তার পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। জীবিতরা একটা ঘর থেকে বেরোতে পারছে না, কারণ আবহাওয়া খারাপ। তুষার ঝড়—শব্দ দুটো পরিষ্কার ধরা গেছে। মেসেজ রিসিভ করার পরপরই আইস স্টেশন নভেলির সাড়া পাবার চেষ্টা করে ওপিয়া, কিন্তু তার সে চেষ্টা সফল হয়নি। সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর অনুরোধে ফিশিং গ্রাউণ্ড ছেড়ে লিস্নিং পোস্ট হিসেবে কাজ করার জন্যে ব্যারিয়্যারের দিকে এগোচ্ছে ওপিয়া।"

রানার হাত থেকে মেসেজটা নিয়ে নিচু গলায় আবার বললেন ক্যাপ্টেন রাইকভ, 'দুঃখিত, ডাঃ রানা।'

'আজমত করিমকে যতটুকু চিনি আমি,' শান্ত গলায় বললো রানা, 'সহজে হার মানার লোক নয় সে। নভেলিতে যদি একজন লোকও বেঁচে থাকে, তার আজামাত করিম হবারই সম্ভাবনা—অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। চেষ্টা করলে তাকে আমরা হয়তো বাঁচাতে পারবো। যেভাবেই হোক, নভেলির পজিশন জানতে হবে।'

'সেটা হয়তো ওরা নিজেরাও জানে না,' রাইকভ বললেন। 'জানে-

নই তো, ওটা একটা ড্রিফটিং স্টেশন। ওখানে আবহাওয়ার যা অবস্থা, শেষবার পজিশন জানার পর হয়তো কয়েকটা দিন পেরিয়ে গেছে। তাছাড়া, আমাদের জানা মতে, ওদের সেক্সট্যান্ট, ক্রনোমিটার এবং রেডিও ডিরেকশন ফাইণ্ডার আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'এক হপ্তা আগের পজিশন জানলেও চলবে,' বললো রানা। 'কি গতিতে এবং কোন্ দিকে ভেসে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে ওদের একটা ধারণা না থাকার কোনো কারণ নেই। আনুমানিক একটা কিছু হলেও চলবে। ওপিয়াকে বলা দরকার, ওরা যেন কোনো বিরতি না নিয়ে ট্র্যান্সমিটার চালু রাখে। চেষ্টা করলে এখন শুধু ওরাই নভেলির সাড়া পেতে পারে। পজিশন চেয়ে ডাকতে থাকুক। এখন আপনি যদি পানির ওপর মাথা তোলেন, ওপিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন?'

'সন্দেহ আছে। ওপিয়া আমাদের প্রায় হাজার মাইল উত্তরে। আমাদের সিগন্যাল ধরবে, অত বড় রিসিভার নেই তার—মানে আমাদের ট্র্যান্সমিটার খুবই ছোট।'

'বড় ট্র্যান্সমিটারের কোনো অভাব নেই বি.বি.সি.-র, আপনাদের নৌ-বাহিনীর সদর-দফতরেও অনেক আছে,' বললো রানা। 'যাকে ইচ্ছে অনুরোধ করুন, সে যেন ওপিয়ার সাথে যোগাযাগ করে জানায়, নভেলির কাছ থেকে তার পজিশন জানতে হবে।'

'কাজটা ওরাও সরাসরি করতে পারে।'

'অবশ্যই পারে। কিন্তু উত্তরটা ওরা শুনতে পাবে না। ওপিয়া পাবে —যদি কোনো উত্তর থাকে।'

মাথা ঝাঁকালেন কমাণ্ডার রাইকভ। 'এখুনি আমরা পানির ওপর উঠবো।' বলে হন হন করে ডাইভিং স্ট্যাণ্ডের দিকে এগোলেন তিনি।

নিজের কেবিনে ফিরে এসে কটে শুয়ে পড়লো রানা।

চার

'ওই দেখা যায় ব্যারিয়ার,' বললেন কমাণ্ডার রাইকভ।

উত্তর দিকে চলেছে লেনিনগ্রাদ, তার সিলিণ্ডার-আকৃতির প্রকাণ্ড কাঠামো একবার সম্পূর্ণ পানির তলায় তলিয়ে যাচ্ছে, পরমুহূর্তে বিশাল এক একটা ঢেউয়ের মাথায় চেপে উঠে আসছে পানির ওপর। প্রচণ্ড শক্তি রাখে নিউক্লিয়ার-পাওয়ারড ইঞ্জিন, কিন্তু এই মুহূর্তে তার বিশাল জোড়া-প্রপেলারকে খুব আস্তেই ঘোরাচ্ছে সে, স্পীড তিন নটেরও কম। ওরা ব্রিজের যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে তিরিশ ফিট নিচে দুনিয়ার সেরা সোনার-ইকুইপমেন্ট লেনিনগ্রাদের চারদিকের পানিতে তীক্ষ্ণ নজর রাখছে, তবু ভাসমান কোনো বরফের চাঁইয়ের সাথে ধাক্কা লাগার আশংকা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না, তাই স্পীড বাড়াবার কোনো ঝুঁকি নিচ্ছেন না কমাণ্ডার। দুপুরের আর্কটিক আকাশ মেঘে মেঘে ঢাকা পড়ে আছে, আলো এত কম যে মনে হয় সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসছে। ব্রিজ থার্মোমিটার বলছে, সী টেম্পারেচার আটাশ ডিগ্রী ফারেনহাইট, এয়ার টেম্পারেচার ষোলো ডিগ্রী ফারেনহাইট। উত্তর থেকে ধেয়ে আসা জোর বাতাস ইস্পাত রঙের ঢেউয়ের মাথা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সাদা মুকুট।

ঢেউয়ের মাথা থেকে বাতাসের হাতে চলে এসেই শক্ত বরফ হয়ে যাচ্ছে পানি, কনিং-টাওয়ারের খাড়া গায়ে বুলেটের গতিতে আছাড়

খাচ্ছে সেগুলো।

ডাফ্‌ল্‌ (Duffel) কোট আর অয়েলস্কিনের ভেতর ঠক ঠক করে কাঁপছে ওরা। ক্যানভাস উইণ্ড-ডজারের আড়ালে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা ক'জন। কমাণ্ডার রাইকভের লম্বা করা হাত অনুসরণ করে দূরে তাকালো রানা। সাগরের একটানা গর্জন আর কনিং-টাওয়ারের গায়ে বরফ ভাঙার কান ফাটানো আওয়াজ সত্ত্বেও তাঁর দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়ার শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল ও।

দু'মাইলের কিছু এদিকে গোটা উত্তর দিগন্ত জুড়ে ধূসর সাদা রঙের মোটা একটা রেখা দেখা গেল। দূর থেকে মনে হলো রেখাটা কোথাও ভাঙেনি, সবখানে সমান আর মসৃণ। এর আগেও এই রেখা দেখেছে রানা, ওখান থেকেই পোলার আইস ক্যাপ-এর শুরু, যে বরফের টুপি দুনিয়ার মাথার দিকটাকে ঢেকে রেখেছে। বছরের এই সময়ে ওই বরফ জমাট বেঁধে দুনিয়ার ওদিকে আলাস্কা পর্যন্ত বিশাল একটা নিরেট অবিচ্ছিন্ন টুকরো হয়ে আছে। এই টুকরোর নিচ দিয়েই যেতে হবে ওদেরকে। যেতে হবে কয়েকশো মাইল দূরে কোথাও হারিয়ে যাওয়া একদল লোককে খুঁজে বের করার জন্যে, যারা হয়তো এই মুহূর্তে মারা যাচ্ছে, কিংবা এরই মধ্যে মারা গেছে।

শেষ রিলে করা রেডিও মেসেজ পেয়েছে ওরা উনপঞ্চাশ ঘন্টা আগে। তারপর থেকে অটুট হয়ে আছে নিস্তব্ধতা। আইসস্টেশন নভেলির সাড়া পাবার জন্যে ব্রিটিশ ট্রলার ওপিয়া গত দু'দিন থেকে প্রায় বিরতিহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু উত্তরের শূন্য খাঁ খাঁ বরফের মরুভূমি থেকে নিস্তব্ধতা ছাড়া কিছু আসছে না। কোনো কথা নয়, কোনো শব্দ নয়, নয় কোনো সিগন্যাল, এমনকি দুর্বোধ্য কোনো ফিসফাসও শুনতে পাওয়া যায়নি।

আঠারো ঘণ্টা আগে আণবিক শক্তিচলিত মার্কিন আইসব্রেকার লভো ব্যারিয়ারের কিনারায় পৌঁচেছিল। বরফ ভেঙে ভেতরে ঢোকার জন্যে আদা-জল খেয়ে বেপরোয়া একটা চেষ্টা চালায় ওরা। শীতের এই শুরুতে আইস ক্যাপের বরফ এখনও তত পুরু আর ঘন হয়ে ওঠেনি, যেমন উঠবে মার্চের দিকে। অত্যন্ত মজবুত আর শক্তিশালী লভোর সুখ্যাতি আছে, আঠারো ফিট উঁচু বরফ ভেঙে পথ করে নিতে পারে সে। আবহাওয়া ভাল থাকলে বরফ ভেঙে সেই একেবারে নর্থ পোল পর্যন্ত পৌঁছে যাবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে তার। কিন্তু ভাসমান বরফের আকার আর ঘনত্ব সময়ের তুলনায় অস্বাভাবিক বেশি হওয়ায় তার সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। ব্যারিয়ার থেকে আইস ক্যাপের ভেতর দিকে চল্লিশ মাইল পর্যন্ত এগিয়েছিল সে তারপর বিশ ফিট উঁচু আর সম্ভবত একশো ফিট গভীর একটা পাঁচিলের সামনে বাধা পেয়ে অভিযান বাতিল করে দিতে বাধ্য হয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, শেষ ক'মাইল পেরোতে গিয়ে পর পর কয়েকটা ধাক্কা খেয়ে মারাত্মক-ভাবে ক্ষতি হয়েছে তার বো'র, এবং পিছু হটে আইস প্যাক থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রাণপণে লড়ছে সে।

মার্কিনীরা এখানেই থেমে থাকেনি। রাশিয়ানদের সাথে তারাও লং-রেঞ্জ বম্বারের সাহায্যে গোটা এলাকার ওপর ব্যাপক তল্লাশী চালিয়েছে। গভীর মেঘ আর প্রবল তুষার ঝড়ের মধ্যে দিয়ে প্লেনগুলো তাদের অস্বাভাবিক শক্তিশালী রাডার নিয়ে কম করেও একশো বার যাওয়া আসা করেছে। কিন্তু কোথাও একটা রাডার সাইটিঙের রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। বিশেষ করে স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমাণ্ডের বি-ফিফটিটু বম্বারের ব্যর্থতা সংশ্লিষ্ট মহলের সবাইকে অবাক করে দেয়। বলা হয়, ঘন অন্ধকারেও নাকি দশ হাজার ফিট উঁচু থেকে একটা ঘরের সন্ধান

বের করতে পারে তার রাডার। বি-ফিফটিটু-র ব্যর্থতার কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, আগুন লাগার পর ঘরগুলোর বোধহয় আর কোনো অস্তিত্বই নেই। বরফের ঢিবি আর বরফ মোড়া ঘর, রাডারের চোখ বোধহয় আলাদাভাবে এগুলোকে সনাক্ত করতে পারেনি। কেউ কেউ জানিয়েছে, তাদের ধারণা, তল্লাশীটা ভুল জায়গায় চালানো হয়েছে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এসেছে বম্বারের পাইলটদের কাছ থেকে—এলাকার ওপর ঘন মেঘ আর তুষারের মাতামাতিতে বাধা পেয়ে ছত্রাখান আর দিকভ্রান্ত হয়ে গেছে রাডারের ওয়েভ। কারণ যাই হোক, আইসস্টেশন নভেলিকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনভাবে হারিয়ে গেছে, যেন কোনো কালে তার কোনো অস্তিত্বই ছিল না।

'এখানে দাঁড়িয়ে বরফে জমতে থাকার কোনো মানে হয় না,' সাগরের গর্জন আর বরফ ভাঙার আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠলো কমাণ্ডার রাইকভের গলা। 'বরফের তলায় ঢুকতে যখন হবেই, এখুনি ঢুকে পড়া ভাল।' বাতাসের দিকে পিঠ দিয়ে পশ্চিম দিকে তাকালেন তিনি। ওদিকে, সিকি মাইল দূরে একটা চওড়া আকৃতির ট্রলারকে দেখা গেল। গত দু'দিন থেকে আইস প্যাকের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে ওপিয়া—যান্ত্রিক কান পেতে শুনছে, অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু আর তার অপেক্ষা করার উপায় নেই, এবার তাকে ফিরে যেতে হবে নিজের ঠিকানায়। তার ফুয়েলের রিজার্ভ শেষ হয়ে এসেছে।

'এই মেসেজটা পাঠাও ওদের,' পাশে দাঁড়ানো নাবিককে বললেন ক্যাপ্টেন। 'ডাইভ দিতে যাচ্ছি আমরা, বরফের তলা দিয়ে এগোবো। আগামী চারদিনের মধ্যে বেরোবার ইচ্ছে নেই, চোদ্দ দিন থাকার মতো প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছি।' রানার দিকে ফিরলেন। 'এই সময়ের মধ্যে ওদেরকে যদি খুঁজে না পাই...' কথাটা তিনি শেষ করলেন না।

সম্মতি জানাবার ভঙ্গিতে মাথা দোলালো রানা, কমাণ্ডার আবার মেসেজটা বলতে শুরু করলেন, 'সহযোগিতার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। শুভেচ্ছা রইলো। কামনা করি আপনারা যেন নিরাপদে ফিরে যেতে পারেন।'

সিগন্যালম্যানের ল্যাম্প মেসেজটা পাঠাতে শুরু করলো। তারপর, ওপিয়া থেকে একটা উত্তরও এসে পৌঁছুলো।

'কি বললো ওরা?' জানতে চাইলেন কমাণ্ডার।

'ওই বরফের নিচে মাথা সামলে রাখবেন। গুড লাক অ্যাণ্ড গুড বাই।'

'সবাই নিচে,' বললেন কমাণ্ডার।

মই বেয়ে ছোট একটা কম্পার্টমেন্টে নেমে এল রানা, তারপর একটা হ্যাচের ভেতর দিয়ে গলে বেরিয়ে এসে আরেকটা মই বেয়ে নামলো সাবমেরিনের প্রেশার হালে (hull)। এরপর আরেকটা হ্যাচ, আরেকটা মই—পৌঁছুলো লেনিনগ্রাদের কন্ট্রোল ডেকে। ওকে অনুসরণ করে এল কমাণ্ডার আর সিগন্যালম্যান। সবার পিছু পিছু এল লেফটেন্যান্ট রুস্তভ, ওপরের ভারি, ওয়াটারপ্রুফ দরজা দু'টো তাকেই বন্ধ করতে হয়েছে।

সাবমেরিনের ডাইভ দেয়ার মুহূর্তটি খুব নাটকীয় করে দেখানো হয় সিনেমায়। কিন্তু কমাণ্ডার রাইকভের ডাইভিং টেকনিক অত্যন্ত সাদামাটা। কোনোরকম ব্যস্ততা নেই, উত্তেজনা নেই, চোখ কুঁচকে থাকা লোকজন কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর ঝুঁকে পড়লো না, রুদ্ধশ্বাসে কেউ বললো না, 'ডাইভ, ডাইভ, ডাইভ.' ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠলো না ঘণ্টা। হাত বাড়িয়ে মাইক্রোফোন ধরলেন রাইকভ, শান্ত গলায় বললেন, 'ক্যাপ্টেন বলছি। বরফের নিচে যেতে চাইছি আমরা। এখন

ডাইভ দেবো।' মাইক্রোফোন ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তিনশো ফিট।'

সাগরের দিকে খোলা সমস্ত হ্যাচ, সারফেস ওপেনিং এবং ভালব বন্ধ আছে কিনা চেক করার জন্যে আলোর সারিগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিল চীফ ইলেকট্রনিক টেকনিশিয়ান। সবগুলো ডিস্ক লাইট নিভে গেছে, স্লট লাইটগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। এবার এক এক করে, আগের চেয়েও অলস ভঙ্গিতে, সবগুলো আলো চেক করলো সে, তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে বললো, 'স্ট্রেইট লাইন শাট, স্যার।' মাথা ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন। জোরালো হিস হিস শব্দ করে ব্যালাস্ট ট্যাংক থেকে বেরিয়ে যেতে শুরু করলো বাতাস।

দশ মিনিট পর এগিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়ালেন কামাণ্ডার। এই দু'দিনে নাবিক এবং মানুষ হিসেবে তাঁকে চিনে নিয়েছে ও। ভদ্রলোককে দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে ওর, রীতিমত শ্রদ্ধা করতে শুরু করেছে। ক্রুদের সম্পূর্ণ আস্থা অর্জন করেছেন তিনি, তারা তাঁকে একাধারে বিশ্বস্ত বন্ধু অভিভাবক এবং লীডার হিসেবে গ্রহণ করেছে। সবাই জানে তিনি সদাহাস্যময়, হৃদয়টা কোমল এবং মহৎ। সাবমেরিন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে বিপুল জ্ঞানের অধিকারী তিনি. খুঁটিনাটি বৈসাদৃশ্য তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবে তার কোনো উপায়ই নেই। ক্রুদের মুখে শুনে ইতিমধ্যে জেনেছে রানা, ক্যাপ্টেনের সবচেয়ে বড গুণ, চরম বিপদেও তিনি উত্তেজিত বা বিচলিত হতে জানেন না। লেফটেন্যান্ট কুস্তভ, লেনিনগ্রাদের এক্সিকিউটিভ অফিসার, যে কিনা কারও প্রশংসা করতে জানে না, তার মুখ থেকে শোনা গেছে, লিউ রাইকভ নাকি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ সাবমেরিন অফিসার। কথাটা সত্যি হলে খুশি হবে রানা, কারণ এই পরিস্থিতিতে সেই রকম একজন লোকই দরকার ওর।

'বরফের নিচে ঢুকতে যাচ্ছি আমরা, ডাঃ রানা,' বললেন তিনি।

'কেমন লাগছে আপনার ?'

'সাপের গর্তে ঢুকছি নাকি ইঁদুরের গর্তে, চোখে দেখতে পেলে বোধহয় একটু স্বস্তি বোধ করতাম।'

রানা যেমন কথায় বা আচরণে বুঝতে দেয়নি সে ক্যাপ্টেনকে পছন্দ করে, তেমনি ক্যাপ্টেনও রানাকে বুঝতে দেননি তিনিও রানাকে পছন্দ করতে শুরু করেছেন। যদিও রানার সাথে কথা বলার ভঙ্গি এবং পরিমাণ লক্ষ্য করলে ব্যাপারটা আঁচ করা যায়। মধুর একটু হেসে শুরু করলেন তিনি, 'ইচ্ছে করলেই দেখতে পারি আমরা। লেনিনগ্রাদে আমাদের সাথে রয়েছে ছুনিয়ার সেরা চোখ। এই চোখ নিচের দিকে দেখতে পায়, চারদিকে চোখ বুলায়, সামনে-পিছনে তাকায়, সোজা ওপর দিকে নজর ফেলে। নিচের দিকটা দেখে যে চোখ তার নাম ফ্যাদোমিটার বা ইকো-সাউণ্ডার। এর কাজ আমাদেরকে জানানো, কীলের নিচে পানির গভীরতা কতটুকু। এই মুহূর্তে আমাদের কীলের নিচে পাঁচ হাজার ফিট পানি রয়েছে, কাজেই কোনো আণ্ডারওয়াটার প্রজেকশনের সাথে ধাক্কা লাগার কোনো সম্ভাবনাই নেই. তারমানে, এই চোখের ব্যবহার এই মুহূর্তে একটা ফরম্যালিটি বৈ কিছু নয়। কিন্তু দায়িত্ব-সচেতন কোনো নেভিগেশন অফিসার বোতাম টিপে এই চোখ বন্ধ করে রাখবে না। সামনে এবং চারদিকে নজর রাখার জন্যে আমাদের রয়েছে একজোড়া সোনার (sonar) চোখ।'

মিটিমিটি হাসছে রানা।

'একটা সোনার ওপর দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছে, আরেকটা বো-র ছু'দিকে পনেরো ডিগ্রী পথের ওপর তল্লাশী চালাচ্ছে। সব শুনতে পায়, সব দেখতে পায় ; গাঁজা নয়, নিরেট বাস্তব। বিশ মাইল দূরে একটা যুদ্ধ-জাহাজের ওপর কেউ একটা হাতুড়ি ফেলুক, আমরা জানতে

পারবো। এটাও, ফরমালিটি ছাড়া কিছু নয়। যুদ্ধ-জাহাজ নয়, ওপরে ভেসে থাকা বরফের চাপে নিচের দিকে নেমে আসা আইস স্ট্যাল্যাক-টাইট (STALACTITES) খুঁজছে সোনার। যদিও বরফের নিচে পাঁচটা আর পোলের দিকে দু'টা অভিযানে এ পর্যন্ত কোথাও একটা আণ্ডারওয়াটার স্ট্যাল্যাকটাইট বা দু'শো ফিটের বেশি গভীর রিজ দেখিনি আমরা। এই মুহূর্তে আমরা তিনশো ফিট নিচে রয়েছি। তবু, চোখ জ্বেলে রাখাই সবদিক থেকে ভাল।' কথা শেষ করে মৃদু হাসলেন কমাণ্ডার। তারপর বললেন, 'আপনার মুচকি হাসি দেখে বোঝা গেছে, এসব বিষয়ে আপনি ভালোই জানেন। বাধা দিয়ে আমাকে কথা বলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেননি, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

এ প্রসঙ্গে কথা খরচ না করে জানতে চাইলো রানা, 'বরফের সাথে না হোক, একটা তিমির সাথেও তো ধাক্কা লাগতে পারে?' আসলে রসিকতা করলো ও।

'আরেকটা সাবমেরিনের সাথে ধাক্কা লাগতে পারে,' কথাটা বলার সময় কমাণ্ডারের মুখে হাসি দেখা গেল না। 'তার মানে হবে, দু'-দলেরই ধ্বংস হয়ে যাওয়া। রাশিয়া আর আমেরিকা দুনিয়ার চাঁদির ওপর যেভাবে আনা-গোনা শুরু করেছে, আণ্ডারওয়াটার পোলার আইস ক্যাপ ব্যস্ত চৌরাস্তা হয়ে উঠতে যাচ্ছে।'

'তারমানে কি সত্যি...?'

'দশ হাজার বর্গ মাইল আকাশে দু'টো প্লেনের মুখোমুখি সংঘর্ষের সম্ভাবনা কতটুকু? কাগুজে হিসেবে দেখা যাবে, কোনো সম্ভাবনাই নেই। অথচ এ বছর এরই মধ্যে এ-ধরনের দুর্ঘটনা তিন তিনটে ঘটে গেছে। তাই সোনার চোখ খোলা রাখি আমরা। কিন্তু ওপর দিকে নজর রাখে যে চোখ সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দেখবেন, আসুন।'

রানাকে নিয়ে কন্ট্রোল রুমের আফটার-স্টারবোর্ড প্রান্তে চলে এলেন কমাণ্ডার। এখানে ডাঃ রুডেনকো একজন লোককে সাথে নিয়ে কাঁচ-ঢাকা একটা আই-লেভেল মেশিনের ওপর ঝুঁকে আছে। মেশিনের বাইরের দিকে দেখা গেল সাত ইঞ্চি চওড়া কাগজের একটা রিবন, ঘুরছে। কালি লাগানো একটা স্টাইলাস সেই রিবনের ওপর সরু, সরল রেখা টানছে। হাত বাড়িয়ে ক্যালিব্রেটেড কন্ট্রোল অ্যাডজাস্ট করলো রুডেনকো।

'সারফেস ফ্যাদোমিটার,' কমাণ্ডার বললেন। 'আইস মেশিন বলে এক ডাকে চেনে সবাই। এটা ডাঃ রুডেনকোর পৈত্রিক সম্পত্তি নয়, অপারেট করার জন্যে দু'জন ট্রেনিং পাওয়া লোক আছে আমাদের, কিন্তু কোর্ট-মার্শাল না করা পর্যন্ত ডাক্তারকে এটা থেকে আলাদা করা যাবে না বলে অগত্যা তার হাতেই সঁপে দিয়েছি।' দেঁতো হাসি দেখা গেল কমাণ্ডারের মুখে, কিন্তু চোখ দু'টো মুহূর্তের জন্যেও স্টাইলাসের ওপর থেকে সরলো না। 'ইকো-সাউণ্ডিং মেশিনের মতোই কাজ করে এটা। বরফের গায়ে লেগে ফিরে আসে প্রতিধ্বনি—ওখানে যদি বরফ থাকে। সরু কালো রেখাটা দেখছেন, ওটার মানে হলো, ওপরে খোলা পানি রয়েছে। আমরা যখন বরফের নিচে চলে যাবো, ওপর দিকে খাড়া একটা গতি যোগ হবে স্টাইলাসে, তাতে শুধু যে বরফের উপস্থিতি টের পাবো তাই নয়, বরফ ওখানে কতটুকু পুরু তাও জানতে পারবো।'

'চমৎকার।'

'তারচেয়েও বেশি। বরফের নিচে এটা হয়ে উঠতে পারে লেনিনগ্রাদের জীবন অথবা মৃত্যুর কারণ। ড্রিফট আইস স্টেশন নভেলির জন্যে এটা জীবন-মৃত্যু তো বটেই। নভেলির পজিশন যদি শেষ পর্যন্ত আমরা

জানতেও পারি, তার কাছে পৌঁছুতে হলে আমাদেরকে বরফের এই ছাদ ফুঁড়ে ওপরে উঠতে হবে। বরফ কোথায় পাতলা তা একমাত্র এই মেশিনই আমাদেরকে জানাতে পারে।'

'বছরের এই সময়ে তবে কি খোলা পানি থাকে না? কিংবা এক-আধটা ফাঁক-ফোকর?'

'আমরা একে বলি পলিনাইয়া। নেই। মনে রাখতে হবে, আইস প্যাক কখনই নিশ্চল নয়, এমনকি শীতকালেও নয়। সারফেস-প্রেশারের অদল-বদল কদাচ বরফকে ভেঙে মাঝখানে খোলা পানি এক্সপোজ করতে পারে। শীতের সময় ওখানে যে এয়ার টেম্পারেচার, খোলা পানি কতক্ষণ তরল থাকতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার গায়ে পাতলা বরফের একটা চামড়া পড়ে যায়, এক ঘণ্টার মধ্যে সেই চামড়া এক ইঞ্চি পুরু হয়ে ওঠে, দু'দিন পর দেখা যায় সেটা এক ফুট পুরু হয়ে গেছে। এই রকম একটা পলি-নাইয়ার দেখা যদি মেলে, যার বয়স তিন দিনের বেশি নয়, তাহলে সেটা ভেঙে বরফের ওপর উঠে যাবার ভাল সুবিধে হতে পারে।'

'কনিং টাওয়ার একটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে না?'

'আমরা নাবিকরা ওটাকে সেইল (Sail) বলি। নিউক্লিয়ার সাব-মেরিনের সেইল বিশেষ ভাবে মজবুত করে তৈরি করা হয় শুধু এই একটা কারণে, যাতে আর্কটিক বরফ ভেঙে ওপর দিকে উঠতে পারে। যদিও, অপারেশনটা খুব সাবধানে, আস্তে-ধীরে সারতে হয়। কারণ, ধাক্কাটা প্রেশার হালেও গিয়ে পৌঁছায়।'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করে প্রশ্ন করলো রানা, 'লেনিনগ্রাদ যদি খুব জোরে ওপর দিকে ওঠার চেষ্টা করে, প্রেশার হালের কি হবে? যতটুকু বুঝি, হঠাৎ করে স্যালাইনিটি এবং এয়ার টেম্পারেচারে পরিবর্তন দেখা

দিলে এর দরকার হতে পারে। আপনি হয়তো শেষ মুহূর্তে টের পেলেন পাতলা বরফের নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে সরে গেছেন আরেক দিকে, এবং আপনার মাথার ওপর রয়েছে দশ ফিট নিরেট বরফ ?'

'এ নিয়ে কথা তো বলবেনই না, চিন্তাও করবেন না। ঘাড়ের ওপর যে দায়িত্ব রয়েছে তাতে দুঃস্বপ্ন দেখা পোষাবে না আমার।' ভাল করে তাকালো রানা, কিন্তু কমাণ্ডারের চেহারায় হাসির কোনো আভাস পেল না। আগের চেয়ে নিচু গলায় বললেন তিনি, 'আমরা যখন বরফের নিচ দিয়ে যাই, ক্রুদের সবাই এক-আধটু ভয় পায়ই। অন্তত আমি পাই। জানি, আমাদের এটা দুনিয়ার সেরা সাবমেরিন, কিন্তু এক-শো একটা গোলযোগ দেখা দিতে পারে। রিয়্যাক্টর, স্টীম টারবাইন কিংবা জেনারেটারে যদি কোনো গোলমাল দেখা দেয়, ধরে নিতে হবে আমরা শেষ। খোলা সাগরে এসব কোনো সমস্যা নয়, ভুস করে পানির ওপর ভেসে উঠতে পারি কিংবা সারফেসের কাছাকাছি থেকে ডিজেল ব্যবহার করে এগোতে পারি। কিন্তু ডিজেল ব্যবহার করতে হলে বাতাস দরকার হবে, এবং আইস প্যাকের নিচে ওই জিনিসটা নেই। কাজেই, খারাপ কিছু একটা যদি ঘটেও, আমাদেরকে যেমন করে হোক একটা পলিনাইয়া খুঁজে বের করতে হবে ওপরে ওঠার জন্যে, যদিও বছরের এই সময় সেটা পাবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। আবার, পলিনাইয়াটা পেতে হবে আমাদের স্ট্যাণ্ডবাই ব্যাটারী শেষ হয়ে যাবার আগেই।'

'এসব কথা শুনে খুব উৎসাহ বোধ করছি।'

'আসলে ঘাবড়াবার কিছু নেই,' অনেকক্ষণ পর এই আবার কমাণ্ডারের মুখে হাসি দেখলো রানা। 'এ-ধরনের কিছু ঘটেনি কখনও, ঘটবেও না। ওহে, ডাক্তার রুডেনকো, কিছু খবরাখবর দেবে নাকি ?'

'এই যে, ক্যাপ্টেন,' সাড়া দিল ডাক্তার রুডেনকো, 'প্রথম বরফের চাঁই! আরেকটা! আসুন না, দেখে যান। ডাঃ রানা, আপনিও আসুন। আরেকটা!'

আইস-মেশিনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। স্টাইলাস থেকে এখন মৃদু একটা হিস হিস শব্দ বেরিয়ে আসছে। খানিক আগে পর্যন্ত কাগজের ওপর হরাইজন্টাল রেখা আঁকছিল, এখন রেখাটা ঘন ঘন ওপর-নিচে ওঠা নামা করছে। এর মানে হলো, ওদের মাথার ওপর দিয়ে সাবমেরিনের পিছন দিকে সরে যাচ্ছে বরফের চাঁই। একটা করে বরফের নিচে আসে জাহাজ, কাগজের ওপর সরল রেখাটা উঁচু-নিচু হতে থাকে। বরফের ভাসমান দ্বীপ একের পর এক আসছেই, এক-সময় কাগজে আর সরল রেখার কোনো অস্তিত্বই থাকলো না।

'আইস প্যাকের তলায় চলে এসেছি,' বললেন কমাণ্ডার। 'এবার আমরা লেনিনগ্রাদকে আরও গভীরে নিয়ে যাবো। তারপর খুলে দেবো ওর সমস্ত বাঁধন।'

লেনিনগ্রাদের সমস্ত বাঁধন খুলে দেবার অর্থ পরদিন খুব সকালে টের পেল রানা। কাঁধে হাতের মৃদু স্পর্শ পেয়ে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলো ও। চোখ মেলতেই ওভারহেড লাইটে ধাঁধিয়ে গেল চোখ। আলো একটু সয়ে আসতে দেখলো, চেহারায় ক্ষমা-প্রার্থনার হাসি নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে লেফটেন্যান্ট রুস্তভ।

'দুঃখিত, ডাঃ রানা,' গলার আওয়াজে কিন্তু না আছে দুঃখ, না আছে ক্ষমা-প্রার্থনার সুর। 'আমরা পৌঁছে গেছি।'

'পৌঁছে গেছি? কোথায়?'

'৮৫°৩১´ উত্তর, ২১°২০´ পুব—শেষ হিসেবে ড্রিফট স্টেশন নভে-

লির পজিশন। পোলার আইস ভেসে যাওয়ার গতি মনে রেখে নতুন করে এই আনুমানিক হিসেব বের করা হয়েছে। উঠে পড়ো।'

'এরই মধ্যে ?' রিস্টওয়াচের ওপর চোখ বুলালো রানা। 'এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম ?'

'আমরা অলস, এ বদনাম কেউ দিতে পারবে না। ক্যাপ্টেন আশা করছেন, সাথে থেকে তুমি আমাদের কাজ-কর্ম দেখবে।'

'এই এলাম বলে।' নভেলির পজিশনে পৌঁছে গেছে মানে লেনিনগ্রাদ এবার বরফ ভেদ করে মাথাচাড়া দেবার চেষ্টা করবে। নভেলির সাথে রেডিও যোগাযোগ হবার সম্ভাবনা দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র, তবু যদি যোগাযোগ হয় বা যখন হবে, ওখানে রানা উপস্থিত থাকতে চায়।

কন্ট্রোল রুমে প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় প্রায় ছিটকে প্যাসেজওয়েরে দেয়ালে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিলো রানা। হ্যাণ্ড-রেইল ধরে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল বটে, কিন্তু পরমুহূর্তে আরেক দিকে কাত হয়ে পড়লো লেনিনগ্রাদ, যেন কোনো ফাইটার প্লেন হঠাৎ করে তীক্ষ্ণ বাঁক নিতে শুরু করেছে। রানার জানামতে, কোনো সাবমেরিনের এই আচরণ করার কথা নয়।

'আমার নাচ দেখবে বলে ডেকে এনেছো ?' জানতে চাইলো রানা, 'সামনে কোনো বাধা ছিল, লেনিনগ্রাদ বোধহয় সেটা এড়ালো, তাই না ?'

'নিশ্চয়ই সম্ভাব্য কোনো পলিনাইয়া। কিংবা বরফ ওখানে পাতলা দেখা গেছে। এ-ধরনের একটা কিছু দেখা গেলেই কুকুর যেমন তার লেজকে ধাওয়া করে সেটাকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে, আমরাও প্রায় তাই করি। এর জন্যে ক্রুদের মধ্যে আমরা খুব জনপ্রিয়তা অর্জন

করেছি, বিশেষ করে তারা যখন স্যুপ বা কফি খায়…'

'ক্রুদের মধ্যে আমি থাকলে বিদ্রোহ করতাম।'

কন্ট্রোল রুমে ঢুকে রানা দেখলো, দু'পাশে নেভিগেটর আর একজন লোককে নিয়ে প্লটিং টেবিলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন কমাণ্ডার রাইকভ, কি যেন গভীর মনোনিবেশের সাথে লক্ষ্য করেছেন তিনি। আরও সামনের দিকে সারফেস ফ্যাদোমিটারের সামনে দাঁড়িয়ে একজন লোক শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন গলায় বরফের ধরন ঘোষণা করছে।

সিধে হয়ে দাঁড়ালেন কমাণ্ডার। 'মর্ণিং, ডাঃ রানা। ইউরি, মনে হয় এখানে হয়তো একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।'

এগিয়ে গিয়ে প্লটিং টেবিলের সামনে দাঁড়ালো লেফটেন্যান্ট। কাঁচ ঢাকা টেবিলের নিচে একটা চৌকো চার্ট দেখা গেল, বিন্দুর মতো একটা আলোর কণা সেই চার্টের ওপর জ্বলজ্বল করছে। আলোর কণা চার্টের ওপর দিয়ে এগিয়ে এসেছে, কেউ একজন পেন্সিলের সরু ডগা দিয়ে চিহ্নিত করে রেখেছে পথটাকে। কাগজের ওপর তিনটে লাল ক্রস চিহ্ন দেখলো রানা। দু'টো একেবারে গা ঘেঁষে। আইস মেশিনের দিক থেকে একটা শব্দ ভেসে এল, সাথে সাথে চার্টের ওপর পড়লো চার নম্বর ক্রস চিহ্ন। রানা লক্ষ্য করলো ডাঃ রুডেনকো নয়, আইস মেশিনে অন্য লোক রয়েছে।

মুখ তুললো লেফটেন্যান্ট। 'ঠিক বলেছেন, ক্যাপ্টেন। হয়তো একটা সম্ভাবনা। তবে খুব সরু লাগছে আমার কাছে।'

'আসলেও তাই,' বললেন কমাণ্ডার। 'কিন্তু গত এক ঘন্টায় ভারি বরফের মধ্যে এটাই প্রথম ব্রেক। তাছাড়া, আরও যত উত্তরে যাবো, পাতলা বরফের দেখা পাবার সম্ভাবনা ততোই কমে আসবে। এটাকেই খুঁচিয়ে দেখা যাক। স্পীড?'

‘এক নট,’ সবচেয়ে অল্প-বয়েসী অফিসার ওসিপভ বললো।

কমাণ্ডার অর্ডার দিলেন, ‘অল ব্যাক ওয়ান থার্ড।’

ক্ষিপ্র হাতে একজন ক্রুকে ডাইভিং-স্ট্যাণ্ড বাকেট সীটের সাথে সেফটি বেল্ট দিয়ে বেঁধে ফেলা হলো। টেলিগ্রাফের দিকে ঝুঁকে পড়ে ইঞ্জিন রুমকে নির্দেশ দিল সে, ‘লেফট ফুল রাডার।’

প্লট চেক করার জন্যে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন রাইকভ। আলোর কণা আর ট্রেসিং পেন্সিল ফিরে আসছে, ফিরে আসছে চারটে ক্রস চিহ্ন দিয়ে তৈরি ত্রিভুজের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায়। ‘অল স্টপ,’ বললেন তিনি। ‘রাডার অ্যামিডশিপ।’ একটু বিরতি, তারপর আবার, ‘অল অ্যাহেড ওয়ান থার্ড। নো। অল স্টপ।’

‘স্পীড জিরো,’ বললো ওসিপভ।

‘টোয়েনটি-ওয়ান···টোয়েনটি ফিট।’ ডাইভিং অফিসারের দিকে তাকালেন কমাণ্ডার। ‘কিন্তু ধীরে-সুস্থে, ধীরে-সুস্থে।’

জোরালো একটা যান্ত্রিক গুঞ্জন শোনা গেল। লেফটেন্যান্টকে জিজ্ঞেস করলো রানা, ‘ব্যালাস্ট খালি হওয়ার আওয়াজ?’

মাথা নাড়লো লেফটেন্যান্ট। ‘ব্যালাস্ট খালি হচ্ছে বটে, কিন্তু আওয়াজটা পাম্পের। ব্যালাস্ট থেকে পাম্প করে বের করে দেয়া হচ্ছে পানি—সব এক সাথে নয়, রয়ে-সয়ে। এতে করে ওপরে ওঠার গতি নিজেদের কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে, সাবমেরিনের কীলও সমান রাখা সহজ হয়, সামনের দিকে ঝুঁকে বা পিছন দিকে ডেবে যাবার সম্ভাবনা কম থাকে। স্টার্ট বন্ধ করা একটা সাবকে, কীল সমান রেখে ওপরে তোলা অনভিজ্ঞদের কাজ নয়। সাধারণ কোনো সাব এই টেকনিক কাজে লাগাবার কথা ভাবতেই পারে না।’

পাম্পের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। ট্যাংকে পানি ফিরে আসার

শব্দ পেল ওরা। ডাইভিং অফিসার ওপরে ওঠার গতি কমিয়ে আনলো। শব্দটা নিস্তেজ হতে হতে মিলিয়ে গেল।

'সিকিউর ফ্লাডিং,' বললো ডাইভিং অফিসার। 'স্টেডি অন ওয়ান হানড্রেড ফিট।'

'আপ পেরিস্কোপ,' পাশে দাঁড়ানো ক্রু-ম্যানকে বললেন কমাণ্ডার।

টেনে অন করা হলো একটা ওভার হেড লিভার, হাই-প্রেশার অয়েলের হিসহিস শুনতে পেল সবাই, সেই সাথে স্টারবোর্ড পেরিস্কোপকে তার খোপ থেকে ওপরে তুলতে শুরু করলো হাইড্রলিক পিস্টন। চকচকে সিলিণ্ডার আকৃতির পেরিস্কোপ বেরিয়ে এল, হাতল ধরে ঝুঁকে পড়লেন কমাণ্ডার, চোখ রাখলেন আই-পীসে।

'একে অন্ধকার, তার ওপর আমরা রয়েছি সাগরের কয়েকশো ফিট নিচে, বরফের তলায়—কি দেখতে পাবেন বলে আশা করছেন ক্যাপ্টেন?' জানতে চাইলো রানা।

'বলা মুশকিল। সাগরের তলা পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে আছে। এটা একটা দুর্লভ ঘটনা। আকাশে চাঁদ থাকতে পারে, তারা থাকতে পারে—হ্যাঁ, তারার আলোও অনেক গভীর পর্যন্ত নেমে আসে। শুধু হয়তো ক্ষীণ একটু আলোর আভাস মাত্র, তবু পাতলা বরফ ভেদ করে নেমে আসতে পারে।' রানার দৃষ্টি কমাণ্ডারের দিকে আকৃষ্ট করলো লেফটেন্যান্ট। 'লক্ষণ ভাল না। হ্যাণ্ড-গ্রিপ মুচড়ে পেরিস্কোপ লেন্সটাকে ওপর দিকে তাক করছেন উনি। আর পাশের ওই বোতামটা ফোকাসিঙের জন্যে। তারমানে, কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না।'

সিধে হলেন কমাণ্ডার। 'ঘন কালো অন্ধকার। হাল আর সেইল ফ্লাডলাইট অন।' এক সেকেণ্ড পর আবার তিনি আই-পীসে চোখ রাখলেন। প্রায় সাথে সাথে সিধে হলেন আবার, 'কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ক্যামেরা অন।'

লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরলো রানা। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সাদা একটা স্ক্রীনের দিকে তাকালো। 'ক্লোজসার্কিট টিভি, ডাক্তার। ডেকের ওপর বসিয়ে কাঁচ দিয়ে ঘিরে দেয়া হয়েছে ক্যামেরাটাকে, ওপর আর চারদিকে নজর বুলাতে পারে—রিমোট-কন্ট্রোলড।'

ঝাপসা, ধূসর আর ছায়াহীন দেখালো টিভি স্ক্রীন। 'নতুন একটা ক্যামেরা কিনলেই পারতে।' বললো রানা।

'এরচেয়ে নতুন আর দামী ক্যামেরা বাজারে নেই,' হেসে উঠে বললো লেফটেন্যান্ট। 'ঝাপসা লাগছে পানির জন্যে। বিশেষ একটা টেম্পারেচার আর লবণাক্ত পরিবেশে ফ্লাডলাইটের আলো পেলেও ক্যামেরার চোখে কিছু ধরা পড়ে না। ঘন কুয়াশার মধ্যে হেডলাইট জ্বেলে গাড়ি চালাবার মতো অবস্থা আর কি।'

'ফ্লাডলাইট অফ,' শান্ত সুরে বললেন কমাণ্ডার। টিভি স্ক্রীন সাদা হয়ে গেল। 'ফ্লাডলাইট অন।' আগের মতোই ধূসর আর ঝাপসা দেখালো আলোকিত পর্দা। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লেফটে-ন্যান্টের দিকে ফিরলেন তিনি। 'কি বুঝছো, ইউরি?'

'বেতন কাটা হবে না, এই অভয় দিলে আমি একটু কল্পনার আশ্রয় নিতে পারি,' বললো লেফটেন্যান্ট। 'স্ক্রীনের বাঁ কোণে ওটা বোধহয় ঝাপসা মতো আমি সেইলের মাথাটা দেখতে পাচ্ছি। বড় বেশি অন্ধ-কার, ক্যাপ্টেন।'

কমাণ্ডার জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা কি পজিশনে স্থির আছি?'

'বলতে পারছি না,' প্লট থেকে মুখ তুলে বললো ওসিপভ। 'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।'

'ভ্যালেনকভ?' আইস মেশিনের লোকটাকে জিজ্ঞেস করা হলো।

'পাতলা বরফ, ক্যাপ্টেন। এখনও।'

'জানাতে থাকো। ডাউন পেরিস্কোপ।' ভাঁজ করে হাতলটা ওপরে তুলে দিলেন কমাণ্ডার, ফিরলেন ডাইভিং অফিসারের দিকে। 'এমনভাবে ওপরে ওঠাও, সেইলের ওপর আমরা যেন এক ঝুড়ি ডিম রেখেছি, তার একটাতেও চিড় ধরাতে চাই না।'

আবার শোনা গেল পাম্পের আওয়াজ। কন্ট্রোল রুমের চারদিকে তাকালো রানা। সবাই শান্ত, স্থির এবং যে যার কাজে মগ্ন। একেবারে নিচু গলায় বারবার আওড়াচ্ছে ভ্যালেনকভ, 'পাতলা বরফ, পাতলা বরফ।' রানার মনে হলো, বাতাসে টান টান হয়ে থাকা উত্তেজনাটুকু হাত বাড়ালেই স্পর্শ করা যাবে।

'নাইনটি ফিট,' ডাইভিং অফিসার জানালো।

'পাতলা বরফ, পাতলা বরফ।'

'ডেক ফ্লাড অফ, সেইল ফ্লাড অন।' এখনও কমাণ্ডারের কথা বা চেহারায় উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। 'ক্যামেরা ঘোরাতে থাকো। সোনার?'

'অল ক্লিয়ার,' সাথে সাথে জবাব দিল সোনার অপারেটর। 'অল ক্লিয়ার অল রাউণ্ড।' কয়েক সেকেণ্ড বিরতির পর হঠাৎ উত্তেজিত স্বরে জানালো সে, 'না—থামুন! কন্ট্যাক্ট ডেড অ্যাসটার্ণ।'

দ্রুত জানতে চাইলেন কমাণ্ডার, 'কত কাছে?'

'এত কাছে যে আন্দাজ করা কঠিন। খুব বেশি কাছে।'

'সি ইজ জাম্পিং!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানালো ডাইভিং অফিসার। 'এইট্টি ফিট, সেভেনটি ফাইভ। হয় আরও ঠাণ্ডা একটা পানির স্তর নয়তো অতিরিক্ত লবণাক্ততার মধ্যে গিয়ে পড়েছে লেনিনগ্রাদ।'

'ভারি বরফ! ভারি বরফ!' গলার শিরা ফুলে উঠলো ভ্যালেন-

কভের।

'ফ্লাড ইমার্জেন্সী!' কমাণ্ডারের গলার আওয়াজ এবার অর্ডারের মতোই শোনালো।

হঠাৎ তৈরি বাতাসের চাপ অনুভব করলো রানা। নেগেটিভ ট্যাংকের পথ খুলে দিয়েছে ডাইভিং অফিসার এবং ইমার্জেন্সী ডাইভিং ট্যাংকে টন টন পানি ঢুকছে। কিন্তু দেরি যা হবার হয়ে গেছে। সবাইকে টলিয়ে দিয়ে ওপরের বরফের সাথে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো লেনিনগ্রাদ। ঝন ঝন কাঁচ ভাঙার আওয়াজ শোনা গেল, সবগুলো ওভারহেড লাইট নিভে গেল। ভারি পাথরের মতো পতন শুরু হলো সাবমেরিনের।

'ব্লো নেগেটিভ টু দি মার্ক!' ডাইভিং অফিসার জানালো।

দু'শো ফিট, আড়াইশো ফিট—এখনও নেমে যাচ্ছে লেনিনগ্রাদ। কারও মুখে কথা নেই, এক চুল নড়ছে না কেউ, সবাই স্থির চোখে তাকিয়ে আছে ডাইভিং স্ট্যাণ্ডের দিকে। পরিষ্কার বোঝা গেছে, কোনো আণ্ডারওয়াটার প্রেশার রিজের সাথে ধাক্কা খেয়েছে লেনিনগ্রাদের পিছনটা, একই সময় ওপরের ভারি বরফের সাথে টক্কর খেয়েছে তার সেইল। পিছনে যদি লেনিনগ্রাদ ফুটো হয়ে বা ফেটে গিয়ে থাকে, যতক্ষণ না কোটি কোটি টন পানির চাপে এটা চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হচ্ছে ততক্ষণ তার এই পতন থাকবে না।

'তিনশো ফিট,' জানালো ডাইভিং অফিসার। 'সাড়ে তিনশো—এবার মন্থর হয়ে আসছে নামার গতি। থামছে।'

এখনও নামছে লেনিনগ্রাদ, অলস ভঙ্গিতে চারশো ফুট মার্ক পেরিয়ে আসছে কাঁটা। এই সময় এক হাতে টুল কিট, আরেক হাতে ল্যাম্প নিয়ে কন্ট্রোল রুমে ঢুকলো গ্যাকো।

'সব সময় আমি এর বিরোধিতা করে এসেছি,' বললো সে। মনে হলো প্লটের ওপর ঝুলে থাকা নষ্ট ল্যাম্পের সাথে কথা বলছে। কারও দিকে না তাকিয়ে সেটা মেরামত করতে লেগে গেল। 'সাগরের গভীরে নাক গলাবার অনুমতি দেয়া হয়নি মানুষকে। এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এই আমি বলে রাখলাম, যতোই নতুন নতুন ডুবোজাহাজ বানাও, প্রকৃতি যখন প্রতিশোধ নেবে, সব চুরমার হয়ে যাবে···'

'তুমি যদি বকবকানি না থামাও, সত্যিই তাই হবে,' তিক্ত কণ্ঠে বললেন কমাণ্ডার, যদিও তাঁর চেহারায় রাগ বা বিরক্তির কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। মনে মনে তিনি বোধহয় খুশিই হয়েছেন, টান টান উত্তেজনার মধ্যে গ্যাকোর কথাগুলো পরিবেশে খানিকটা হালকা ভাব এনে দিল। 'হোল্ডিং ?' ডাইভিং অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

একটা আঙুল খাড়া করে নিঃশব্দে হাসলো ডাইভিং অফিসার। মাথা ঝাঁকিয়ে হাত বাড়ালেন ক্যাপ্টেন, মাইক্রোফোন ধরে মুখের সামনে টেনে নিয়ে এলেন। 'ক্যাপ্টেন বলছি।' চেহারায় বা বলার ভঙ্গিতে কোনো রকম ব্যস্ততা বা অস্থিরতা নেই। 'ধাক্কা লাগার জন্যে দুঃখিত। কি ক্ষতি হয়েছে না হয়েছে এখুনি রিপোর্ট করো।' তার পাশের একটা প্যানেলে সবুজ আলো জ্বলে উঠলো, হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ অন করলেম তিনি। সিলিঙের আড়াল থেকে ভেসে এল লাউডস্পীকার জ্যান্ত হয়ে ওঠার ঘরঘর শব্দ।

'ম্যানুভারিং রুম।' আপার-লেভেল ইঞ্জিন রুমের পিছন দিকে ওটা। 'সরাসরি আমাদের মাথার ওপরে লেগেছে ধাক্কাটা। এক বাক্স মোমবাতি, কিছু ডায়াল আর গঙ্গ লাগবে। চিন্তার কিছু নেই, মাথার ওপর এখনও ছাদ আছে।'

'ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট। সামলাতে পারবে তো ?'

'পারবো, কমরেড ক্যাপ্টেন।'

আরেকটা সুইচ অন করলেন কমাণ্ডার। 'স্টার্ণ রুম ?'

'এখনও জাহাজের সাথে আছি তো আমরা ?' এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে, অত্যন্ত সাবধানে জানতে চাইলো একজন লোক।

'আছো,' আশ্বাস দিয়ে বললেন রাইকভ। 'রিপোর্ট করার আছে কিছু ?'

'রাজ্যের নোংরা কাপড় নিয়ে পোল্যাণ্ডে ফিরতে হবে আমাদের, ক্যাপ্টেন। ধাক্কা লাগায় বোধহয় অপমান বোধ করেছে, সেই থেকে ওয়াশিং মেশিনটা চালু হতে চাইছে না।'

মৃদু হেসে সুইচ অফ করে দিলেন কমাণ্ডার। চেহারায় উদ্বেগের কোনো ছাপ নেই। রানা ভাবলো, লোকটার মুখের কোথাও নিশ্চয়ই ঘাম শুকাবার মেশিন লুকানো আছে। ওর নিজের অবস্থা···হাতের কাছে তোয়ালে থাকলে এতক্ষণে বোধহয় ভিজে যেতো সেটা।

লেফটেন্যাণ্ট রুস্তভের সাথে কথা বলছেন কমাণ্ডার। 'কপাল মন্দ, বুঝলে! স্রোতের বহুমুখী ধারা, যা ওখানে থাকার কথা ছিল না। টেম্পারেচারের আকস্মিক পরিবর্তন, যা হবার কথা ছিল না। তার ওপর একটা প্রেশার রিজ, ওখানে থাকতে পারে বলে আশাই করিনি।'

'এখন আমরা

লেফটেন্যান্টের প্রশ্ন শেষ হবার আগেই উত্তর দিলেন কমাণ্ডার, 'আবার চেষ্টা করবো।'

রানার ইচ্ছে হলো হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ভুরু আর কপালের ঘাম মোছে, কিন্তু গর্ব ক্ষুণ্ণ হবে ভেবে ক্ষান্ত হলো ও। দু'শো ফিটে উঠে এল লেনিনগ্রাদ। এখানে পনেরো মিনিট স্থির করে রাখা হলো তাকে।

সদ্য জমাট বাঁধা পলিনাইয়ার আউটলাইন নিখুঁতভাবে প্লটে না দেখা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন না কমাণ্ডার। এরপর তাঁর নির্দেশে লেনিনগ্রাদকে একটা বাউণ্ডারী লাইনের ঠিক বাইরের পজিশনে নিয়ে আসা হলো। ধীরে-সুস্থে ওপরে ওঠার নির্দেশ দিলেন তিনি।

'ওয়ান হানড্রেড টোয়েনটি ফিট,' মৃদু কণ্ঠে বললো ডাইভিং অফিসার। 'ওয়ান হানড্রেড টেন।'

'ভারি বরফ,' ভ্যালেনকভের গলা। 'ভারি বরফ।'

অলস ভঙ্গিতে উঠে যাচ্ছে লেনিনগ্রাদ। এরপর আবার যখন কন্ট্রোল রুমে আসবে, মনে মনে ভাবলো রানা, তোয়ালের কথা ভুলবে না। রাইকভ বললেন, 'স্রোতের ধাক্কায় ভেসে যাবার গতি হিসেব করতে যদি ভুল হয়ে থাকে, আবার একটা ধাক্কা খাবো আমরা।' গ্যাকোর দিকে ফিরলেন তিনি, এখনও সে ল্যাম্প মেরামতের কাজে ব্যস্ত। 'তোমার জায়গায় আমি হলে মেরামতের কাজটা আপাতত স্থগিত রাখতাম। কারণ, খানিক পর হয়তো আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। তাছাড়া, হাতে আমাদের অত বেশি স্পেয়ারও নেই।'

'ওয়ান হানড্রেড ফিট,' বললো ডাইভিং অফিসার। তার চেহারা গম্ভীর হয়ে আছে, কিন্তু গলার সুরে হালকা একটা ভাব।

'পানির রঙ পরিষ্কার হয়ে আসছে,' হঠাৎ বললো লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। 'দেখুন!'

ঘোলা রঙের পানি খুব বেশি না হলেও বেশ খানিকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। টিভি স্ক্রীনে সেইলের ওপরের কোণ দেখা গেল। পরমুহূর্তে আরও কিছু দেখতে পেল ওরা—সেইলের ওপর মাত্র বারো ফিট ওপরে, কদর্য চেহারার আইস রিজ।

ট্যাংকে পানি ঢুকতে শুরু করলো। কি করতে হবে বলে দিতে

হলো না ডাইভিং অফিসারকে। প্রথম বার এক্সপ্রেস এলিভেটরের মতো ছুটে গিয়ে আরেক ধরনের পানির স্তরের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল লেনিনগ্রাদ, একজন সাবমেরিনারের জীবনে এই ধরনের ঘটনা একবার ঘটলেই যথেষ্ট। 'নাইনটি ফিট,' রিপোর্ট করলো সে। 'এখনও উঠছে।' ট্যাংকে আরও পানি ঢুকলো। তারপর আওয়াজটা থেমে গেল। 'আমরা থামছি। ঠিক নাইনটি ফিটের মাথায়।'

'রাখো ওখানে, আর বলতে হবে না,' টিভি স্ক্রীনের দিকে চোখ রেখে বললেন কমাণ্ডার। 'গা ভাসিয়ে সরে যাচ্ছি আমরা···আশা করি, পলিনাইয়ার ভেতর।'

'তা যাচ্ছি,' বললো লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। 'কিন্তু আইস রিজ আর সেইলের মাথা, এই দুইয়ের মাঝখানে দুই ফিটের বেশি ফাঁক আছে বলে মনে হয় না···'

'ভ্যালেনকভ?' রিপোর্ট চাইলেন কমাণ্ডার। কড়ে আঙুলের নখ দিয়ে নাকের ডগা চুলকালেন তিনি।

'এক মিনিট, ক্যাপ্টেন। গ্রাফের চেহারা কেমন যেন বিদঘুটে দেখাচ্ছে···না, আমরা এড়াতে পেরেছি!' কন্ট্রোল রুমে যারা রয়েছে তাদের মধ্যে এই প্রথম একজনের কথায় এবং চেহারায় উত্তেজনা ফুটে উঠতে দেখলো রানা। 'পাতলা বরফ! পাতলা বরফ!'

টিভি স্ক্রীনের দিকে তাকালো রানা। পর্দার ওপর দিয়ে মন্থর গতিতে সরে যাচ্ছে বরফের খাড়া কিনারা, সেই সাথে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে ওপর দিকের পরিষ্কার পানি।

'আস্তে-ধীরে, আস্তে-ধীরে,' বললেন ক্যাপ্টেন। 'আইস ওয়ালের দিকে ঘোরাও ক্যামেরা, তারপর সোজা ওপর দিকে তোলো।'

পাম্পের আওয়াজ শোনা গেল। মাত্র দশ ফিট দূরে বরফের পাঁচিল

ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে।

'এইট্টি-ফাইভ ফিট,' ডাইভিং অফিসার রিপোর্ট করলো। 'এইট্টি।'

'ব্যস্ততার কিছু নেই,' মৃদু কণ্ঠে বললেন কমাণ্ডার। 'স্রোতের আড়ালে চলে এসেছি আমরা।'

'সেভেনটি-ফাইভ ফিট।'

পাম্প থামাতেই ট্যাংকে পানি ঢুকতে শুরু করলো।

'সেভেনটি ফিট।'

প্রায় অচল হয়ে এসেছে লেনিনগ্রাদ, ওপর দিকে এতোই ধীর গতিতে উঠছে যে টের পাওয়া কঠিন। ওপর দিকে মুখ তুললো ক্যামেরা, মসৃণ বরফের একটা সিলিং ওটাকে স্পর্শ করার জন্যে নেমে আসছে। আরও পানি ঢুকলো ট্যাংকে, সাবমেরিনের গতি আরও একটু কমলো। মাথার ওপর বরফের সিলিং, লেনিনগ্রাদের সেইল ধাক্কা খেলো তার সাথে। মৃদু একটা ঝাঁকি অনুভব করলো রানা। লেনিনগ্রাদ স্থির হয়ে গেল।

'বিউটিফুলি ডান,' ডাইভিং অফিসারের প্রশংসা করলেন কমাণ্ডার। 'এবার বরফের গায়ে একটু চাপ দিয়ে দেখা যাক।'

যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে স্টার্ট নিল পাম্প। ট্যাংক থেকে পানি বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে হালকা হতে শুরু করলো জাহাজ, একটানা বাড়তেই থাকলো পজিটিভ বয়্যান্সি। কিন্তু বরফের সিলিং যেমন ছিল তেমনি থাকলো। অপেক্ষার মুহূর্তগুলো দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে, পাম্প করে বের করে দেয়া হলো আরও পানি, তবু অবস্থা আগের মতোই, কিছুই ঘটছে না।

নিচু গলায় লেফটেন্যান্টকে বললো রানা, 'মেইন ব্যালাস্ট খালি

করছো না কেন? কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কয়েকশো টন পজিটিভ বয়্যান্সি পেতে পারো। বরফের সিলিংটা চল্লিশ ইঞ্চি পুরু হলেও নির্দিষ্ট একটা পয়েন্টে চাপ লাগলে না ভেঙে পারে না।'

'সেই সাথে লেনিনগ্রাদও ভাঙবে,' গম্ভীর সুরে বললো লেফটে-ন্যান্ট। হঠাৎ করে ওই পরিমাণ বয়্যান্সি পেলে সোডাওয়াটারের বোতল থেকে ছিপি যেমন ছিটকে বেরিয়ে যায়, সেই রকম লাফ দিয়ে বরফ ভেদ করে শূন্যে উঠে যাবো আমরা। প্রেশার হাল হয়তো বা ধাক্কাটা সামলে নেবে, আমি ঠিক জানি না—কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই রাডার একেবারে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।'

শান্তভাবে ডাইভিং স্ট্যাণ্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন কমাণ্ডার, নিঃশব্দে চেক করলেন ডায়ালগুলো। এরপর কি করবেন তিনি, আন্দাজ করতে পারলো না রানা। তবে উনি যে সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন, ইতিমধ্যে সেটা পরিষ্কার বুঝেছে ও।

'যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়,' ডাইভিং অফিসারকে বললেন। 'পিছনে এত চাপ নিয়ে এখন যদি উঠে যাই, এটা আর ডুবোজাহাজ থাকবে না, উড়োজাহাজ হয়ে যাবে। আমরা যা আন্দাজ করেছি, তারচেয়ে অনেক বেশি পুরু এই বরফ। একটানা চাপ দিয়ে দেখা হয়েছে, কাজ হয়নি। বোঝাই যাচ্ছে, তীক্ষ্ণ একটা গুঁতো মারলেই হাসিল হবে কাজ। পানি ভরে আশি ফিট বা কাছাকাছি নামিয়ে আনো। ব্যালাস্ট ট্যাংকে হুস করে খানিকটা বাতাস ভরো, তারপর ষাঁড়ের মতো একটা গুঁতো দাও। কপালের লিখন কি বলে দেখা যাক।'

দু'শো চল্লিশ টন ওজনের এয়ার-কণ্ডিশনিং ইউনিট যে-ই বসিয়ে থাকুক লেনিনগ্রাদে, মনে মনে তার গুষ্টি উদ্ধার করেছে রানা। অনেক-ক্ষণ হয়ে গেল, সেটা আর কাজ করছে না। এক আধটু বাতাস যাও

বা আছে, সাংঘাতিক গরম লাগছে তার স্পর্শ। একে একে সবার মুখে তাকালো ও, বুঝলো, বাতাসের অভাবে কমবেশি সবাই ভুগছে। শুধু কমাণ্ডার লিউ রাইকভ বাদে। তাঁর শরীরে শুধু ঘাম শুকানোর মেশিনই নয়, সম্ভবত একটা অক্সিজেন সিলিণ্ডারও আছে। আচ্ছা, বরফের গায়ে গুঁতো মারার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় তাঁর কি মনে ছিল, লেনিনগ্রাদ তৈরি করতে মার্কিন ডলারের হিসেবে খরচ পড়েছে একশো বিশ মিলিয়ন ডলার, মানে, দু'শো চল্লিশ কোটি টাকা?

লেফটেন্যাণ্ট রুস্তভের চোখ দু'টো কুঁচকে ছোট হয়ে গেছে, তার চেহারায় উদ্বেগের আর কোনো চিহ্ন নেই। দাঁত দিয়ে নখ খুঁটছে গ্যাকো. চোখাচোখি হবার ভয়ে কারও দিকে তাকাচ্ছে না সে। কমাণ্ডার থামার পর নিস্তব্ধতা জমাট বেঁধে আছে কন্ট্রোল রুমে।

সবার দৃষ্টি টিভি স্ক্রীনের ওপর স্থির হয়ে আছে। সেইল আর বরফের মাঝখানে একটা ফাঁক তৈরি হলো। পতনের গতি সামাল দেবার জন্যে চালু করা হলো পাম্প। বরফের ওপর ফ্লাডলাইটের আলো প্রথম দিকে উজ্জ্বল দেখালেও, লেনিনগ্রাদ যত নিচে নামতে লাগলো টিভির পর্দায় ম্লান হয়ে এল আলোটা, কিন্তু আকারে বাড়তে লাগলো। কয়েক সেকেণ্ড পর স্থির হয়ে গেল সাবমেরিন।

'হ্যাঁ, এখুনি,' কমাণ্ডার বললেন। 'আবার স্রোতের মধ্যে পড়ার আগেই।'

প্রচণ্ড চাপের মুখে হিস হিস আওয়াজ করে কমপ্রেসড এয়ার ঢুকতে শুরু করলো ব্যালাস্ট ট্যাংকে। অলস ভঙ্গিতে ওপর দিকে উঠতে শুরু করলো লেনিনগ্রাদ, বরফের ওপর ছোট আর উজ্জ্বল হয়ে উঠছে আলোটা।

'মোর এয়ার,' নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

প্রতি মুহূর্তে ওপরে ওঠার গতি বাড়ছে লেনিনগ্রাদের। সেইল আর বরফের মাঝখানে ফাঁকটা দ্রুত ছোট হয়ে আসছে। পনেরো ফিট, দশ ফিট।

এক হাত দিয়ে প্লটিং টেবিলের কিনারা অপর হাত দিয়ে ওভার-হেড গ্র্যাব বার ধরলো রানা। স্ক্রীনে দেখা গেল, ওদের দিকে ধেয়ে আসছে বরফ। হঠাৎ করে ছবিটা কাঁপতে আর নাচতে শুরু করলো, তীব্র এক ঝাঁকি খেলো লেনিনগ্রাদ। আরও কিছু আলো নিভে গেল। কাঁপা একটা প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়লো সাবমেরিনের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত। ছবিটা আবার ফুটলো স্ক্রীনে, বরফের নিচে এখনও ইতস্তত করছে সেইল। পরমুহূর্তে থরথর করে কেঁপে উঠে একদিকে হেলে পড়লো লেনিনগ্রাদ। পায়ের তলায় ডেকের চাপ অনুভব করলো ওরা। টিভি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সেইল, তার জায়গায় দেখা গেল অস্বচ্ছ সাদাটে একটা ভাব।

'ফরটি ফিট! ফরটি ফিট!' রুদ্ধশ্বাসে ঘোষণা করলো ডাইভিং অফিসার। মাপটা ধরা হয় কীল লেভেল থেকে, কীল আর সেইলের ডগা পর্যন্ত মোট ষাট ফিট। তারমানে বরফ ভেদ করে উঠে এসেছে লেনিনগ্রাদ।

সংকটের সময় কেউ তেমন অস্থির হয়নি, কাজেই বিপদ কেটে যেতেও কারও চেহারায় উল্লেখ করার মতো স্বস্তির ভাব ফুটলো না। মৃদু কণ্ঠে কমাণ্ডার বললেন, 'ঝামেলা গন!'

পকেট থেকে রুমাল বের করলো রানা, মুখের ঘাম মুছে কমাণ্ডারকে জিজ্ঞেস করলো, 'এই রকম কি প্রায়ই ঘটে?'

'আরে না!' সহাস্যে বললেন তিনি। ফিরলেন ডাইভিং অফিসারের দিকে। 'একবার যখন উঠতে পেরেছি, লক্ষ্য রাখতে হবে আবার যেন

তলিয়ে না যাই।'

পরবর্তী কয়েক সেকেণ্ড ট্যাংকে আরও কমপ্রেসড এয়ার ভরা হলো। তারপর ডাইভিং অফিসার জানালো, 'তলিয়ে যাবার আর কোনো ভয় নেই, ক্যাপটেন।'

'আপ্ পেরিস্কোপ।'

লম্বা, চকচকে সিলভার টিউব মৃদু যান্ত্রিক গুঞ্জন তুলে উঠে এল খোপ থেকে। আই পীসে চোখ রাখলেন ক্যাপ্টেন। তিন সেকেণ্ড পর সিধে হলেন আবার। 'ডাউন পেরিস্কোপ।' রানার দিকে ফিরলেন। 'বাতাসের ছোঁয়া পেতে না পেতে লেন্সের পানি জমে বরফ হয়ে গেছে। কিছুই দেখলাম না।' ডাইভিং অফিসারের দিকে ফিরলেন।' চল্লিশ ফিটে স্থির তো?'

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন।'

'গুড।' কোয়ার্টারমাস্টারের দিকে ফিরলেন তিনি। গায়ে একটা অয়েল স্কিন চড়াচ্ছে সে। 'তাজা একটু বাতাস চলবে নাকি, লুতিকভ?'

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন।' কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে বললো কোয়ার্টারমাস্টার। 'তবে, একটু বোধহয় সবুর করতে হবে।'

'না বোধহয়,' বললেন কমাণ্ডার। 'তুমি ভাবছো, ব্রিজ আর হ্যাচ-ওয়ে গুঁড়ো বরফের গাদায় আটকে গেছে?' এদিক ওদিক মাথা নাড়-লেন তিনি। 'বরফ এত মোটা ছিল, তাতে বড় বড় ফাটল ধরাই স্বাভাবিক, সেগুলো জায়গা না পেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেছে ব্রিজ থেকে।'

একটা হ্যাচ খোলা হলো, হঠাৎ বাতাসের চাপ কমে যাওয়ায় কানে ভোঁ ভোঁ একটা আওয়াজ পেল রানা। দূর থেকে ভেসে এল আরেকটা হ্যাচ খোলার আওয়াজ। ভয়েস টিউব থেকে বেরিয়ে এল কোয়ার্টারমাস্টার লুতিকভের গলা, 'অল ক্লিয়ার আপ টপ।'

'অ্যান্টেনা তোলো,' নির্দেশ দিলেন কমাণ্ডার। রুস্তভের দিকে ফিরলেন। 'ইউরি, ট্র্যান্সমিট শুরু করতে বলো। আঙুল অসাড় না হওয়া পর্যন্ত থামতে নিষেধ করে দেবে। এখান থেকে কোথাও নড়বো না আমরা, যতক্ষণ ড্রিফট স্টেশন নভেলির সাড়া না পাই।'

'এখনও কেউ যদি ওখানে বেঁচে থাকে,' বললো রানা।

'হ্যাঁ, তা বটে।' কিন্তু রানার দিকে তিনি তাকাতে পারলেন না।

পাঁচ

লেনিনগ্রাদের ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে রানা। আড়চোখে গ্যাকোর দিকে তাকালো একবার। সে-ও কাঁপছে, কিন্তু তার দাঁত দু'পাটি পরস্পরের সাথে বাড়ি খাচ্ছে কিনা বুঝতে পারলো না। ওর নিজের দাঁত খট খট আওয়াজ করছে, গ্যাকোর দাঁত বাড়ি খেলেও শব্দটা শুনতে পাচ্ছে না।

এই যে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট পাচ্ছে ওরা, এর জন্যে এককভাবে রানাই সম্পূর্ণ দায়ী। ড্রিফ্‌ট স্টেশন নভেলির ওয়েভ লেংথ বরাবর ট্র্যান্সমিশন চালু হবার পর আধ ঘণ্টা কেটে গেল, তবু যখন কোনো সাড়া-শব্দ মিললো না, কমাণ্ডারকে ডেকে একটা সাজেশন দিল রানা। বললো, নভেলি হয়তো আমাদের কল শুনতে পাবে, কিন্তু পাওয়ার কম হয়ে যাওয়ায় উত্তর পাঠাতে পারবে না। তবে, ওরা যে আমাদের কল শুনতে পেয়েছে সেটা জানাবার জন্যে বিকল্প একটা

ব্যবস্থা নিতে পারে। ড্রিফ্‌ট স্টেশনগুলো সাধারণত রকেট, রেডিও সনডেস (Sondes) এবং রকুনস (Rockoons) রাখে। দলের একজন হয়তো হারিয়ে গেল, এই সময় দেখা গেল রেডিও কমিউনিকেশন কাজ করছে না, তখন রকেট ছুঁড়ে হারানো লোকটাকে ক্যাম্পের দিক নির্দেশ দেয়া হয়। সনডেস হলো রেডিও সহ বেলুন, আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য যোগাড় করার জন্যে আকাশের দিকে বিশ মাইল পর্যন্ত উঠতে পারে। আর রকুনস আসলে রেডিও রকেট, বেলুন থেকে ছোঁড়া হয়, সনডেসের চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে পারে। এই রকম চাঁদের আলোয় ওই বেলুন একটা যদি ছাড়া হয়, কম করেও বিশ মাইল দূর থেকে দেখতে পাওয়া যাবে। তার ওপর বেলুনের সাথে যদি ফ্লেয়ার থাকে, এর দ্বিগুণ দূরত্ব থেকেও দেখতে পাওয়া যাবে। রানার কথায় যুক্তি আছে টের পেয়ে প্রথম দফায় ব্রিজ থেকে নজর রাখার জন্যে কে রাজি আছে জিজ্ঞেস করলেন কমাণ্ডার। নিজের নাম প্রস্তাব করে রানা, এছাড়া কোনো উপায় ছিল না। ওকে সঙ্গ বা পাহারা দেবার জন্যে নিজে থেকেই রাজি হয় গ্যাকো।

পোলার আইস ক্যাপ—এ যেন অদ্ভুত অচেনা এক আলাদা জগত। নিরেট শক্ত বরফের রাজ্যে কোনো কিছুরই নির্দিষ্ট কোনো আকার বা আকৃতি নেই। নিঃস্ব, শূন্য, নিষ্প্রাণ আর জনমানবহীন। গা ছম ছম করতে লাগলো রানার। আকাশে মেঘ নেই, কিন্তু তারাও নেই। এর কারণ কি বুঝতে পারলো না ও। দক্ষিণ দিগন্তরেখার খুব কাছে ঘোলাটে, কুয়াশা ঢাকা চাঁদ কালো পোলার আইস ক্যাপের ওপর তার রহস্যময় আলো ফেলেছে। বরফের ওপর চাঁদের আলো লক্ষ-কোটি মোমবাতির মতো ঝলমল করার কথা, কিন্তু তা করছে না। আকাশের এত নিচে চাঁদ, তার আলো বরফের এবড়োখেবড়ো শরীর আর ছোট

বড় ঢিবিতে লেগে লম্বা আকৃতির ছায়া ফেলেছে। হাজার হাজার তুষার ঝড়ের অত্যাচারে কর্কশ, অনুজ্জ্বল হয়ে আছে বরফের গা, আলো প্রতিফলনের ক্ষমতা কবেই হারিয়ে ফেলেছে।

বরফের গা কামড়ে একটা তুষার ঝড় বইছে। বরফের কুচিগুলো সাংঘাতিক ছুঁচালো, ইস্পাতের তৈরি ক্ষুদে বর্শার মতো। ঝড়ের প্রকোপ হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে উঠলে ব্রিজে ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানেও হামলা চালাচ্ছে তুষার কণা আর বরফের কুচি। তখন লেনিনগ্রাদের ব্রিজ ছাড়া বাকি অংশ দেখতে পাওয়া যায় না। সমতল নিরেট বরফের লেভেল থেকে বিশ ফিট ওপরে রয়েছে ওরা। ব্রিজ থার্মোমিটারে ফ্রস্টের হিসেব পাওয়া গেল:—২১° এফ.—৫৩°।

রক্ত চলাচল চালু রাখার জন্যে ডেকের ওপর পা ঠুকছে ওরা, মুঠো করা হাত দিয়ে ঘুসি চালাচ্ছে যে যার বুকে। ক্যানভাস উইণ্ড-ব্রেকের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু তুষার ঝড়ের আকস্মিক হামলা বা প্রচণ্ড শীত, কোনোটা থেকেই রেহাই পাচ্ছে না। গগলস পরিষ্কার রাখার জন্যে হু'চার সেকেণ্ড পর পর আঙুল দিয়ে ডলতে হচ্ছে কাঁচ। দিগন্তরেখার প্রতিটি অংশে নজর বুলাচ্ছে ওরা। এই নিঃস্ব, বৈরী বরফের রাজ্যে কোথাও না কোথাও একদল লোক মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে, ওদের মুহূর্তের অমনোযোগিতা বা গগলস ঝাপসা হয়ে থাকার মতো সামান্য একটা কারণে এ-যাত্রা তাদের বেঁচে যাবার শেষ আশা চিরতরে নিভে যেতে পারে।

চোখের পলক ফেলতেও ভয় করছে রানার, যদি কিছু দেখার সুযোগ হারায়। শেষ পর্যন্ত ব্যথা শুরু হলো চোখে। ঝাপসা হয়ে এল দৃষ্টি। পালা করে নজর রাখার নির্দিষ্ট আধ ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেল। কিছুই দেখতে পায়নি ওরা। ব্রিজে ওঠার সময় কোনো কথা

হয়নি গ্যাকোর সাথে, দু'জনের আরেক দলকে দায়িত্ব দিয়ে কন্ট্রোল রূমে নেমে আসার সময়ও তার সাথে কোনো কথা হলো না।

রেডিও রূমের বাইরে কমাণ্ডার রাইকভের সাথে দেখা হলো রানার, একটা ক্যানভাস টুলে বসে আছেন। অতিরিক্ত কাপড়-চোপড়, ফেস কভারিং আর গগলস খুলে স্টুয়ার্ড তথা চীফ কুকের সহকারী সাসকিনের হাত থেকে গরম এক মগ কফি নিল রানা। রক্ত চলাচল শুরু হওয়ায় হাত আর পায়ে ব্যথা শুরু হলো, কিন্তু চেহারায় তার কোনো ছাপ ফুটতে দিল না ও।

'আরে, আপনার কপালে রক্ত কেন? কাটলো কিভাবে?' চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইলেন রাইকভ।

'কিছু না, উড়ন্ত বরফ কুচির শত্রুতা,' ঠাট্টার সুরে বললেও, খুব ক্লান্ত আর হতাশ দেখালো রানাকে। 'ক্যাপ্টেন, ট্র্যান্সমিট করতে গিয়ে আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি। নভেলির লোকদের যদি মাথা গোঁজারই ঠাঁই না থাকে, কিভাবে আমরা ওদের সিগন্যাল পাবো বলে আশা করতে পারি? খাবার আর আশ্রয় ছাড়া ঘণ্টা কয়েকের বেশি কারও পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় ওখানে। আমি আর গ্যাকো মাত্র আধ ঘণ্টা ছিলাম, মরতে মরতে ফিরে এসেছি।'

'কি জানি!' চিন্তিত দেখালো কমাণ্ডারকে। 'অ্যামুণ্ডসেনের কথা ভাবুন, ভাবুন স্কট আর পেয়ারীর কথা। তারা সেই একেবারে পোল পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিল।'

'সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ ছিল তারা, ক্যাপ্টেন। আর তা না হলে, সূর্য ওদের ওপর রোদ ঢেলেছিল। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বলে, ওখানে আধ ঘণ্টা থাকা মানেই জীবনের ওপর ঝুঁকি নেয়া।'

কয়েক সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন রাইকভ, চেহারায় কোনো ভাব নেই। 'আপনি বলছেন, ওদের কোনো আশা নেই ?'

'যদি আশ্রয় হারিয়ে থাকে, প্রাণও হারিয়েছে।'

'কিন্তু আপনি আমাকে বলেছেন,' মৃদু কণ্ঠে স্মরণ করিয়ে দিলেন কমাণ্ডার, 'ট্র্যান্সমিটারে পাওয়ার সাপ্লাই দেয়ার জন্যে ওদের কাছে নাইফ সেলের একটা ইমার্জেন্সী পাওয়ার প্যাক আছে। এই ব্যাটারী নাকি যে-কোনো আবহাওয়ায় অনেকদিন পর্যন্ত ভাল থাকতে পারে। দিন কয়েক আগে ওরা যখন ওদের প্রথম এস. ও. এস. পাঠালো, নিশ্চয়ই এই ব্যাটারীই ব্যবহার করেছে। সেটা তো তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবার কথা নয়।'

কমাণ্ডার যা বলতে চান তা এতোই পরিষ্কার যে রানার আর উত্তর দেয়ার প্রয়োজন করে না। ব্যাটারী শেষ হয়নি, শেষ হয়ে গেছে মানুষ।

'আমি আপনার সাথে একমত,' শান্তভাবে বলে চললেন ক্যাপ্টেন। 'অযথা সময় নষ্ট করছি। তল্পি-তল্পা গুটিয়ে আমাদের হয়তো ফিরে যাওয়াই উচিত। ওরা সাড়া না দিলে ওদেরকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।'

রানার দু'হাতের ভেতর গরম মগটা লাফালাফি করছে। চুমুক দেবার সময় ঠোঁট পুড়ে গেল ওর। দ্রুত মাথা নাড়লো ও। বললো, 'একটু ভুল হলো। ওরা সাড়া না দিলেও ওদেরকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব।'

কমাণ্ডারের ভুরু কুঁচকে উঠলো। 'কিভাবে ?'

'নভেলির ওদেরকে আমরা যদি রেডিওর সাহায্যে জাগাতে না পারি, এই এলাকার চারদিকে বিশ মাইল পর্যন্ত পায়ে হেঁটে তল্লাশী

চালাবার মানসিক প্রস্তুতি আমার আছে।'

'কি! কি বললেন?' শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল কমাণ্ডারের। এমন চোখে তাকালেন, রানাকে যেন তিনি এই প্রথম দেখছেন। 'নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন আপনি!'

কমাণ্ডারের হতভম্ব ভাবটাকে গ্রাহ্য না করে আবার বললো রানা, 'তবু যদি ওদেরকে না পাই, আরেকটা পলিনাইয়া ধরে আরেক এলাকায় উঠবো আমরা, আবার তল্লাশী চালাবো। ওদের খোঁজ পাবার জন্যে দরকার হলে গোটা শীতকালটা এখানে থেকে যেতে পারি আমি।'

কয়েক সেকেণ্ড কমাণ্ডারের মুখে কোনো কথা যোগালো না। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'তা সম্ভব নয়, ডাঃ রানা। এই মধ্য শীতে আমার লোকদের আমি পোলার আইস ক্যাপে তল্লাশি চালাতে পাঠাবো, তাও পায়ে হেঁটে...' এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন তিনি,'... উঁহুঁ। ক্রুদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'আপনাকে কেউ তা খেলতে বলছেও না, কমাণ্ডার রাইকভ,' গম্ভীর সুরে বললো রানা।

'হোয়াট? তারমানে আপনি একা যাবেন?' চোখে রাজ্যের অবিশ্বাস নিয়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কমাণ্ডার। 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললো রানা, 'মস্কো থেকে আমার সম্পর্কে আপনাকে কি বলা হয়েছে, মনে আছে তো, কমাণ্ডার? লেনিনগ্রাদ আর ক্রুদের নিরাপত্তা বিপন্ন না করে সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা দিতে হবে আমাকে, তাই না? লেনিনগ্রাদ এখানে আছে, তাতে তার বা ক্রুদের নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে, এ-কথা আপনি বলতে পারেন না। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত লেনিনগ্রাদ এখানে থাকুক।

আরও সাহায্য দরকার আমার…'

'কিন্তু এর আমি কোনো মানে খুঁজে পাচ্ছি না।' ডেকের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন কমাণ্ডার, হঠাৎ মুখ তুলে রানার চোখে তাকালেন। 'এই আপনি বলছেন, ওদের কোনো আশা নেই, তারপরই আবার বলছেন, ওদেরকে খুঁজে বের করার জন্যে গোটা শীতকালটা এখানে কাটিয়ে দিতে পারেন।' হঠাৎ থমকে গিয়ে কি যেন ভাবলেন তিনি, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, এরা তো সোভিয়েত ইউনি-য়নের লোক, আপনার স্বদেশী কেউ নয়, ভাই-বেরাদার হওয়া তো দূরের কথা। এদের ব্যাপারে এত কেন মাথা ব্যথা আপনার? নিজের জীবন বিপন্ন করতে চাইছেন, কারণ বা স্বার্থটা কি?'

ওখানে আমার একজন বন্ধু আছে, যে একবার আমার প্রাণ বাঁচি-য়েছিল, যাকে সাহায্যের কোনো সুযোগ ছাড়তে রাজি নই আমি—কিন্তু হাস্যকর আর অবিশ্বাস্য শোনাবে বলেই হোক, কিংবা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনা করেই হোক কথাগুলো বললো না রানা। 'কাজ হাতে নিয়ে সেটা অর্ধেক সেরে অর্ধেক ফেলে রাখা আমার নীতি নয়। স্বীকার করছি, এ-ব্যাপারে সোভিয়েত নেভীর নীতি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই।'

ঠাণ্ডা চোখে দীর্ঘ পনেরো সেকেণ্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কমাণ্ডার রাইকভ। তারপর ধীরে ধীরে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো তাঁর ঠোঁটে। 'সোভিয়েত নেভী এত সহজে অপমান বোধ করে না, ডাঃ রানা। আমার পরামর্শ, সময় থাকতে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিন। সত্যিই যদি নর্থ পোলের দিকে হাঁটা দিতে চান, এই ঘুমটা আপনার কাজে লাগবে।'

'আর আপনি? আপনি তো সারা রাত বিছানার ধারেও ঘেঁষেননি।'

‘আমি বরং আরেকটু অপেক্ষা করি,’ ইঙ্গিতে রেডিও রুমটা দেখালেন তিনি। ‘ইন কেস যদি কোনো সিগন্যাল আসে।’

‘কি পাঠাচ্ছে ওরা? স্রেফ কল সাইন?’

‘সেই সাথে পজিশন আর রকেটের অনুরোধ। সাড়া পাওয়া গেলে সাথে সাথে জানাবো আপনাকে। গুড নাইট, ডাঃ রানা। না, ভুল হলো। গুড মর্ণিং।’

সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠে গরম পানি দিয়ে গোসল সারলো রানা। অফিসার্স ওয়ার্ডরুমে ঢুকে দেখলো ডেক অফিসার আর ব্রিজ ওয়াচার লেফটেন্যান্টকে বাদ দিয়ে লেনিনগ্রাদের সব ক’জন অফিসার ব্রেকফাস্ট টেবিলে উপস্থিত। নিস্তেজ, নিরানন্দ একটা পরিবেশ, সবাই কেমন যেন মনমরা। কেউ কেউ এইমাত্র নিজের কেবিন থেকে বেরিয়ে এল, চোখে এখনও ঘুম লেগে রয়েছে। কেউ কেবিনের দিকে হাঁটা দিল, পড়ে পড়ে ঘুম দেবে। তেমন কোনো কথা হচ্ছে না, দায়সারা গোছের হুঁ, হাঁ দিয়ে কাজ সারছে সবাই। খাবারের ব্যাপারেও তেমন আগ্রহ নেই কারও। ভোজন রসিক ডাঃ রুডেনকোকেও ম্রিয়মান লাগলো, চেহারা দেখে মনে হলো, কোনো কিছুতেই আজ তার রুচি নেই। নভেলির সাড়া পাওয়া গেছে কিনা জিজ্ঞেস করার দরকার হলো না। বোঝাই যায়। রিস্টওয়াচ দেখলো রানা। পাঁচ ঘন্টার ওপর হলো একটানা ট্র্যান্সমিট করা হচ্ছে। কেউ কাউকে স্মরণ করিয়ে দিল না, কিন্তু সবাই উপলব্ধি করতে পারছে, শেষ এস. ও. এস. পাঠাবার পর এই যে এতগুলো ঘন্টা পেরিয়ে গেছে, এরপর আর ওদের বেঁচে থাকার কোনো আশা নেই।

ওয়ার্ডরুমের নিস্তব্ধ পরিবেশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠলো। একে একে

কেটে পড়তে শুরু করলো সবাই। প্রথমে বেরিয়ে গেল ডাঃ রুডেনকো, যাবার সময় বিড়বিড় করে বলে গেল, সিক বে-তে একজন রুগী আছে। তার পিছু পিছু গেল লেফটেন্যান্ট বুলিন, টর্পেডো অফিসার। যাবার আগে কমাণ্ডারের সাথে কিছু কথা বললো সে। গত দু'দিন থেকে তার লোকজন দিনে বারো ঘন্টা করে খাটছে, কিন্তু টর্পেডোগুলোয় এখনও কোনো ত্রুটি খুঁজে পায়নি তারা। আরেকজন অফিসার লেফটেন্যান্ট রুস্তভকে ছুটি দেয়ার জন্যে বেরিয়ে গেল, রুস্তভ ব্রিজ থেকে চারদিকে নজর রাখতে গেছে। শুতে যাবার নাম করে বেরিয়ে গেল আরও তিন-জন আফিসার। ব্রেকফাস্ট টেবিলে থাকলো মাত্র তিনজন—কমাণ্ডার রাইকভ, রানা আর ওসিপভ। সারাটা রাত জেগে আছেন কমাণ্ডার, কিন্তু লক্ষ্য করলো রানা, তাঁর চোখ লাল হয়নি, চেহারায় ঘুম বা ক্লান্তির কোনো ছাপও নেই।

স্টুয়ার্ড সাসকিন নতুন করে এক পট কফি নিয়ে এসে কাপে ঢালছে, এই সময় সবাইকে চমকে দিয়ে ঝড়ের গতিতে ওয়ার্ডরুমে ঢুকলো কোয়ার্টার মাস্টার। দরজাটা ভাঙলো না, তার কারণ অস্বাভাবিক মজবুত সেটা।

'ওদেরকে আমরা পেয়েছি!' চিৎকার জুড়ে দিল সে। 'ওরা সাড়া দিয়েছে!' হঠাৎ বুঝলো, এভাবে চিৎকার করাটা উচিত হচ্ছে না। টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো সে। প্রচণ্ড উত্তেজনা চেপে রাখার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। এরপর গলা একেবারে খাদে নামিয়ে ফিসফিস করে বললো সে, 'ড্রিফট স্টেশন নভেলির সাথে রেডিও যোগাযোগ হয়েছে, ক্যাপ্টেন!'

রেডিও রুমে সবার আগে ঢুকলেন কমাণ্ডার রাইকভ, কিন্তু তার কারণ প্রতিযোগিতার শুরুতে রানা আর ওসিপভের চেয়ে এক পা

এগিয়ে ছিলেন তিনি। দু'জন অপারেটর তাদের ট্র্যান্সমিটারের ওপর ঝুঁকে রয়েছে, কানে এয়ারফোন। একজনের কপাল ট্র্যান্সমিটার ছুঁই ছুঁই করছে, আরেকজন গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনার ভঙ্গিতে এক-দিকে কাত করে আছে মাথা। প্রথম জন মেসেজ প্যাডে কি যেন লিখছে লক্ষ্য করে তার কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল ওরা।

'ডি. এস. এম.,' বারবার এই তিনটে অক্ষর লিখছে অপারেটর। ডি. এস. এম.—ড্রিফট স্টেশন নভেলির আনসারিং কল সাইন, জানে রানা। চোখের কোণ দিয়ে কমাণ্ডারকে দেখতে পেয়ে প্যাডের ওপর কলম চালানো বন্ধ করলো অপারেটর।

'সিগন্যাল পাওয়া গেছে, ক্যাপ্টেন—কোনো সন্দেহ নেই। অত্যন্ত দুর্বল আর ছাড়াছাড়া, কিন্তু...'

'সিগন্যালের কথা বাদ দাও!' ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে অনুমতি পায়নি, তবু ধমকের সুরে কথা বললো ওসিপভ। চেষ্টা করেও গলার উত্তেজিত ভাবটুকু গোপন করে রাখতে ব্যর্থ হলো সে। 'বিয়ারিং পেয়েছো কিনা সেটাই আসল কথা। পেয়েছো?'

দ্বিতীয় অপারেটর ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো। এতক্ষণে তাকে চিনতে পারলো রানা। পিনিন। বিস্ময় এবং তিরস্কার ভরা দৃষ্টিতে ওসিপভের দিকে দু'সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকলো সে, তারপর বললো, 'নিশ্চয়, লেফটেন্যান্ট। ওদের বিয়ারিং পেয়েছি আমরা। সবচেয়ে আগে ওই কাজটাই সেরেছি। ও ফরটি-ফাইভ, এক আধ চুল এদিক ওদিক হতে পারে। বলাই বাহুল্য, ওটা উত্তর-পুব দিকে।'

'ধন্যবাদ, পিনিন,' শুকনো, ঠাণ্ডা গলায় বললেন কমাণ্ডার। 'ও ফরটি-ফাইভ উত্তর-পুব দিকেই—নেভিগেটিং অফিসার বা আমার তা জানা আছে। পজিশন?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সহকর্মীর দিকে ফিরলো পিনিন। লোকটার মাথায় মস্ত একটা টাক, চকচক করছে। 'কিছু জানা গেল, মিশকিন ?'

'কিচ্ছু না।' ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালো মিশকিন। 'বিশ-পঁচিশ বার পজিশন জানতে চাইলাম, কিছুই বলে না। বারবার শুধু নিজের কল সাইন পাঠাচ্ছে। আমার মনে হয়, আমাদের সিগন্যাল শুনতে পাচ্ছে না সে। আমরা যে শুনছি, তাই হয়তো জানে না। এমনও হতে পারে, রিসিভ করার জন্যে এরিয়্যাল সুইচ অন করেনি।'

'তা সম্ভব নয়,' ক্যাপ্টেন বললেন।

'এই লোকের বেলা সম্ভব,' জোর দিয়ে বললো পিনিন। 'প্রথম দিকে আমরা ভেবেছিলাম সিগন্যালটাই দুর্বল। তারপর মনে হলো, সম্ভবত অপারেটরই দুর্বল বা অসুস্থ। তাও নয়। আসলে অপারেটর লোকটা একেবারে আনাড়ী।'

'বুঝলে কিভাবে ?'

'বোঝা যায়। ধরুন...' হঠাৎ থেমে গেল পিনিন, শক্ত হয়ে উঠলো তার পেশী, হাত উঠিয়ে মিশকিনের কনুই ছুঁলো সে।

ওপর-নিচে মাথা দোলালো মিশকিন। বললো, 'পেয়েছি। লোকটা বলছে, "পজিশন জানা নেই"।'

সাথে সাথে কেউ কিছু বললো না। লোকটা নভেলির পজিশন দিতে পারেনি, সেটা এই মুহূর্তে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হলো না। ঘুরে দাঁড়িয়ে রেডিওরুম থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ওসিপভ। কয়েক সেকেণ্ড পর তার গলা শোনা গেল। ব্রিজ টেলিফোনে দ্রুত কথা বলছে সে।

কমাণ্ডার রাইকভ ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন রানার দিকে। 'বেলুনের কথা বলছিলেন। নভেলিতে থাকার কথা। ওগুলো মুক্ত বেলুন, নাকি

বন্দী ?'

'দু'রকমই।'

'বন্দীগুলো কাজ করে কিভাবে ?'

'লক খুলে দিলে উইঞ্চ ঘুরতে থাকে, নাইলন কর্ড নিয়ে উঠে যায় বেলুন। কর্ডের গায়ে একশো আর হাজার ফিটের মাপ লেখা আছে।'

'ওদেরকে পাঁচ হাজার ফিট পর্যন্ত একটা বন্দী বেলুন ছাড়তে বলবো আমরা। সাথে ফ্লেয়ার থাকবে। ওরা যদি ত্রিশ বা চল্লিশ মাইলের ভেতর কোথাও থেকে থাকে, সেটা আমাদের দেখতে পাবার কথা·· কি ব্যাপার, মিশকিন ?'

'আবার সিগন্যাল পাঠাচ্ছে। খুব ভাঙা ভাঙা, অনেক কিছুই শোনা যাচ্ছে না। "দোহাই লাগে, তাড়াতাড়ি করো"। দু'বার শোনা গেল – "দোহাই লাগে, তাড়াতাড়ি করো"।'

'এটা পাঠাও,' বললেন রাইকভ। বেলুন ছাড়ার অনুরোধ জানিয়ে ছোট্ট একটা মেসেজ তৈরি করে দিলেন তিনি। 'একেবারে আস্তে-ধীরে পাঠাতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ট্র্যান্সমিট করতে শুরু করলো মিশকিন।

ছুটে রেডিওরুমে ফিরে এল ওসিপভ। 'চাঁদ ডোবেনি,' দ্রুত কণ্ঠে বললো সে। 'দিগন্তরেখার ওপর দু'এক ডিগ্রী এখনও আছে। একটা সেক্সট্যান্ট নিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছি আমি, মুন-সাইট নেবো। ওদেরকেও তাই নিতে বলুন। তাতে করে অক্ষাংশের ব্যবধানটুকু জানতে পারবো আমরা। যদি বুঝি আমাদের ও ফরটি-ফাইভে রয়েছে ওরা, তল্লাশীর এলাকা এক মাইলের মধ্যে ছোট হয়ে আসবে।'

'ভাল সাজেশন, চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে,' বললেন ক্যাপটেন। আরেকটা মেসেজ ডিকটেট করলেন তিনি। প্রথমটার পরপরই

সেটা ট্র্যান্সমিট করলো মিশকিন।

এরপর উত্তরের জন্যে অধীর উত্তেজনায় অপেক্ষা। এক দুই করে দশ মিনিট কেটে গেল। একে একে সবার দিকে তাকালো রানা। বিষণ্ণ, ম্লান এবং অন্যমনস্ক দেখালো সবাইকে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, প্রত্যেকে এরা লেনিনগ্রাদের রেডিওরূমে থাকলেও সবার মন পড়ে রয়েছে ড্রিফট আইস স্টেশন নভেলিতে।

অবশেষে আবার প্যাডের ওপর জ্যান্ত হয়ে উঠলো মিশকিনের হাত। কিন্তু তা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। এবারও তার গলার সুরে কোনোরকম উত্তেজনা বা ভাবাবেগের রেশ থাকলো না, কিন্তু কেমন যেন কাঁপা শোনালো। বললো, '…"সব বেলুন পুড়ে গেছে। চাঁদ নেই"।'

'চাঁদ নেই!' শব্দ দু'টো ওসিপভের মুখে হাহাকারের মতো শোনালো, 'তারমানে নিশ্চয়ই ওদের আকাশে খুব মেঘ করেছে। কিংবা তুমুল ঝড়…'

'না,' বললো রানা। 'এখানকার স্থানীয় আবহাওয়ায় ওরকম আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যায় না। পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইলের ভেতর সবখানে একই রকম আবহাওয়া থাকবে। ওদের আকাশ থেকে চাঁদ ডুবে গেছে। শেষবার ওরা নিজেদের যে পজিশন জানিয়েছিল সেটা ছিল আন্দাজ করা, বড় রকমের ভুল ছিল তাতে। আমরা যা ভেবেছিলাম তারচেয়ে কম করেও একশো মাইল উত্তর-পুব দিকে রয়েছে ওরা।'

মিশকিনকে নির্দেশ দিলেন রাইকভ, 'রকেট আছে কিনা জিজ্ঞেস করো।'

'লাভ?' এদিক-ওদিক মাথা নাড়লো রানা। 'ওরা যেখানে আছে বলে ধারণা করছি সেখান থেকে রকেট ছোঁড়া হলে আমাদের দিগন্ত-

রেখার ওপর উঠবে না সেটা। আর যদি ওঠেও, আমরা দেখতে পাবো না।'

'তবু, আশা করতে দোষ কি?'

'যোগাযোগ হারিয়ে ফেলছি, ক্যাপ্টেন,' জানালো মিশকিন। 'খাবার সম্পর্কে কি যেন বলছিল, কিন্তু শোনা গেল না।'

'জিজ্ঞেস করো এমন কোনো রকেট আছে কিনা যেটা এখুনি ছুঁড়তে পারবে? কুইক!'

পরপর চারবার মেসেজটা পাঠালো মিশকিন। তারপর একটা জবাব পেল। '..."হু'মিনিট"। হয় লোকটা সাংঘাতিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে নয়তো তার ব্যাটারীর অবস্থা শেষ। এইটুকুই—"হু'মিনিট"।'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে রেডিওরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। পিছু নিল রানা। কোট আর বায়নোকুলার নিয়ে ব্রিজে উঠে এল ওরা। সাথে সাথে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো ওরা। দেখতে দেখতে তুষার কণায় সাদা হয়ে গেল কাপড়-চোপড়। কাঁপা হাতে জাইরো-রিপিটার কম্পাসের ক্যাপ খুললেন রাইকভ, ও ফরটি-ফাইভ-এর লাইন দেখে নিয়ে ওয়াচার লোক হু'জনকে কোথায় আর কি দেখতে হবে জানিয়ে দিলেন।

এক মিনিট পেরিয়ে গেল। হু'মিনিট। পাঁচ মিনিট। বরফ কুচি-ভরা অন্ধকারে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্যথা করতে শুরু করলো রানার চোখ। মুখের খোলা অংশ সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেছে। বুঝলো, বায়নোকুলার নামাবার সময় ওটার সাথে খানিকটা চামড়াও উঠে আসবে।

ক্রিং ক্রিং ফোন বেজে উঠলো। বায়নোকুলার নামালেন রাইকভ,

চামড়া-ওঠা লালচে দু'টো বৃত্ত দেখা গেল তাঁর চোখের চারপাশে। জানতে পেরেছেন বলে মনে হলো না—ব্যথা শুরু হবে আরও পরে। রিসিভার তুলে কিছু শুনলেন, চেহারা দেখে মনের ভাব টের পাওয়া গেল না। রিসিভার রেখে ফিরলেন রানার দিকে। রেডিওরূমে চলুন, ডাঃ রানা।' ওয়াচারদের দিকে তাকালেন। 'তোমরাও। রকেট ছোঁড়ার পর তিন মিনিট পেরিয়ে গেছে।'

বিষণ্ণ মনে নিচে নেমে এল ওরা। একটা গ্লাস গজে নিজের চেহারা দেখে গম্ভীরভাবে মাথা দোলালেন রাইকভ। 'মাথা গোঁজার ঠাঁই ওদের না থেকেই পারে না। কিছু ঘর টিকে গেছে। তা না হলে অনেক আগেই মারা যেত ওরা।' রেডিওরূমে ঢুকলেন তিনি। 'যোগাযোগ আছে?'

'এই আছে, এই নেই,' বললো পিনিন। 'আশ্চর্য ব্যাপার, ক্যাপ্টেন। এ ধরনের দুর্বল যোগাযোগ একবার কেটে গেলে তা আর জোড়া লাগে না, একেবারে হারিয়ে যায়। কিন্তু এ লোকটা বারবার ফিরে আসছে।'

'হয়তো ব্যাটারী নেই-ই আর,' বললো রানা। 'হয়তো শুধু একটা হ্যাণ্ড-অপারেটিং জেনেরেটর আছে, তাও এক একবারে দু'পাঁচ সেকেণ্ডের বেশি চালাবার শক্তি নেই তার।'

'হতে পারে,' বললো পিনিন। 'মিশকিন, শেষ মেসেজটা বলো ক্যাপ্টেনকে।'

'বললো, "ক্যানট লেট মেনি টুরস্"। কিছুই বুঝলাম না। আমার মনে হয় আসলে মেসেজটা এই রকম হবে—"ক্যানট লাস্ট মেনি আওয়ার্স"। এছাড়া আর কি হতে পারে বুঝতে পারছি না।'

রানার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন রাইকভ। মিশকিনকে বললেন, 'প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে, কল

সাইন পাঠাতে বলো ওদেরকে। বলো, খুব বেশি হলে ছয় ঘন্টার মধ্যে আবার আমরা যোগাযোগ করবো, চার ঘন্টার মধ্যেও করতে পারি। 'বেয়ারিং, পিনিন। কতটুকু নিখুঁত ছিল ওটা?'

'সম্পূর্ণ, ক্যাপ্টেন। বারবার চেক করে দেখেছি। ফরটি-ফাইভ।'

রানাকে নিয়ে রেডিওরুম থেকে কন্ট্রোল সেন্টারে বেরিয়ে এলেন কমাণ্ডার। পিছনে ওসিপভ।

'ড্রিফট স্টেশন নভেলি চাঁদ দেখতে পাচ্ছে না। ডাঃ রানার কথা মতো আবহাওয়ার অবস্থা সবখানে যদি প্রায় সমান হয়, ওদের চাঁদ দেখতে না পাবার কারণ হলো, ওদের আকাশ থেকে সেটা ডুবে গেছে। আমাদের চাঁদ কতটা ওপরে সেটা জানি, ওদের বেয়ারিংও জানা আছে —তাহলে নভেলির মিনিমাম দুরত্ব কতটুকু, ওসিপভ?'

'ডাঃ রানা যা বললেন, একশো মাইল,' দ্রুত হিসেব কষে বললো ওসিপভ। 'কমপক্ষে।'

'এই জায়গা ছেড়ে ও ফরটি বরাবর একটা কোর্স ধরবো আমরা। একশো মাইল এগিয়ে আরেকটা পলিনাইয়া পাবার চেষ্টা করবো। এক-জিকিউটিভ অফিসারকে ডেকে ডাইভ দেবার জন্যে তৈরি হতে বলো।' রানার দিকে ফিরে হাসলেন ক্যাপটেন। 'ক্রস-বেয়ারিং নেবার সুযোগ পাবো আমরা। তার সাথে নিখুঁতভাবে হিসেব করা একটা বেস লাইন থাকলে, তল্লাশীর এলাকা একশো গজের মধ্যে ছোট হয়ে আসবে।'

'বরফের নিচে একশো মাইল মাপবেন কিভাবে?' জানতে চাইলো রানা। 'মানে, মাপটা কতটুকু নিখুঁত হবে?'

'কাজটা ইনার্শিয়াল-নেভিগেশন কমপিউটরের। তার হিসেব কতটুকু নিখুঁত, বললে বিশ্বাস করবেন না। রাশিয়ার উপকূল থেকে ডাইভ দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান উপকূলের যেখানে মাথা তুলতে চাই তার

পাঁচশো গজের মধ্যে পৌঁছুতে পারি। মাত্র একশো মাইল পেরোবার বেলায় খুব বেশি হলে বিশ গজ এদিক-ওদিক হতে পারে।'

রেডিও এরিয়্যাল নামিয়ে ফেলা হলো, বন্ধ করে দেয়া হলো হ্যাচ-গুলো, পলিনাইয়ার মাথা থেকে নিচে নেমে এসে ও ফরটি কোর্সে রওনা হতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগলো না লেনিনগ্রাদের। ডাইভিং স্ট্যাণ্ডে বসে সিগারেট ফুঁকছে হেলমসম্যান দু'জন, কিচ্ছু করছে না। অটোমেটিক ইন্টারলকের সাথে ইনার্শিয়াল-নেভিগেশন সিস্টেম জাহাজের স্টিয়ারিং কন্ট্রোলস পরিচালনা করছে। এই প্রথম জাহাজের এ-মাথা থেকে সে-মাথা পর্যন্ত ভারি একটা কাঁপুনি অনুভব করা গেল। মেসেজে বলা হয়েছে—"ক্যানট লাস্ট মেনি আওয়ার্স"। ফুল স্পীডে ছুটছে লেনিনগ্রাদ।

সারাটা সকাল কন্ট্রোলরুম ছেড়ে বেরুলো না রানা। ডাঃ রুডেনকোর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে বেশিরভাগ সময়টা কাটালো ও। সিক-বে-তে মিনিট দশেক কাটিয়ে আইস মেশিনের সীটে এসে বসেছে রুডেনকো। নভেলিতে যে বা যারা এখনও টিকে আছে তাদের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে এই আইস মেশিনের ওপর। নভেলির পজিশনে ক্রস-বেয়ারিং নিতে হলে একটা পলিনাইয়া ধরে ওপরে উঠতে হবে ওদেরকে। পলিনাইয়া না পেলে ক্রস বেয়ারিং পাওয়া সম্ভব নয়। ক্রস বেয়ারিং না পেলে নভেলিকে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। একটা প্রশ্ন বার বার ঘুরেফিরে এল রানার মনে। আগুনের হামলা থেকে ক'জন বেঁচে গেছে ওরা ? মেসেজ পাঠাবার ধরন দেখে মনে হয়, দু'একজনের বেশি বাঁচেনি।

আশি মাইলের মধ্যে মাত্র দু'বার কালো সরু রেখা দেখা গেল স্টাইলাসে। এর মানে, মাথার ওপর পাতলা বরফ। প্রথম পলিনাইয়া

আকারে এতোই ছোট, সেটায় ছোট একটা ডিঙি নৌকাও গলবে না। দ্বিতীয়টা আরও ছোট।

দুপুরের খানিক পর। স্পীড কমিয়ে আনতে বললেন রাইকভ। কাঁপুনিটা থেমে গেল। রুডেনকোকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রকম মনে হচ্ছে?'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়লো রুডেনকো। 'ভাল নয়। সবখানে ভারি বরফ।'

'দরকারের সময় একটা পলিনাইয়া আমাদের কোলে এসে পড়বে, এতটা আমরা আশা করতে পারি না,' রাইকভ বললেন। 'প্রায় পৌঁছে গেছি আমরা। গ্রিড (Grid) সার্চ পদ্ধতি অনুসরণ করবো। পুবে পাঁচ মাইল, পশ্চিমে পাঁচ মাইল, উত্তর দিকে প্রতিবার সিকি মাইল করে বেশি।'

শুরু হলো সার্চ। এক ঘন্টা কাটলো। দু'ঘন্টা। তিন ঘন্টা। ওসিপভ এবং তার সহকারী প্লটিং টেবিল থেকে মুহূর্তের জন্যেও মুখ তোলেনি, সাগরের তলায় ক্রিস-ক্রস সার্চ শুরু করার পর লেনিনগ্রাদের প্রতিটি নড়াচড়া অত্যন্ত যত্ন এবং নিষ্ঠার সাথে ট্রেস করছে ওরা। বিকেল চারটে। সাধারণ আলাপচারিতা, কন্ট্রোল রুমের বিভিন্ন গ্রুপের মাঝখান থেকে উঠে আসা গুঞ্জন, কখন থেকে কে জানে, সম্পূর্ণ থেমে গেছে। রুডেনকোর 'ভারি বরফ, এখনও ভারি বরফ,' একঘেয়ে আর নিস্তেজ হয়ে এসেছে।

পাঁচটা। কেউ আর কারও দিকে তাকাচ্ছে না। কন্ট্রোল রুমের ভেতর জমাট বেঁধে গেছে নিস্তব্ধতা। ভারি বরফ, এখনও ভারি বরফ। সদাহাস্যময় ক্যাপ্টেন রাইকভ। অনেকক্ষণ হলো তিনিও হাসতে ভুলে গেছেন। কল্পনার চোখে একজন লোককে দেখতে পাচ্ছে রানা, এই একজন লোকই বেঁচে আছে ড্রিফ্‌ট স্টেশন নভেলিতে।

হাড়গিলে চেহারা হয়েছে লোকটার, সারামুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ফ্রস্ট-বাইটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে চেহারা। কোটরের ভেতর ঢুকে যাওয়া চোখ ক্লান্তিতে বুজে আসতে চাইছে। পেটে কিছু পড়েনি, পেট আর পিঠ এক হয়ে এসেছে। শেষ দু'এক আউন্স শক্তি যা আছে তাই দিয়ে জেনারেটরের হাতল ঘোরাবার চেষ্টা করছে, তারপর নিষ্প্রাণ আঙুল দিয়ে ট্র্যান্সমিটারের চাবি টিপে কল সাইন পাঠাচ্ছে—তুষার ঝড়ের একটানা হাহাকার ধ্বনির মধ্যে সাহায্য নিয়ে কেউ এল কিনা শোনার জন্যে মাথা নিচু করে আছে সে।

কিংবা, কে জানে, কল সাইন পাঠাবার মতো কেউ হয়তো আর নেই ওখানে। ড্রিফ্‌ট স্টেশন নভেলিতে কাজ করার জন্যে সাধারণ লোকজনকে পাঠানো হয়নি, কিন্তু এমন একটা সময় আসে যখন কিনা সবচেয়ে দুঃসাহসী, কঠিন প্রাণ, সব কিছু সইতে পারে এমন লোকও সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুকে মেনে নেবার জন্যে শুয়ে পড়ে। কে জানে, নভেলির এই লোকটাও হয়তো তাই করেছে। ভারি বরফ, এখনও ভারি বরফ।

সাড়ে পাঁচটা। শান্ত পায়ে হেঁটে এসে রানার পাশে দাঁড়ালেন রাইকভ। রুডেনকোর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিয়ে জানতে চাইলেন, 'কতটা পুরু বরফ—গড়ে?'

'বারো থেকে পনেরো ফিট,' বললো রুডেনকো। তার গলার সুর ক্লান্ত, নিস্তেজ। 'পনেরোর কাছাকাছি।'

একটা ফোনের রিসিভার তুললেন কমাণ্ডার। 'লেফটেন্যান্ট বুলিন? আমি এখানে ক্যাপ্টেন। টর্পেডো নিয়ে কাজ করছিলে তোমরা, ওগুলো রেডি আছে?...চারটে? গুড। স্ট্যাণ্ড বাই টু লোড। আর ত্রিশ মিনিট সার্চ করা হবে, তারপর তোমার ওপর ছেড়ে দেয়া হবে

ব্যাপারটা।...হ্যাঁ, তাই। বরফের গায়ে আমরা একটা গর্ত তৈরির চেষ্টা করবো।' রিসিভার রেখে দিলেন তিনি।

'পনেরো ফিট পুরু বরফ, চাট্টিখানি কথা নয়,' আপনমনে বিড়বিড় করে উঠলো লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালো। 'টর্পেডো ছুঁড়ে গর্ত করা সম্ভব বলে মনে করছেন আপনি?'

'জানি না,' একটু অধৈর্যের সাথে বললেন রাইকভ। 'চেষ্টা করে না দেখা পর্যন্ত বুঝবো কিভাবে?'

'এর আগে কেউ চেষ্টা করেনি?' জানতে চাইলো রানা।

'না। অন্তত সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর কেউ করেনি। মার্কিনীদের কথা বলতে পারি না। ওরাও বোধহয় করেনি।'

'আণ্ডারওয়াটার শক-ওয়েভ লেনিনগ্রাদের ক্ষতি করবে না?'

'জাহাজ থেকে হাজার ফিট দূরে চলে যাবার পর রিমোট-কন্ট্রোলের সাহায্যে ওয়র-হেডের বিস্ফোরণ ঘটাবো আমরা। এমনিতেও ওটা রওনা হয়ে আটশো ফিট না যাওয়া পর্যন্ত সেফটি ডিভাইসের তালা খোলে না, ওই তালা খোলার পরই ওয়র-হেডটাকে সশস্ত্র বলা যায়। বিস্ফোরণের সময় সেদিকেই মুখ করে থাকবে আমাদের বো। তাছাড়া, লেনিনগ্রাদের খোল এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, হাজার হাজার টন চাপ সহ্য করতে পারবে সে। শক-ওয়েভের ধাক্কা যা লাগবে সেটা নগণ্য।'

'খুব ভারি বরফ,' থমথমে শোনালো ডাঃ রুডেনকোর গলা। 'ত্রিশ ফিট, চল্লিশ ফিট, পঞ্চাশ ফিট। খুব, খুব ভারি বরফ।'

'পঞ্চাশ ফিট!' হতাশ সুরে বললো রানা। 'বরফের নিচের স্তরে খুব বেশি হলে একটু চিড় ধরাতে পারবে আপনার টর্পেডো।'

'এরচেয়ে পাতলা বরফের একটা বড় এলাকা বেছে নেবো আমরা,

তারপর হাজার ফিট পিছিয়ে এসে টর্পেডো ছাড়বো…'

'পাতলা বরফ!' চিৎকার নয়, ফিসফিসে শোনালো ডাঃ রুডেনকোর কণ্ঠস্বর। 'পাতলা বরফ! না-না-না! ক্লিয়ার ওয়াটার! পরিষ্কার, স্বচ্ছ পানি! কি সুন্দর পরিষ্কার! পরিষ্কার পানি!'

সেই মুহূর্তে রানার মনে হলো, হয় আইস মেশিন নয়তো ডাঃ রুডেনকোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু ডাইভিং প্যানেলে যে অফিসার বসে রয়েছে তার মনে এ-ধরনের কোনো সন্দেহ দেখা দেয়নি। পোর্টের দিকে এত দ্রুত ঘুরতে শুরু করলো লেনিনগ্রাদ, খপ্ করে হ্যাণ্ডরেইল ধরে ফেলে কোনোরকমে পতনটা ঠেকালো রানা। সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে ফেলে আসা পথ ধরে এগোলো লেনিনগ্রাদ, ইঞ্জিনের আওয়াজ কমে এল, শ্লথ হয়ে এল গতি। ডাঃ রুডেনকোর নির্দেশিত স্পটে ফিরে এল ওরা। স্থির হয়ে গেল লেনিনগ্রাদ।

'রুডেনকো?' সাড়া চাইলেন রাইকভ।

'পরিষ্কার, পরিষ্কার পানি,' সাথে সাথে রিপোর্ট করলো রুডেনকো। 'বেশ সরু, কিন্তু আমাদেরকে ঠাঁই দেবার জন্যে যথেষ্ট চওড়া।'

'একশো পঞ্চাশ ফিট,' রাইকভ বললেন।

চালু হয়ে গেল পাম্প। ধীরে সুস্থে ওপর দিকে উঠতে শুরু করলো লেনিনগ্রাদ। ট্যাংকে অল্প কিছু পানি ফিরে এল। স্থির হয়ে ভেসে থাকলো সাবমেরিন।

'আপ পেরিস্কোপ,' নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

মৃদু হিস হিস শব্দ করে উঠে এল পেরিস্কোপ। আই-পীসে চোখ রেখে তিন সেকেণ্ড কিছু দেখলেন রাইকভ, তারপর সিধে হয়ে রানার দিকে ফিরলেন। 'সুন্দর দৃশ্য, দেখুন।'

দেখলো রানা। দু'দিকেই নিরেট, নিকষ কালো আঁধার, সেই

ছ'পাটি আঁধারের মাঝখানে কলাপাতা রঙের একটা করে ডোরা। পোলার প্যাকে একটা খোলা মুখ।

তিন মিনিট পর আর্কটিক মহাসাগরের ওপর ভেসে উঠলো ওরা। নর্থ পোল মাত্র আড়াইশো মাইল দূরে।

ছয়

লেনিনগ্রাদের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে বরফের ঢিবি, এক একটা প্রায় পঞ্চাশ ফিট উঁচু, সেইলের মাথা ছাড়িয়ে উঠে গেছে আরও বিশ ফিট। এত কাছে, যেন হাত বাড়ালেই কাছের ঢিবিটাকে ছোঁয়া যাবে। ঢিবি-গুলো এবড়োখেবড়ো, কিনারা ভাঙা, সারি সারি সাজানো রয়েছে পশ্চিম দিকে অনেক দূর পর্যন্ত। আরও দূরে ফ্লাড লাইটের আলো পৌঁছুলো না, ওদিকটা শুধুই অন্ধকার।

পুব দিকে একেবারে কিছুই দেখলো না ওরা। খালি চোখে ওদিকে পাঁচ সাত সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকার মানে হবে চিরকালের জন্যে অন্ধ হয়ে যাওয়া। পগলসের সামনে থেকে মুহূর্তের জন্যে হাত সরালে সে-টার গায়ে কাটাকুটির দাগ পড়ে যাচ্ছে। লেনিনগ্রাদের এক পাশের আড়াল থেকে একবার উঁকি দিল রানা, মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে। মাথা নিচু করে, হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাখলো ও। কি দেখলো ঠিক বুঝলো না। কালো পানি? নাকি অন্ধকারে বিস্তৃত বরফ?

তীব্র ঝড়ের একনাগাড় হাহাকারে কান পাতা দায়। ব্রিজ অ্যানি-মমিটারে ঝড়ের গতি ঘন্টায় বাট মাইল। এর আগের তুষার ঝড়ের সাথে এই প্রলয়-নৃত্যের কোনো তুলনাই হয় না। ওদের সামনে এটা যেন একটা বরফ কুচির দেয়াল, সেই আকাশ পর্যন্ত ঠেকে আছে, দেয়া-লের গা থেকে তীরবেগে ছুটে আসছে ডগায় ছুরির ধারালো পাত সহ বরফের বর্শা। হাতে কাঁচ বা হার্ডবোর্ড থাকলে ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দকে চাপা দিয়ে অনবরত কানে বাজছে বরফ ভাঙার আওয়াজ। মাইলের পর মাইল নিরেট, শক্ত বরফের গায়ে চিড় ধরছে—সে এক ভয়ানক গম্ভীর আর ভারি দ্রিম দ্রিম গর্জন, শুনতে শুনতে বুকের রক্ত পানি হয়ে আসে। ক'মাইল, কত শত মাইল দূরে শত-সহস্র কোটি টন বরফ বিস্ফোরিত হচ্ছে, আন্দাজ করার সাধ্য নেই কারও।

'দু'জনেই কি পাগল হয়ে গেলাম? আসুন, পালিয়ে বাঁচি।' রানার কানের কাছে মুখ সরিয়ে নিয়ে এসে চিৎকার করতে হলো ক্যাপ্টেন রাইকভকে, তবু কোনোরকমে শুনতে পেল রানা।

কন্ট্রোল রুমে নেমে এসে ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল ওদের। পারকা হুড, স্কার্ফ আর গগলস খুলে ফেললো ওরা। রানার দিকে তাকিয়ে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লেন রাইকভ। 'অথচ লোকে বলে আর্কটিক নাকি "হোয়াইট সাইলেন্স"। এর আগেও তো আর্কটিকে এসেছি, কিন্তু এমন ভুলকালাম কাণ্ড আর দেখিনি। হ্যাঁ, ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে যায়, ঝড়ও থাকে, কিন্তু বরফের ওপর একটু হাঁটাহাঁটি করতে পারিনি এমন ঘটনা কখনও ঘটেনি। ক্যাপটেন স্কট কেন যে মারা গিয়েছিলেন, এখন বুঝতে পারছি।'

'হ্যাঁ, অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়,' মন্তব্য করলো রানা, তারপরই

জানতে চাইলো, 'আমরা এখানে কতটুকু নিরাপদ, ক্যাপটেন ?'

কাঁধ ঝাঁকালেন রাইকভ। 'বলা কঠিন। বাতাস আমাদেরকে পলিনাইয়ার পশ্চিম দেয়ালের গায়ে সাঁটিয়ে রেখেছে, আর স্টারবোর্ডের দিকে হয়তো পঞ্চাশ গজের মতো খোলা পানি রয়েছে। আপাতত আমরা নিরাপদ, এটুকু বলা বোধহয় ভুল হবে না। কিন্তু আপনিও তো দেখলেন, আইস প্যাক জ্যান্ত হয়ে উঠেছে, নড়াচড়া করছে—তার এই আড়মোড়া ভাঙা, এর চেয়ে বিপজ্জনক আর কি হতে পারে ? আমরা যে গর্তের মুখে ভেসে রয়েছি, এর বয়স এক ঘণ্টাও নয়। প্রশ্ন হলো, বয়স যাই হোক, এর আয়ু কতটুকু ?'

'কতটুকু ?'

'কেউ জানে না। পোলার আইস প্যাকের মন-মর্জির ওপর নির্ভর করে। চাপ পড়লে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এই গর্ত ক্রমশ ছোট হতে হতে একেবারে ভরাট হয়ে যেতে পারে। যতোই কিনা মজবুত করে তৈরি হয়ে থাকুক লেনিনগ্রাদের খোল, দশ লক্ষ টন বরফ যদি এর গায়ে হেলান দেয়, কতক্ষণ তা সইতে পারবে ?'

'হুঁ।'

'ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে কিছুই হয়তো ঘটবে না, আবার হয়তো দু'চার মিনিটের মধ্যে এখান থেকে চলে যেতে হতে পারে আমাদের। যাই ঘটুক, পুব পাঁচিল স্টারবোর্ডের দশ ফিটের মধ্যে চলে এসেছে দেখলেই গর্তের নিচে নেমে যাবো আমরা। বরফের চাপ লাগলে একটা জাহাজের কি অবস্থা হতে পারে সেটা নিশ্চয়ই আপনি বোঝেন।'

'বুঝি। চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে যায়। বরফের সাথে বছর কয়েক দুনিয়ার চাঁদিতে ঘুরে বেড়ায়, তারপর একদিন ছাড়া পেয়ে আর্কটিক মহাসাগরের অতলতলে তলিয়ে যায়, সোজা দু'মাইল নিচে।'

'সেরকম একটা কিছু যদি ঘটেই, কমাণ্ডার রাইকভের পদোন্নতির আশা ধুলোয় লুটাবে!' মুচকি হেসে বললেন রাইকভ। 'আমার মনে হয়...'

'ক্যাপ্টেন!' চিৎকারটা এল রেডিওরুম থেকে। 'ক্যাপ্টেন, প্লিজ!'

রেডিওরুমে ঢুকে ওরা দেখলো, দরজার দিকে অর্ধেক ফিরে চেয়ারে বসে আছে পিনিন, ঠোঁটের দুই কোণ দুই কানের লতি ছুঁই ছুঁই করছে। বাড়ানো বাঁ হাতে এয়ারফোন, সেটা নিয়ে কানে ঠেকালেন রাইকভ। কয়েক সেকেণ্ড শুনলেন তিনি, তারপর মাথা ঝাঁকালেন।

'ডি. এস. এম.' মৃদু কণ্ঠে বললেন। 'ডি. এস. এম., ডাঃ রানা। নভেলির কল সাইন।' পিনিনের দিকে তাকালেন। 'বেয়ারিং পেয়েছো? গুড।' ঘাড় ফেরালেন কোয়ার্টার মাস্টারের দিকে। 'লুতিনভ, নেভিগেটিং অফিসারকে তাড়াতাড়ি আসতে বলো।'

'এবার আমরা ওদের সবাইকে উদ্ধার করতে পারবো, ক্যাপটেন,' এক গাল হাসলো পিনিন। পরমুহূর্তে প্রকাণ্ড মুখ ভারি, গম্ভীর হয়ে উঠলো, 'যাই বলুন, ওরা ওখানে যারা রয়েছে—বাপের ব্যাটা! প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে টিকে আছে!'

'ঠিক বলেছো।' অন্যমনস্ক দেখালো রাইকভকে। চোখ দু'টো আধ-বোঁজা, গভীর মনোযোগ দিয়ে কি যেন শোনার চেষ্টা করছেন।

সাবমেরিনের বাইরে প্রলয়ংকরী তুফানের মাতামাতি চলেছে, বাইরের গায়ে ছুটে এসে গেঁথে যাচ্ছে যেন লক্ষ-কোটি ধারালো বরফ-ছুরি। সেই শব্দই কেড়ে নিয়েছে ক্যাপটেনের মন, বুঝতে পারলো রানা।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো—বাপের ব্যাটা। টু-ওয়ে কনট্যাক্ট রয়েছে এখনও?'

মাথা নাড়লো পিনিন। ঘাড় ফিরিয়ে নিল। মুখে আর হাসিটা ফিরে এল না। রেডিওরুমে ঢুকে ক্যাপটেনের হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল ওসিপভ, সাথে সাথে প্লটিং টেবিলের কাছে ফিরে গেল আবার। তার পিছু পিছু রেডিওরুম থেকে বেরিয়ে এল ওরা। এক দেড় মিনিট পর মুখ তুলে ওদের দিকে তাকালো ওসিপভ, বললো, 'কেউ যদি সান্ধ্য ভ্রমণে বেরুতে চান, এটা একটা সুযোগ।'

'এত কাছে?' জিজ্ঞেস করলেন রাইকভ।

'এতোই কাছে। পাঁচ মাইল পুবে, আধ মাইল কম বা বেশি হতে পারে। ব্লাডহাউণ্ডের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকে চলে এসেছি আমরা, কি বলেন ডাঃ রানা?'

'আসলে ভাগ্য আমাদের সাহায্য করেছে,' মৃদু কণ্ঠে বললেন রাই-কভ। রানার সাথে ফিরে এলেন রেডিওরুমে। 'যোগাযোগ হলো?'

'ওদের আমরা হারিয়ে ফেলেছি, ক্যাপটেন!'

'একেবারে?'

'মিনিট খানেকের জন্যে পেয়েছিলাম, তারপর অস্পষ্ট হতে হতে মিলিয়ে গেল। ডাঃ রানার কথাই বোধহয় ঠিক—হ্যাণ্ড-অপারেটিং জেনারেটর ব্যবহার করছে ওরা।' একটু থেমে, কথাচ্ছলে আবার বললো, 'আমার ছয় বছরের মেয়েটা ওই রকম একটা জেনারেটর চালায় —একটানা পাঁচ মিনিট চালিয়েও একটু হাঁপায় না।'

রানার দিকে তাকালেন রাইকভ, কিন্তু কথা না বলে ঘুরে দাঁড়ালেন। রানা তাঁকে অনুসরণ করে খালি ডাইভিং স্ট্যাণ্ডে চলে এল। ব্রিজে ওঠার খোলা হ্যাচ থেকে তুফান আর বরফ-বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে আসছে, চিৎকার না করলে কারও কথা শোনার উপায় নেই।

'ভাবছি, ঝড়টা থামবে কখন!'

'থামবে, তাই বা ভাবছেন কেন ?' জানতে চাইলো রানা। 'আমার কেবিনে শীতের কাপড়-চোপড়, একটা মেডিকেল কিট, আর ফ্লাস্কে পঞ্চাশ আউন্স মেডিসিন্যাল অ্যালকোহল আছে। ইমার্জেন্সী রেশন ভরা ত্রিশ পাউণ্ডের একটা প্যাকেট দিতে পারেন আমাকে ?'

থতমত খেয়ে গেলেন রাইকভ। 'মানে ?'

গম্ভীর দেখালো রানাকে। 'আপনি জানেন।'

'এই পাগলামির কোনো মানে হয় না, ডাঃ রানা।'

'কি ধরনের পাগলামি, জানতে পারি ?' ফরওয়ার্ড প্যাসেজওয়ের দিক থেকে একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলো লেফটেন্যান্ট রুস্তভ।

'ডাঃ রানা বলছেন, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নভেলির দিকে রওনা হবেন —পায়ে হেঁটে।'

'আবার ওদের সাড়া পাওয়া গেছে ?' রানার ব্যাপারটা আপাততঃ ভুলে গেল রুস্তভ। 'ক্রস-বেয়ারিং ?'

'ওসিপভ বলছে, পাঁচ মাইল।'

'হোয়াট! পাঁচ মাইল! মাত্র পাঁচ মাইল ?' পরমুহূর্তে কেউ যেন একটা বোতাম টিপে দিয়ে তার চেহারা থেকে সমস্ত আনন্দ বিস্ময় আর উত্তেজনার আলো নিভিয়ে দিল। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো সে। ম্লান স্বরে বললো, 'আবহাওয়ার যা অবস্থা, পাঁচ মাইল আর পাঁচশো মাইল একই কথা। এমন কি বুড়ো অ্যামুণ্ডসেনও এই অবস্থায় তাঁবুর বাইরে দশ কদম ঘুরে আসতে রাজি হতেন না।'

'কিন্তু ডাঃ রানার ধারণা, উনি অ্যামুণ্ডসেনের রেকর্ড ভাঙতে পারবেন,' শুকনো, নিরস কণ্ঠে বললেন রাইকভ। 'পায়ে হেঁটে পৌঁছুতে চান ওখানে।'

রানার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কি যেন বিবেচনা করলো

রুস্তভ, তারপর রাইকভের দিকে ফিরলো। 'অবস্থা যদি এতটাই খারাপ হয়ে থাকে, অনুমতি দিন, একে আমরা সেলের ভেতর আটকে রাখি।'

'শেষ পর্যন্ত তাই না করতে হয়।'

মনের ভেতর জমে ওঠা রাগ বিস্ফোরণের মতো রানার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। নাতিদীর্ঘ একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললো ও, 'এখানে আমরা প্রাকৃতিক শোভা দেখতে বা ঠাণ্ডা হাওয়া খেতে আসিনি, ক্যাপটেন রাইকভ। স্টেশন নভেলিতে মানুষজন রয়েছে—এখন হয়তো বেশি নয়, অন্তত একজন রয়েছে। লোকটা অসুস্থ, মারা যাচ্ছে। এই মুহূর্তে তাকে বাঁচাবার জন্যে কি দরকার তা বোঝার জন্যে আপনার ডাক্তার হবার দরকার নেই। এক আউন্স অ্যালকোহল, কিছু খাবার, গরম একটু কফি আর দু'একটা ওষুধ। এই সামান্য ক'টা জিনিস সময় মতো না পৌঁছুলে লোকটা মারা যাবে। আর কিছু না হোক, মানবতার খাতিরে তাকে সাহায্য করা দরকার। সাথে কাউকে যেতে বলছি না আমি, শুধু মস্কোর অর্ডার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতে চাইছি ক্রু এবং লেনিনগ্রাদের নিরাপত্তা বিপন্ন না করে আমাকে সাহায্য করুন। বাধা দেয়ার হুমকি দিচ্ছেন—এই কি আপনাদের সহযোগিতার নমুনা?'

মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলেন রাইকভ। কি ভাবছেন কে জানে।

'রানাকে ঠেকাতেই হবে, ক্যাপটেন!' জরুরী আবেদনের সুরে বললো লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। 'কেউ যদি নিজের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপতে যায়, কিংবা কেউ যদি নিজের গলায় ক্ষুর চালাতে চেষ্টা করে—আপনি তাকে বাধা দিতেন না? রানাও ঠিক তাই করতে চাইছে। স্রেফ পাগলামি—আত্মহত্যা করতে চায়। ঝট্ করে ফিরলো রানার দিকে, রাগী হয়ে উঠেছে চেহারা। 'আমরা থেমে আছি অথচ

সোনার অপারেটর ডিউটি দিচ্ছে—কেন জানো ? বরফ পাঁচিল তফাতে রয়েছে, কিন্তু কাছে সরে আসছে দেখলেই রিপোর্ট করবার জন্যে। লেনিনগ্রাদের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়নি, কিন্তু পাঁচ সেকেণ্ড পর হবে না তাই বা কে বলতে পারে ? তাছাড়া, এই ঝড়ের মধ্যে ব্রিজে উঠে বিশ সেকেণ্ড টেকাই যেখানে সম্ভব নয়, কিভাবে ভাবছো তুমি…?'

মৃদু কণ্ঠে রাইকভ বললেন, 'এইমাত্র ব্রিজ থেকে নেমে এলাম আমরা।'

'তারপরও যেতে চাইছে ও ?' অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো রুস্তভ। 'যা বলেছি—ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে !'

'আরেক কাজ করা যেতে পারে,' রাইকভ বললেন। 'এখান থেকে নিচে নেমে আরও খানিক সামনে গিয়ে আরেকটা পলিনাইয়া খুঁজে নিতে পারি। সেখান থেকে নভেলি এক-আধ মাইল দূরে হলে একটা ব্যবস্থা হয়তো করা যাবে।'

'খড়ের গাদা থেকে আলপিন খুঁজতে চাইছেন আপনি,' বললো রানা। 'এটা পেতে ছয় ঘণ্টা লেগেছে, তার ওপর ভাগ্যটাও ভাল ছিল। আর টর্পেডোর কথা তুলবেন না। গোটা এলাকায় একশো ফিট পুরু বরফ ভাসছে। বরফের ওপর আবার মাথা তুলতে কয়েক দিন লেগে যেতে পারে। কিন্তু আমি গেলে দুই, খুব বেশি হলে তিন ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবো।'

'কিন্তু প্রথম একশো গজ পেরোবার আগেই যে তুমি জমাট বরফ হয়ে গিয়ে মারা যাবে, তার কি ?' প্রশ্ন করলো রুস্তভ। 'ছোট গর্তের ভেতর পড়ে পা ভাঙতে পারো, তার কি ? বরফ কুচি লেগে চোখ দু'টো নষ্ট হয়ে গেলে, তখন ? আর দেখতে না পেয়ে কোনো পলিনাইয়ার ভেতর পড়ে যদি তলিয়ে যাও, তখন কি হবে ? তুমিও জানো,

পানিতে পড়লে ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে নিরেট বরফ হয়ে যাবে শরীর।' একটু দম নিয়ে আবার শুরু করলো সে, 'না হয় ধরে নিলাম, এসব কিছুই ঘটবে না, বহাল তবিয়তেই থাকবে তুমি, কিন্তু অন্ধ অবস্থায় পাঁচ মাইল দূরের একটা নির্দিষ্ট জায়গায় কিভাবে তুমি পৌঁছুবে বুঝিয়ে দাও আমাকে।'

রানা কথা বললো না দেখে আবার শুরু করলো সে, 'মনে রেখো, তোমার মতো জেদী একজন লোকের পক্ষেও আধ-টন ওজনের একটা জাইরো পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আর এই অক্ষাংশে ম্যাগনেটিক কম্পাস কোনো কাজেই আসবে না। আমরা যেখানে রয়েছি সেখান থেকে ম্যাগনেটিক নর্থ পোল যথেষ্ট দক্ষিণে, এবং অনেকটা পশ্চিমে। তবু যদি ছাই কোনো ধরনের বেয়ারিং ওটা থেকে তুমি পেয়েও যাও, অন্ধকার আর এই ঝড়ের মধ্যে ক্যাম্পটা খুঁজে বের করবে কিভাবে? ওটা থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে থাকলেও জানার উপায় নেই কোন্ দিকে কতদূর যেতে হবে তোমাকে। এত সবের পরও তুমি যদি পৌঁছুতে পারো, ফেরার পথটা চিনবে কিভাবে? কাগজের ফিতে ছাড়তে ছাড়তে এগোবে, নাকি পাঁচ মাইল লম্বা সুতো? উঁহুঁ, একে পাগলামি বলা যথেষ্ট নয়—এ স্রেফ গোয়ার্তুমি, নির্বুদ্ধিতা।'

'সব বিশ্বাস করলাম,' বললো রানা। 'পা ভেঙে যেতে পারে। ডুবে যেতে পারি। বরফ হয়ে যেতে পারি। কিন্তু এসব ঝুঁকি আমি নিতে চাই। পথ খুঁজে নিয়ে এখানে পৌঁছানো বা ফিরে আসা—এর জন্যে আশ্চর্য প্রদীপের কোনো দরকার করে না। নভেলির রেডিও বেয়ারিং রয়েছে তোমাদের হাতে, ঠিক কোথায় রয়েছে নভেলি তোমরা তা জানো। যে-কোনো ট্র্যান্সমিটারের রেডিও বেয়ারিং নিতে পারো

তোমরা। আমাকে শুধু সাথে করে একটা রিসিভার ট্র্যান্সমিটার নিয়ে যেতে হবে। তোমাদের সাথে যোগাযোগ থাকবে আমার, তোমরা আমাকে নভেলির বেয়ারিং জানাবে। পানির মতো সহজ।'

'হয়তো তাই,' বললো রুস্তভ। 'কিন্তু অসুবিধে একটাই, ও-ধরনের কোনো রেডিও আমাদের নেই।'

'আমার ব্রীফকেসে আছে,' বললো রানা। 'ওয়াকি-টকি। বিশ মাইল রেঞ্জ।'

'অবাক হবার কিছুই নেই,' বিদ্রূপের সুরে বললো লেফটেন্যান্ট। 'আরও সব নানা ধরনের আশ্চর্য জিনিসের সাথে কেমন করে জানি এসে গেছে ওটা, তাই না, ডাক্তার?'

'ডাঃ রানার সাথে কি আছে না আছে সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয়,' গলার আওয়াজ শুনে বোঝা গেল রুস্তভের নিন্দা করছেন রাইকভ। যদিও প্রথম দিকে তিনি ঠিক এর উল্টো কথাই ভেবেছেন। 'উনি একা যেতে চাইছেন, সেটাই আমাদের মাথাব্যথার কারণ। ডাঃ রানা, আপনার এই উদ্ভট প্রস্তাব আমরা মেনে নিতে পারি না।'

'কেউ আপনাকে মেনে নিতে বলছেও না,' বললো রানা। 'আমার যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে আপনার অনুমতি দরকার করে না। আমি শুধু বলছি, আমার পথ থেকে সরে দাঁড়ান। এবং যা যা লাগে তার একটা প্যাকেট তৈরি করে দিন। যদি না দেন, ওটা ছাড়াই যেতে হবে আমাকে।' কথা শেষ করে সেখানে আর দাঁড়ালো না রানা, নিজের কেবিনে ফিরে এল। ভেতরে ঢুকে প্রথমেই তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। এবার কমবিনেশন মিলিয়ে ব্রীফকেসের তালা খুললো, উঁচু করলো ঢাকনিটা। ভেতরে চার ভাগের তিনভাগ জায়গা দখল করে আছে আর্কটিকে টিকে থাকার উপযোগী গরম কাপড়-চোপড়। কোটি

টাকা দিলেও এর চেয়ে ভাল কাপড় পাওয়া যাবে না কোথাও।

লম্বা একটা আণ্ডারওয়্যার, উলেন শার্ট, করডুরয় ট্রাউজার, তারপর খাঁটি সিল্ক দিয়ে কিনারা মোড়া তে-সেলাই উলের একটা পারকা পরলো ও। বাঁ বগলের একটু সামনে এবং নিচে তেরছা মুখো একটা পকেট আছে পারকায়, ডান দিকের পকেটটা আরেক সাইজের। ব্রীফ-কেস থেকে দ্রুত তিনটে জিনিস বের করলো ও। একটা থ্রি-টু ক্যালি-বারের ওয়ালথার পি. পি. কে ডাবল-অ্যাকশন অটোমেটিক পিস্তল, পারকার বাঁ পকেটে ঢুকে গেল। বাকি ছ'টো ম্যাগাজিন ক্লিপ, ঢুকলো ডান পকেটে।

বাকি কাপড়-চোপড় পরতে বেশি সময় লাগলো না। ঘন করে বোনা ছ'জোড়া উলেন মোজা, ফেল্ট আণ্ডারসু এবং সবশেষে ফার—আউটার পারকা আর ট্রাউজারের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে ক্যারিবো, হুডের জন্যে উলভারিন, বুটের জন্যে সীলস্কিন, আর গ্লাভসের জন্যে রেইন ডিয়ারের চামড়া। গলায় স্নো-মাস্ক আর গগলস ঝুলিয়ে নিল ও, ফার পারকার ভেতরের পকেটে ভরলো ওয়াটারপ্রুফ ফ্ল্যাশলাইট। ওয়াকি-টকি বের করে ব্রীফকেস বন্ধ করে দিল ও। কমবিনেশন সেট করার আর কোনো দরকার ছিল না, তবু সেট করলো—ওর চলে যাবার পর সময় কাটাবার জন্যে একটা কাজ থাকলো ক্যাপটেনের। তালা খুলে কেবিন থেকে বেরুবার আগে রাকস্যাকে মেডিসিন কেস আর ইস্পাতের তৈরি একটা ফ্লাস্ক ভরে নিল ও। ফ্লাস্কে অ্যালকোহল রয়েছে।

কন্ট্রোলরুমে সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাপটেন ও রুস্তভও। ওদের সাথে আরও ছ'জনকে দেখা গেল, গ্যাকো আর পিনিন। রুস্তভ, গ্যাকো আর পিনিন—প্রকাণ্ডদেহী বলতে জাহাজে এই তিন-জনই।

সোজা এগিয়ে এসে ক্যাপ্টেনের সামনে দাঁড়ালো রানা। জানতে চাইলো, 'প্যাকেটটা আমি পাচ্ছি ?'

'এই শেষবার অফিশিয়ালি বলছি—এটা রেকর্ড হয়ে থাকবে—' বললেন রাইকভ, 'আপনি যা করতে চাইছেন তা আত্মহত্যারই নামান্তর। বেঁচে ফিরে আসবেন তার কোনো আশা নেই। এতে আমার বিবেকের সায় নেই।'

'বেশ তো, সাক্ষীদের উপস্থিতিতে কথাগুলো রেকর্ড হয়ে গেল। আমার প্যাকেট ?'

'আমার বিবেকের সায় নেই,' এমনভাবে বলে চললেন রাইকভ, যেন রানার কথা শুনতেই পাননি, 'কারণ, জাহাজে হঠাৎ করে একটা সংকট দেখা দিয়েছে। এই খানিক আগে আমাদের একজন ইলেকট্রনিক টেকনিশিয়ান আইস মেশিনের রুটিন ক্যালিব্রেশন টেস্ট করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছে, ওভারলোড কয়েলটা কাজ করছে না। ইলেকট্রনিক মোটর জ্বলে গেছে। এর কোনো স্পেয়ার নেই। কাজেই, একবার যদি নিচে নামতে বাধ্য হই আমরা, পথ চিনে আবার ওপরে ওঠা সম্ভব হবে না। তারমানে বরফের ওপর যারা থেকে যাবে, তারা শেষ।'

ওকে ঠেকাবার চেষ্টা করছেন ক্যাপটেন. সেজন্যে তাঁকে দোষ দেবার কিছু নেই। কিন্তু ভদ্রলোক ওকে বরং একটু নিরাশই করলেন। এরচেয়ে ভাল কোনো গল্প ফাঁদতে পারলেন না! 'আমার প্যাকেট, কমাণ্ডার। পাবো ওটা ?'

'তবু আপনি যেতে চান ? যা বললাম তা শোনার পরও ?'

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো রানা, 'প্যাকেট ছাড়াই তাহলে যেতে হয় আমাকে।'

'আমার এক্সিকিউটিভ অফিসার টর্পেডোম্যান গ্যাকো আর রেডিওম্যান পিনিন,' গাম্ভীর্যের সাথে বললেন রাইকভ, 'ব্যাপারটা পছন্দ করছে না।'

'কে কি পছন্দ করলো না করলো তাতে আমার কিছু আসে যায় না, ক্যাপটেন।'

'বলছে, এই রকম একটা ঝুঁকি ওরা আপনাকে নিতে দেবে না।'

একজন হলে কথা ছিল, দু'জনকেও হয়তো সামলাতে পারবে রানা, কিন্তু তিন তিনটে দানবের সাথে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। সাথে পিস্তলটা আছে সত্যি, কিন্তু সেটা বের করতে হলে প্রায় বিবস্ত্র হতে হবে ওকে। সে-সুযোগ ওরা তাকে দেবে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। তাছাড়া, পিস্তল বের করতে পারলেই বা কি? মিছে হুমকিতে ভয় পাবার পাত্র রুস্তভ, গ্যাকো বা পিনিন নয়। ওরা ওদের কর্তব্য পালন করছে মাত্র, এই অবস্থায় তো আর গুলি করা সম্ভব নয়!

'এক শর্তে যেতে পারেন আপনি,' বললেন রাইকভ। 'ওরা আপনার সাথে যাবে।'

'স্বেচ্ছা নির্বাসনে,' বললো গ্যাকো। 'আমরা তিনজন।'

ক্যাপটেনকে বললো রানা, 'আমি ওদের চাই না।'

'আত্মত্যাগের কৃতিত্বটুকু একা নিতে চান উনি,' বললো পিনিন। 'এমন স্বার্থপর মানুষ তো আর দেখিনি!' রানার দিকে ফিরলো। 'অন্তর থেকে না হোক, অন্তত মৌখিক একটা ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল আপনার, ডাঃ রানা।'

'আপনি আপনার ক্রুদের নিরাপত্তা বিপন্ন করতে চাইছেন, ক্যাপটেন,' বললো রানা। 'মস্কো থেকে কি নির্দেশ দেয়া হয়েছে মনে নেই?'

'কিন্তু একজন ডাক্তারকে আর্কটিক ঝড়ের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি, এই

কথা জানাজানি হয়ে গেলে সোভিয়েত নৌ-বাহিনী দুনিয়ার কাছে মুখ দেখাবে কিভাবে?'

'সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর মুখ রক্ষার জন্যে আপনার ক্রুরা কি নিজেদের জীবন বিপন্ন করবে? ওদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখেছেন?'

'আমরা স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছি,' বললো পিনিন। 'গ্যাকোর দিকে তাকান, চেহারা দেখে মনে হয় না, বীরোচিত কিছু করার জন্যেই জন্ম হয়েছে ওর?'

'ভেবে দেখেছো, আমরা রওনা হবার পর বরফ যদি কাছে সরে আসে, আর ক্যাপটেন যদি জাহাজ নিয়ে নিচে নেমে যেতে বাধ্য হন—কি হবে তখন?'

'ও-কথা মুখেও আনবেন না!' আঁতকে উঠলো গ্যাকো। 'পিনিন যাই বলুক, আমি আসলে অতটা সাহসী নই!'

হাল ছেড়ে দিল রানা। বুঝলো ওদেরকে ঠেকানো যাবে না। তাছাড়া, গ্যাকোর মতো, নিজেকেও তার অতটা সাহসী মনে হলো না। ওরা সাথে যাবে বুঝতে পেরে মনে মনে স্বস্তি এবং ভরসা পেল ও অনেকখানি।

রাইকভ বললেন, 'তাহলে, ডাঃ মাসুদ রানা?'

কাঁধ ঝাঁকালো রানা। 'ঠিক আছে, যাবে,' বললো ও। 'কিন্তু এর জন্যে পরে কেউ যেন আমাকে দায়ী না করে।'

এতক্ষণে হাসি ফুটলো রাইকভের মুখে।

সাত

প্রথম প্রতিবাদ এল রুস্তভের কাছ থেকে। হাল ছেড়ে দিল বললে ভুল বলা হবে, কেন না হাল ছেড়ে দেয়া কাকে বলে জানা নেই তার। আসলে ওদের চারজনের মধ্যে সে-ই প্রথম সুবুদ্ধির পরিচয় দিল। পিছন থেকে রানার হাত ধরে ফেললো সে, মাথাটা রানার মাথার কাছে সরিয়ে নিয়ে এল, স্নো মাস্ক নামিয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'আর এক পা-ও নয়! এবার থামো!'

পাল্টা আওয়াজ করে বললো রানা, 'ওই পাঁচিলটা, ওখানে গিয়ে!' কথাটা রুস্তভ শুনতে পেল কিনা বোঝা গেল না। দিগন্তরেখা থেকে ছুটে আসা বরফ-ঝড়ের মধ্যে মুহূর্তের জন্যে স্নো মাস্ক খুলেই আবার সেটা দিয়ে ঢেকে নিয়েছে মুখ। তবে রানার কোমর পেঁচিয়ে থাকা রশিটা ছেড়ে দিল সে। পথ দেখিয়ে আবার এগিয়ে চললো রানা।

রুস্তভ, গ্যাকো আর রানা গত আড়াই ঘণ্টা ধরে ওদের একজন পালা করে রশির আগা নিয়ে সামনে থাকছে, বাকি তিনজন পরস্পরের কাছ থেকে পিছিয়ে আছে দশ গজ। সবার পেছনে পিনিন। সামনের লোকটা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো বিপদ দেখা দিলে পিছনের ওরা যেন তার প্রাণ বাঁচাতে পারে। সেই রকম বিপদ এরই মধ্যে দেখা দিয়েছে একবার। চিড় ধরা বরফের ঢালের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছিল রুস্তভ। একে

অন্ধকার, তার ওপর প্রবল ঝড়, চোখের সামনে নিজের হাতও দেখতে পাওয়া যায় না। ঢালের মাথায় উঠলো, তারপর শক্ত বরফ মনে করে যেখানে কনুই রাখতে গেল সেখানে কিছু না থাকায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো সে, কিনারা থেকে ঝপ্ করে পড়ে গেল আট ফিট নিচে। রশিতে টান পড়ায় প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেলো সে, সেই সাথে ঝাঁকি খেলো রানা আর গ্যাকো।

প্রচণ্ড বাতাস এইমাত্র বরফের ছাল উড়িয়ে নিয়ে গেছে, টলমল করছে কালো পানি, তার ওপর দু'মিনিট ঝুলে থাকলো রুস্তভ। রানা আর গ্যাকো রশি টেনে ঢালের ওপর তুলে আনলো তাকে। কেউ কিছু বললো না, কিন্তু বুঝতে কারও বাকি থাকলো না, নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে রুস্তভ। একে সাব-জিরো টেম্পারেচার, তার ওপর বরফ-ঝড়, পানিতে পড়া মাত্র নিশ্চিত মৃত্যু। এই পরিস্থিতিতে পানি থেকে সদ্য তোলা লোকের কাপড়-চোপড় আর কাপড়-চোপড় থাকে না, শক্ত বরফের বর্ম ওয়ে ওঠে। সেই বরফ না ভাঙা যায়, না শরীর থেকে খোলা যায়। অবশ্য, এক নিমেষে প্রায় একশো ডিগ্রী কম টেম্পারেচারের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথেই মারা যায় লোকটা, তখন আর তাকে বরফ মুক্ত করা না করায় কিছু আসে যায় না।

এই ঘটনার পর সাবধান হয়ে গেল ওরা। পাঁচ ফুট লম্বা এক টুকরো রশি কালো পানিতে চুবিয়েই তুলে নিয়ে ধরা হলো বাতাসের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যে লোহার মতো শক্ত রড হয়ে গেল সেটা, অন্ধের যষ্টি হিসেবে কাজেও লাগানো হলো সেটাকে।

কখনও টলতে টলতে এগোলো রানা, কখনও হামাগুড়ি দিল, নিস্তেজ হয়ে আসা বাতাস হঠাৎ এক একবার ফুঁসে উঠলে তাল হারিয়ে পড়ে গেল ঢালের মাথা থেকে একেবারে নিচে। হামাগুড়ি

দিয়ে এগোবার সময় হঠাৎ বুঝলো, বাতাসের আগের সেই তেজ আর নেই, দিগন্তরেখা থেকে ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের মতো বরফ কুচিও ছুটে এসে ওর গায়ে পড়ছে না। বলেছিল বটে ওই পাঁচিলটা, কিন্তু সেটা কোথায় বা কতদূরে না জেনেই বলেছিল। হাতের বরফ-লাঠি নিরেট কিছুর সাথে লাগতেই বুঝলো, সামনে ভাসমান বরফের খাড়া প্রাচীর।

পাঁচিলের আড়ালে চলে এসে গগলস কপালে তুললো রানা। পকেট থেকে ফ্ল্যাশলাইট বের করে জ্বাললো। অন্ধের মতো সামনে হাত বাড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওরা। গগলস কোনো কাজেই আসে-নি, লেনিনগ্রাদ থেকে নামার সাথে সাথে ওদের মাথায় চটের ব্যাগ পরিয়ে দেয়া হয়েছে বললে ভুল বলা হবে না। রুস্তভের দিকে তাকা-লো রানা, তিনজনের মধ্যে সেই সবার আগে রয়েছে। গগলস, স্নো মাস্ক, হুড, কাপড়-চোপড়—পা থেকে মাথা পর্যন্ত তার শরীরের সামনেটা পুরু, নিরেট বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। হাত-পা নড়ছে, তাই এখানে-সেখানে কিছু ফাটল ধরেছে। খট খট, মুড়মুড় আওয়াজ হচ্ছে, পাঁচ ফিট দূর থেকেও শুনতে পেল রানা।

পাঁচিলের আড়ালে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পড়ে থাকলো ওরা। চক-চকে সাদাটে-ধূসর রঙের একটা খরস্রোতা নদী মাথার চার ফিট ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। তুষার-ঝড়। রানার বাঁ দিকে উঠে বসলো গ্যাকো, মাথা নিচু করে বরফ মোড়া ফার দেখালো, তারপর দমাদম ঘুসি দিতে শুরু করলো বুকে।

খপ্ করে তার হাত ধরে ফেললো রানা। 'করো কি।'

'কেন, কি হয়েছে?' স্নো-মাস্কের ভেতর থেকে গ্যাকোর গলা ভোঁতা শোনালো। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়ার শব্দটাও অস্পষ্ট।

'ঝড়টাকে ওই বরফই তো ঠেকিয়ে রেখেছে, ইনসুলেটরের কাজ

করছে। ওটা না থাকলে এতক্ষণে মরে ভূত হয়ে যেতে। কই দেখি হাত আর মুখ দেখাও আমাকে।'

একে একে তিনজনকে পরীক্ষা করলো রানা, ওকে পরীক্ষা করলো রুস্তভ। ভাগ্য ওদের এখনও ভালোই বলতে হয়। ঠাণ্ডায় নীল এবং কাতর হয়ে পড়েছে বটে, কিন্তু ফ্রস্ট বাইট এখনও হামলা চালাতে পারেনি কারও ওপরেই। ওদের ক্লান্ত চেহারা আর ঘন ঘন হাঁপানো দেখে মনে মনে ভয়ই পেল রানা। খেয়েদেয়ে মোটা-তাজা হয়েছে, কিন্তু শারীরিক খাটা-খাটনি কম বলে দম বাড়েনি। পিঠে চল্লিশ পাউণ্ড প্যাকেট নিয়ে এই পরিস্থিতিতে আড়াই ঘণ্টা টিকে গেছে, সেটাই আশ্চর্য। কিন্তু এরপর?

'ফেরার রাস্তাও বন্ধ, তাই না, রানা?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলো লেফটেন্যান্ট। 'এদিকে, এগোবার শক্তিও নেই আমাদের। উপায়?'

'ডাঃ রুডেনকোর লেকচার মন দিয়ে শুনলে আজ আর ঠেকতে না,' বললো রানা। 'ভাল-মন্দ খেয়ে গায়ে শুধু চর্বি জমিয়েছো, একটুতেই কাহিল হয়ে পড়বে না তো কি!'

'একটুতেই, না?' ঝাঁঝের সাথে জানতে চাইলো গ্যাকো। 'আপনার অবস্থা কি, শুনি? কাহিল হয়ে পড়েননি?'

'কাহিল?' অবাক হবার ভান করলো রানা। 'আমি? আমাকে তুমি ননীর পুতুল ভেবেছো নাকি? শুধু রুস্তভ বললো, আর তাছাড়া তোমাদের বেহাল অবস্থা লক্ষ্য করে মনে দয়া হলো বলেই না এখানে থেমেছি আমি। আরও পাঁচ সাত ঘণ্টা একটানা হাঁটতে পারি আমি, একটুও ক্লান্ত হবো না।' ডাহা মিথ্যে কথা। ওর নিজের অবস্থাও ওদের চেয়ে কোনো অংশে ভাল নয়। ক্লান্তির জন্যে ওদেরকে লজ্জা

পাওয়ানোই উদ্দেশ্য ওর, তাতে যদি ওদের ভেতর কিছুটা শক্তি ফিরে আসে।

'এখানে আমরা পনেরো মিনিট জিরিয়ে নেবো, তার বেশি এক সেকেণ্ডও নয়। বেশিক্ষণ হাত-পা গুটিয়ে থাকা মানে বরফ হয়ে যাওয়া।' র‍্যাকস্যাক থেকে মেডিকেল অ্যালকোহল বের করলো ও।

'ওকি ?' এক সেকেণ্ড ইতস্তত করে জানতে চাইলো রুস্তভ। 'শুনেছি লোয়ার টেম্পারেচারে অ্যালকোহল সাংঘাতিক ক্ষতি করে !'

'আমিও শুনেছি। আবার এর উল্টোটাও শুনেছি। এটাই নিয়ম। মানুষের সমস্ত আচরণ সম্পর্কে একদল ডাক্তার যা বলে আরেকদল সেটার ঘোর বিরোধিতা করে। ওদের এসব খেলায় আমাদের না জড়ানোই ভাল। তাছাড়া, এটা ঠিক অ্যালকোহল নয়, ফাইন স্কচ হুইস্কি।'

'সে-কথা আগে বলবে তো !' খুশি হয়ে উঠলো রুস্তভ। 'গ্যাকো আর পিনিনের জন্যে একটু কম করে ঢালো—অভ্যেস নেই কিনা ! কিছু শুনলে, পিনিন ?'

ওয়াকি-টকির এরিয়াল খাড়া করে পারকার হুডের নিচে এয়ারফোন আটকে নিয়েছে পিনিন, মাইক্রোফোনটা দু'হাত দিয়ে ঘিরে নিয়ে কথা বলছে। রেডিও এক্সপার্ট, কাজেই ওয়াকি-টকিটা তার কাছেই থাকা দরকার। সাবমেরিন থেকে রওনা হবার আগেই সেটা তাকে গছিয়ে দিয়েছে রানা। ওটা তার কাছে আছে বলেই একবারও সবার আগে পথ চলতে দেয়া হয়নি তাকে। পানির সংস্পর্শে এলে ওই রেডিও শেষ, সেই সাথে ওদের সমস্ত আশা-ভরসারও ইতি—কারণ ওটা ছাড়া ওরা যে শুধু ড্রিফ্‌ট স্টেশন নভেলিকে খুঁজে পাবে না তাই নয়, পথ চিনে লেনিনগ্রাদে ফিরে যাবারও আর কোনো উপায় থাকবে না। আকার এবং আকৃতিতে পিনিন মাঝারি সাইজের একটা গরিলা, নিজেকে রক্ষা

করার সামর্থ্য তার ভালোই আছে, কিন্তু তবু সবাই তার সাথে এমন আচরণ করে এসেছে, সে যেন মোম দিয়ে তৈরি সবার আদরের পুতুলটি।

'কঠিন ব্যাপার, লেফটেন্যান্ট,' বললো পিনিন। 'রেডিও ঠিকই আছে, কিন্তু এই বরফ-ঝড় ডিসটার্ব করছে—না, এক সেকেণ্ড!'

মাইক্রোফোনের ওপর মাথা নামালো পিনিন, ঝড়ের আওয়াজ থেকে আড়াল করতে চাইছে সেটাকে। 'পিনিন বলছি পিনিন।... হ্যাঁ, থেমে আছি আমরা, কিন্তু ডাক্তার রানা বলছেন, আমরা পারবো। লাইনে থাকুন, তাঁকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিই।' মুখ তুলে রানার দিকে তাকালো সে, 'কতদূর এসেছি জানতে চাইছে ওরা।'

'চার মাইল,' আন্দাজ করলো রানা। 'সাড়ে তিন বা সাড়ে চারও হতে পারে।'

মাইক্রোফোনে আবার কথা বললো পিনিন, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো রানা আর রুস্তভের দিকে, ওরা দু'জন মাথা নাড়াতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল সে। বললো, 'নেভিগেটিং অফিসার বললো, যেখানে থাকার কথা তার চেয়ে নাকি চার-পাঁচ ডিগ্রী উত্তরে সরে এসেছি আমরা। আবার এগোবার সময় দক্ষিণ দিকে সরে না গেলে কয়েকশো গজ দূর থেকে পাশ কাটিয়ে যাবো নর্ভোলিকে।'

লেনিনগ্রাদের কাছ থেকে শেষবার বেয়ারিং পজিশন পেয়েছে ওরা ঘণ্টাখানেক বা তারও আগে। রেডিও যোগাযোগ ছাড়া দিক নির্দেশ পাবার একমাত্র উপায় বাতাসের সাহায্যে নেয়া। বাতাস কোন্ দিক থেকে আসছে, কি তার গতি এসব যাচাই করা সহজ হয়ে ওঠে যদি সেটা অবাধে মুখে এসে লাগে। কিন্তু ওদের মুখ একে ঢাকা, তার ওপর ঠাণ্ডায় অসাড়, বাতাস কোন্ দিক থেকে কতটা জোরে আসছে

অনুভব করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া, বাতাস আগে কোন্ দিক থেকে বইছিল, এখন কোন্ দিক থেকে বইছে, খানিক পর কোন্ দিক থেকে বইবে তা জানারও কোনো উপায় নেই। কথাটা রুস্তভকে বললো রানা।

'হুঁ,' গম্ভীর গলায় বললো রুস্তভ। 'এই অবস্থায় গোলক ধাঁধায় পড়ে চক্কর খাওয়ারই বেশি সম্ভাবনা।' ছ'ঢোক হুইস্কি গিলে খক খক করে কাশতে লাগলো সে। ফ্লাস্কের টুপিটা রানার হতে ফিরিয়ে দিল। 'তবু তুমি মনে করো, আমরা পারবো?'

'ভাগ্যের সাহায্য একটু তো লাগবেই। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়, আমাদের বোঝা খুব বেশি ভারি? কিছুটা হালকা করে নেবে?'

আশি পাউণ্ড খাবার, একটা স্টোভ, ত্রিশ পাউণ্ড কমপ্রেশড-ফুয়েল ট্যাবলেট, একশো পাউণ্ড অ্যালকোহল, একটা তাঁবু, আর ভারি একটা মেডিকেল কিট বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। বোঝা হালকা করার জন্যে এর কিছুই ফেলে যেতে চায় না রানা, কিন্তু ফেলে যদি যেতেই হয়, মনে মনে চাইছে পরামর্শটা ওদের তরফ থেকেই আসুক।

'না,' বললো রুস্তভ। সম্ভবত পেটে হুইস্কি পড়ায় তার অবস্থার উন্নতি হয়েছে। গলার আওয়াজ আগের চেয়ে জোরালো শোনালো, দাঁত ছ'পাটির সংঘর্ষও কমেছে।

'শিশু থাকতেই ধারণাটার গলা টিপে মারুন,' বললো পিনিন। 'আমার পিঠের ওপর বোঝাটা অত্যাচার করছে সত্যি, কিন্তু বিপদের বন্ধুকে ফেলে যেতে রাজি নই আমিও।'

'তুমি কি বলো?' প্রশ্নটা গ্যাকোকে করলো রানা।

'কথা না বলে এনার্জি বাঁচাচ্ছি আমি। পিনিনকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আগে হোক পরে হোক একজনকে দরকার হবে তো।'

ঝাপসা, দাগ পড়া গগলস চোখে তুলেলো ওরা। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এক এক করে উঠে দাঁড়ালো তিনজন। পাঁচিল ঘুরে যেতে হবে, তাই দক্ষিণ দিকে রওনা হলো।

এর আগে এত বড় পাঁচিলের সামনে পড়েনি ওরা। তবে সান্ত্বনা এই যে সঠিক কোর্স ধরতে হলে দক্ষিণ দিকে সরে যেতে হবে ওদেরকে, যাচ্ছেও তাই। ঝড়ের ছোবল ওদের গায়ে এসে লাগছে না, তাতে শক্তিও অনেক কম খরচ হচ্ছে। প্রায় চারশো গজ এগোবার পর হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেল পাঁচিল, বাতাসের ধাক্কায় আরেকটু হলে উড়েই যাচ্ছিলো রানা। তাল সামলে উঠতে পারেনি তখনও, চেঁচিয়ে সাবধান করে দিল ওদেরকে। পিছন থেকে রশি টান টান করলো ওরা. এরপর সহজেই শক্ত বরফে সিধে হয়ে দাঁড়াতে পারলো রানা। বাতাসের দিকে মুখ করলো ও শরীরটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে বাতাসের গায়ে ছেড়ে দিল নিজেকে—এভাবে এগোনো সহজ, হঠাৎ ছিটকে পড়ার তেমন কোনো ভয় নেই। শুধু লক্ষ্য রাখতে হয় বাতাসের গতি হঠাৎ করে কমে যাচ্ছে কিনা।

পরের এক মাইল পেরোতে আধ ঘন্টারও কম সময় লাগলো। আগের চেয়ে অনেক সহজে এগোতে পারছে ওরা। বরফের ঢিবি, স্তূপ, ফাটল ইত্যাদি এড়াবার জন্যে মাঝে মধ্যেই ঘুর পথ ধরতে হলো, তা না হলে আরও বেশি এগোতে পারতো। ওদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হোঁচট খেলো গ্যাকো। নিজের ওপর এমন রাগ হলো তার, শেষবার আছাড় খেয়ে কিছুক্ষণ আর সে উঠলোই না, হামাগুড়ি দিয়ে অনুসরণ করলো ওদেরকে।

সবচেয়ে বেশি ক্লান্ত বোধ করছে রানা। পা দু'টো সীসার মতো ভারি মনে হচ্ছে। আগুন ধরে গেছে, প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে পায়ের

পাত্তা থেকে উরু পর্যন্ত তীব্র ব্যথা অনুভব করলো ও। থামলে হয় না? একটু জিরিয়ে নিলে হয় না? যখনই এ ধরনের দুর্বলতা জাগলো মনে, আজামাত কিরিমের বউ-ছেলে-মেয়ের চেহারা স্মরণ করলো ও। সাথে সাথে হাঁটার গতি বেড়ে গেল ওর। আজামাত কিরিম, আমি আসছি ভাই·· ততক্ষণ টিকে থাকবি তো?

শেষবার যেটার আড়ালে বিশ্রাম নিয়েছিল ওরা এই পাঁচিলটা তার চেয়েও উঁচু। এখানে এসে মাথা গুঁজেছে রানা। একটু পরই ঝড়ের দাপট কমে গেল। একে একে ওর সাথে যোগ দিল, রুস্তভ, পিনিন আর গ্যাকো। লেনিনগ্রাদের সাথে যোগাযোগ করে পজিশন চেক করতে বললো রানা। কাজে লেগে গেল পিনিন। সবার জন্যে দু'ঢোক করে হুইস্কি বরাদ্দ করলো রানা। রুস্তভ আর গ্যাকোকে একটু বেশি করে দিল, কারণ ওরা দু'জনেই ক্লান্তির একেবারে চরমে পৌঁছে গেছে।

মাইক্রোফোনে কথা বললো পিনিন। এক-দেড় মিনিট পর পারকার ভেতর থেকে এয়ারফোন বের করে ওয়াকি-টকি সেট অফ করে দিল। 'হ্যাঁ, আমরা খুব দেখিয়েছি, নয়তো আমাদের ভাগ্যটাই ভাল, কিংবা হয়তো দু'টোই সত্যি। লেনিনগ্রাদ বলছে, ঠিক যে কোর্সে থাকা উচিত সেই কোর্সে রয়েছি আমরা।' রানার হাত থেকে ফ্লাস্কের ঢাকনিটা নিয়ে চুমুক দিল হুইস্কিতে। চেহারায় সন্তুষ্টির ছাঁপ ফুটে উঠলো। 'এবার দুঃসংবাদ। লেনিনগ্রাদের দিকে সরে আসতে শুরু করছে বরফ, তারমানে ছোটো হয়ে আসছে পলিনাইয়া। ঘটনাটা বেশ দ্রুত ঘটছে। ক্যাপ্টেন আন্দাজ করছেন ওখানে তিনি বড়জোর আর ঘণ্টা দুই থাকতে পারবেন। খুব বেশি হলে।' একটু থেমে, ধীরে ধীরে রিপোর্ট শেষ করলো সে, 'এবং আইস মেশিন এখনও কাজ করছে না।'

'আইস মেশিন···ওটা কি সত্যিই···?'

শেষ করতে দিল না রানাকে, পিনিন বললো, 'হ্যাঁ, সত্যি। ওটা যে নষ্ট হয়ে গেছে, আপনি তা বিশ্বাস করেননি।'

বিড় বিড় করে গ্যাকো বললো, 'অতি চালাকের গলায় দড়ি বলে একটা কথা আছে; সেটা বোধহয় ফলতে যাচ্ছে, ডাক্তার সাহেব!'

'সব মিলিয়ে সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হতে যাচ্ছে,' ভারি গলায় বললো রুস্তভ। 'বরফ সরে আসছে, কাজেই নিচে নেমে যাবে লেনিনগ্রাদ। আমরা থাকবো ওপরে। তারমানে আমাদের আর লেনিনগ্রাদের মাঝখানে থাকবে গোটা পোলার আইস ক্যাপ। আইস মেশিন যদি মেরামতও করা হয়, প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আমাদেরকে ওরা খুঁজে পাবে না। এখন, দুঃসাহসী ডাক্তার রানা, তুমিই বলো, কি করবো আমরা? আমরা কি এখুনি, এখানেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে শুয়ে পড়বো? নাকি আরও ঘন্টা দুই গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেয়ে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করবো? রওনা হবার সময় কমাণ্ডার বলে দিয়েছেন, বরফের ওপর এই অভিযানে তুমি আমাদের লিডার—তুমিই বলো।'

'দু'ঘন্টা অনেক সময়,' মৃদু কণ্ঠে বললো রানা। 'পিঠে বাতাসের ধাক্কা খেয়ে লেনিনগ্রাদে পৌঁছুতে এক ঘন্টার বেশি লাগবে না।'

গ্যাকো আর পিনিন কয়েক সেকেণ্ড মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। বিস্ময়ের ঘোর প্রথমে কাটিয়ে উঠলো গ্যাকো, জানতে চাইলো, 'কিন্তু নভেলির ওদের কি হবে?'

'চেষ্টার কোনো ত্রুটি করা হয়নি। মানুষ কি আর সব কাজে সফল হয়?'

আবার কিছুক্ষণ মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো ওরা। পিনিন বললো, 'আপনার কথা শুনে আমরা সাংঘাতিক হতাশ হলাম, ডাঃ রানা।

এভাবে পরাজয় মেনে নেবেন, ভাবতেই পারছি না।'

'বোকা, বোকা,' তিরস্কারের সুরে বললো রুস্তভ। 'তোমরা রানার কথা ধরতে পারোনি। নিজেকে বাদ দিয়ে, শুধু আমাদেরকে লেনিনগ্রাদে ফিরে যেতে বলছে ও। সোভিয়েত রিজার্ভ ব্যাংকের সমস্ত সোনার বিনিময়েও ওকে এখন ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।' ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালো সে। 'আর বোধহয় আধ মাইলটাক যেতে হবে। চলো, চলো—দেরি করে লাভ নেই।'

পরস্পরের চোখে তাকিয়ে গ্যাকো আর পিনিন নিঃশব্দে হাসলো। ওদের সবিস্ময় ভাবটুকু আসলে অভিনয় ছাড়া আর কিছু ছিল না। বরাবরই জানতো, রানা ঠাট্টা করছে।

রুস্তভ আর রানার দেখাদেখি ওরাও উঠে দাঁড়ালো। আবার রওনা হলো দলটা। এর ঠিক তিন মিনিট পর পিনিন তার পা ভাঙলো।

আট

আবার রওনা হয়ে ডানে বা বাঁয়ে গেল না ওরা, নিজেদের কোর্সে ঠিক থাকার জন্যে সিদ্ধান্ত নিল পাঁচিলটা টপকাবে। পাঁচিলটা দশ ফিট উঁচু, কিন্তু ক্রল করে, পরস্পরকে টানা-হ্যাঁচড়া করে মাথায় উঠে এল চারজনই। সবার আগে রয়েছে রানা, বরফ-ছড়ি দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে দেখে নিচ্ছে সামনের অন্ধকার পথটা নিরাপদ কিনা। ঝড়ের দাপট কমেছে, কিন্তু একেবারে থেমে যায়নি। বাতাসে বরফ-কুচি আগের মতো নেই, কিন্তু তুষার কণা অনেক বেড়ে গেছে। এই অবস্থায়

ফ্ল্যাশলাইট কোনো কাজেই লাগলো না। ঢালটা অল্প ঢালু, ক্রল করে বিশ ফিটের মতো নামলো রানা। তারপর কিনারা থেকে ছড়িটা নিচের দিকে নামিয়ে দিল।

'পাঁচ ফিট,' ওদেরকে বললো রানা। ক্রল করে ওর কাছাকাছি চলে এসেছে তিনজনই। কিনারা থেকে ঝুপ করে নিচে নেমে পড়লো ও। ওকে অনুসরণ করে, ঠিক পাশে পড়লো রুস্তভ। পিনিনের কি ঘটলো বলা সম্ভব নয়। হয় কিনারা থেকে নিচের দূরত্ব আন্দাজ করতে ভুল হলো তার, নয়তো বরফে পা পিছলে গেল। হঠাৎ আর্ত ধ্বনি বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, শব্দটাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বাতাস। আওয়াজ শুনে বুঝলো রানা, ওদের পিছনে কোথাও পড়েছে সে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ও। বরফে পা দিয়েই পড়েছে পিনিন, কিন্তু আচমকা চেঁচিয়ে উঠে দড়াম করে আছাড় খেয়েছে শক্ত বরফের ওপর।

বরফ-ঝড়ের দিকে পিছন ফিরলো রানা, অকেজো গগলস তুললো কপালে, দ্রুত হাতে ফ্ল্যাশলাইট বের করে জ্বাললো। ডান কনুই বরফে রেখে আধ-শোয়া ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে রয়েছে পিনিন, অনর্গল গালি-গালাজ করে চলেছে। স্নো-মাস্ক থাকায় উচ্চারণগুলো চাপা শোনালো, কিন্তু লক্ষ্য করলো রানা, গাল-মন্দের একটাও পুনরাবৃত্তি হলো না, বরফের একটা চার ইঞ্চি ফাটলে তার ডান গোড়ালি শক্ত ভাবে আটকে গেছে। ডান পা বাইরের দিকে এমনভাবে বেঁকে আছে, দেখেই বোঝা যায়, পায়ের কোনো একটা হাড় না ভাঙলে ওভাবে বেঁকে থাকা সম্ভব নয়। গোড়ালিটা যে গেছে, তা আর রানাকে বলে দিতে হলো না। মনে মনে আশা করলো, হাড়ে বোধহয় শুধু চিড় ধরেছে, ভেঙে গিয়ে সেঁধিয়ে যায়নি মাংসের ভেতর। ভাঙুক বা মচকে যাক, সর্বনাশের কিছু আর বাকি থাকলো না। পরীক্ষা করবে, তাও

সম্ভব নয়। এত কম টেম্পারেচারে শরীরের নিচের একটা অংশ বাতাসের ছোঁয়া পেলে এমনিতেই বাকি জীবন একটা পা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে পিনিনকে।

ছুটে গিয়ে ধরা হলো তাকে, অনেক চেষ্টা করে ফাটল থেকে বের করা হলো পা। পিঠ থেকে মেডিকেল কিট নামালো রানা, হাঁটু গেড়ে বসলো তার পাশে। 'খুব বেশি ব্যথা করছে?'

'কিছুই অনুভব করছি না—একেবারে অসাড় হয়ে গেছে!' রাগের সাথে বললো পিনিন। 'কি বিচ্ছিরী কাণ্ড বলুন তো! ছোট্ট একটা ফাটল, শেষ পর্যন্ত কিনা তার ফাঁদে ধরা পড়লাম!'

'বললে বিশ্বাস করবে না,' তিক্ত সুরে বললো গ্যাকো, 'ঠিক এই ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলাম আমি।' শোকে কাতর দেখালো তাকে, ঘন ঘন এদিক-ওদিক মাথা নাড়লো। 'বলেছিলাম তোমাকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একজন অন্তত দরকার হবে।'

গুরুতর বিপদে পড়ে গেছে ওরা, সেটা ভুলে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করলো রানা। পিনিনের আহত পায়ে স্প্লিন্ট বসালো ও, জুতো আর স্কারের ওপর যতটা শক্ত ভাবে সম্ভব টেপ দিয়ে আটকে দিল ওগুলো। ঘটনাটা হু'ভুটো অসুবিধের মধ্যে ফেলে দিয়েছে এদেরকে। দলটা যে শুধু সবচেয়ে শক্তিশালী লোকটির সাহায্য থেকে বঞ্চিত হতে যাচ্ছে তাই নয়, সেই সাথে অতিরিক্ত হু'শো চল্লিশ পাউণ্ড বোঝা চাপছে ওদের ঘাড়ে। এর সাথে যোগ হবে পিনিনের চল্লিশ পাউণ্ড প্যাকেট।

রানার চিন্তাভাবনা পিনিন বোধহয় আন্দাজ করতে পারলো। রুস্তভের দিকে তাকালো সে, বললো, 'আমাকে এখানে রেখে যেতে হবে, লেফটেন্যান্ট।' ঘটনার আকস্মিকতায় মনে একটা ধাক্কা খেয়েছে সে, তার ওপর ঠাণ্ডা—হু'পাটি দাঁতের সংঘর্ষ থামছে না। 'নভেল্কি

নিশ্চয়ই কাছেপিঠে কোথাও হবে। ফেরার পথে আমাকে তুলে নিলেই চলবে।'

'মেলা ফ্যাচফ্যাচ করো না তো!' খেঁকিয়ে উঠলো লেফটেন্যান্ট। 'তুমি খুব ভাল করেই জানো ফেরার পথে তোমাকে আমরা খুঁজে পাবো না।'

'ঠিক,' বললো গ্যাকো। দাঁতে দাঁতে বিরোধ তারও তুঙ্গে উঠেছে। হাঁটু গেড়ে বসে পিনিনকে নিজের গায়ে হেলান দেবার সুযোগ করে দিল। 'সোভিয়েত নৌ-বাহিনীতে অর্বাচীনদের পদক দেবার নিয়ম নেই।'

'কিন্তু আমাকে যদি বয়ে নিতে হয়,' প্রতিবাদ জানালো পিনিন, 'নভেলিতে তোমরা পৌঁছুতেই পারবে না। শুধু আমার জন্যে···'

'ফের কথা বলে!' ধমকে উঠলো লেফটেন্যান্ট।

'পিনিন, তোমাকে আজ একটা সত্যি কথা বলি,' রুস্তভ থামতেই শুরু করলো গ্যাকো। 'চেহারা দেখে যাই মনে হোক, তুমি আসলে হিরো টাইপের নও। তোমাকে ফেলে রেখে আমরা রওনা দিলেই ভেউ ভেউ করে কান্না জুড়ে দেবে।'

পিনিনের বোঝা ভাগ করে যার যার ঝোলায় ভরে নিল ওরা। চোখে গগলস আর মুখে স্নো-মাস্ক পরলো। ভাল পায়ের ওপর দাঁড় করানো হলো পিনিনকে। বাতাসের দিকে মুখ করলো ওরা। তারপর এক পা এক পা করে এগোতে শুরু করলো আবার।

একান্ত দরকারের সময় ভাগ্যের সহায়তা পেল ওরা। সামনে এই প্রথমবারের মতো সমতল, মসৃণ বরফ দেখা গেল। একটা পাঁচিল না, একটা ঢিবি না, একটা গর্ত বা ক্ষুদে ফাটল পর্যন্ত না। মসৃণ, কিন্তু পিচ্ছিল নয়। পিনিনের সাহায্য দরকার না হলে এর ওপর দিয়ে ছুটতে

পারতো ওরা।

পালা করে সামনে থাকছে একজন, বাকি দু'জন নিজেদের মাঝখানে পিনিনকে নিয়ে অনুসরণ করছে তাকে। দু'জনের কাঁধে ভর দিয়ে এক পায়ে এগোচ্ছে পিনিন, চেহারায় অভিযোগের কোনো অভিব্যক্তি নেই। সমতল বরফের ওপর দিয়ে প্রায় তিনশো গজ এগোবার পর, সামনের লোকটা হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'কি ব্যাপার?' হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ায় রুস্তভের সাথে আরেকটু হলে ধাক্কা খেতো ওরা। একটু রাগের সাথেই প্রশ্নটা করলো রানা।

'আমরা পৌঁছে গেছি।' বাতাসের হাহাকারকে ছাপিয়ে উঠলো লেফটেন্যান্টের গলা। 'গন্ধ পাচ্ছো না?'

'কিসের গন্ধ?'

'পোড়া তেলের গন্ধ। রাবার পোড়া গন্ধ। পাচ্ছো না?'

স্নো-মাস্ক নামালো রানা, দু'হাত দিয়ে নাকটাকে ঘিরে নিয়ে সাবধানে শ্বাস টানলো। একবারই যথেষ্ট। মাস্ক তুললো ও, কাঁধের ওপর পিনিনের হাত আরও শক্তভাবে টেনে নিয়ে অনুসরণ করলো রুস্তভকে।

খানিক পরই সমতল এলাকার শেষ প্রান্তে এসে থামলো ওরা। এখান থেকে বেশ উঁচু একটা ঢালের উত্থান শুরু হয়েছে। যাও বা একটু শক্তি আর দম ছিল ওদের, পিনিনকে নিয়ে ঢালের মাথায় উঠতে গিয়ে তাও নিঃশেষ হয়ে গেল। এরপর সমতল একটা মালভূমি। এগোবার সাথে সাথে পোড়া গন্ধ বাড়তে লাগলো।

পিছিয়ে পড়ে রানাকে সামনে এগিয়ে যেতে দিল রুস্তভ। ঝড়ের দিকে পিঠ দিল রানা, সবাইকে পিছনে ফেলে দ্রুত এগোলো, চোখ তুলে কপালে তুললো গগলস। বরফের ওপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো দ্রুত, ঘন ঘন অর্ধবৃত্ত রচনা করলো। গন্ধটা এখন তীব্র, মাস্কের ভেতর

কুঁচকে উঠলো রানার নাক। মনে হলো, সোজা সামনের দিক থেকে আসছে। ঘুরে বাতাসের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো ও, সেই সাথে ফ্ল্যাশ-লাইটের আলো পড়লো শক্ত, নিরেট, কালচে একটা আকৃতির ওপর। লোহার পাত, খুঁটি আর রড, কিম্ভূতকিমাকার ধাতব একটা কংকালের মতো লাগলো। বুঝতে অসুবিধে হলো না, আগুন লাগার আগে এগু-লোই ছিল ঘর।

ড্রিফ্‌ট স্টেশন নভেলিকে পাওয়া গেছে।

ওরা কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো রানা, তারপর বিধ্বস্ত, পোড়া কাঠামোগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে এল ওদেরকে, সবা-ইকে বাতাসের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে বলে গগলস নামাবার নির্দেশ দিল। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় ধ্বংসস্তূপটা দেখতে দশ সেকে-ণ্ডের বেশি লাগলো না। কেউ কোনো কথা বললো না। তারপর আবার ওরা বাতাসের দিকে মুখ ফেরালো।

আটটা আলাদা ঘর নিয়ে স্টেশন। দু'টো সমান্তরাল সারি, প্রত্যেক সারিতে চারটে করে ঘর। দুই সারির মাঝখানে ত্রিশ ফিট, দুই ঘরের মাঝখানে বিশ ফিট করে ব্যবধান। আগুন যাতে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্যেই এই ব্যবস্থা। কিন্তু তবু শেষ রক্ষা হয়নি। সেজন্যে হয়তো কাউকে দোষ দেয়া যাবে না। হয়তো।

ট্যাংক বিস্ফোরিত হলে কয়েক হাজার গ্যালন তেলে আগুন ধরে যায়, ঝড়ো বাতাসে ভর করে কত দূর ছড়িয়ে পড়তে পারে সেটা তা শুধু রোমহর্ষক আন্দাজের ব্যাপার। কঠিন বাস্তব হলো, আগুনকে বাদ দিয়ে মানুষের পক্ষে এই পোলার আইস ক্যাপে টিকে থাকা সম্ভব নয়। অথচ এই আগুনই এখানে তার সবচেয়ে বড় শত্রু। গোটা আইস ক্যাপ জমাট পানি বৈ কিছু নয়, কিন্তু এমন কিছু নেই যা এই শত্রু

পানিকে গলাতে পারে। তার পানি গলে না বলে আগুনকেও দমানো সম্ভব হয় না। এক যদি আগুন নিজে থেকেই নিভে যায়। আচ্ছা, ঘরে ঘরে দৈত্যাকার কেমিক্যাল ফায়ার এক্সটিংগুইশার ছিল, সে-গুলোর দশা কি হয়েছে?

আটটা ঘর, প্রত্যেক সারিতে চারটে করে। দুই সারিরই প্রথম দু'টো ঘর একেবারে ছাই হয়ে গেছে। দেয়ালের কোনো চিহ্নই নেই। ওয়েদার-প্রুফ প্লাইয়ের মাঝখানে গ্লাস ফাইবার দিয়ে তৈরি ছিল ওগুলো। ছাদ ছিল অ্যালুমিনিয়াম পাতের, তারও কোনো হদিস নেই। একটা ঘরে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া জেনারেটর মেশিনারি দেখলো ওরা, বাতাসের দিকে খোলা অংশে বরফের আবরণ। সব এমনভাবে বেঁকে, গলে, মুচড়ে গেছে, চেনা দায়। কি ধরনের তীব্র ছিল আগুনের উন্মাদনা, ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলো রানা।

ওই একই অবস্থা ডান সারির তিন নম্বর ঘরের। আগুনের তাপে এটার ফ্রেম অন্যগুলোর চেয়ে বরং বেশি তুবড়ে মুচড়ে গেছে। পিনিনকে মাঝখানে নিয়ে এই ঘরের সামনে থেকে সরে আসতে যাবে ওরা, এই সময় কি যেন বললো গ্যাকো। ভাল করে শোনার জন্যে পারকার হুড ওপরে তুললো রানা।

'আলো!' চিৎকার করে বললো গ্যাকো। 'ওই ওদিকে!'

গ্যাকোর লম্বা করা হাত অনুসরণ করে তাকালো রানা। পাঁচ নম্বর ঘরের ঠিক উল্টোদিকে একটা ঘর, তার ভেতর সত্যি একটা আলো জ্বলতে দেখা গেল। সরু, ওপর-নিচে লম্বা, অদ্ভুত সাদা একটা আলো। ঝড়ের দিকে পাশ ফিরে পিনিনকে বয়ে নিয়ে চললো ওরা। ফ্ল্যাশ-লাইটের আলোয় এই প্রথম শূন্য ইস্পাত কাঠামো ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু ধরা পড়লো। একটা ঘর, অন্তত এখনও ঘর বলে চেনা যায়। পুড়ে

কালো হয়ে গেছে, ভুবড়ে আর মুচড়ে অবস্থা হয়েছে বেহাল, তবু একটা ঘর। একটা মাত্র জানালা, সেটা বন্ধ করা হয়েছে প্লাইউডের পাত দিয়ে। যেভাবে পেরেক মারা হয়েছে, দেখলেই বোঝা যায় আনাড়ী হাতের কাজ। বাতাসের উল্টোদিকে মুখ করা একটা দরজা, একটুখানি খোলা, সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসছে আলো। দরজার গায়ে হাত রাখলো রানা। এই প্রথম একটা জিনিস দেখলো যেটা আগুনে ঝলসায়নি। মাঝরাতে কবরস্থানের মরচে ধরা গেট ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠলে গা যেমন ছমছম করে, দরজার কব্জার আওয়াজ শুনে সেই রকম গা ছমছম করে উঠলো ওর। হাতের চাপে পুরোপুরি খুলে গেল কবাট, ভেতরে ঢুকলো ওরা।

সিলিঙের মাঝখানে হুকের সাথে একটা কোলম্যান (Coleman) ল্যাম্প ঝুলছে, চকচকে অ্যালুমিনিয়াম সিলিঙে প্রতিফলিত হয়ে আলোর পরিমাণ বেড়ে গেছে। ঘরটা আঠারো ফিট লম্বা, দশ ফিট চওড়া, প্রতিটি কোণ আর খুঁটিনাটি পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল। ল্যাম্পের সরাসরি ওপরে তিন ফুটি একটা বৃত্তকে বাদ দিয়ে অ্যালুমিনিয়াম সিলিঙের গায়ে পুরু কিন্তু ট্র্যান্সপ্যারেন্ট বরফের একটা স্তর জমেছে। সিলিং থেকে প্লাইউডের দেয়াল বেয়ে একেবারে নিচের মেঝে পর্যন্ত নেমে এসেছে স্তরটা। কাঠের মেঝেও ঢাকা পড়ে আছে বরফে, শুধু বোধহয় নিঃসাড় পড়ে থাকা শরীরগুলোর নিচের জায়গা বাদ দিয়ে।

হতাশায় ছেয়ে গেল রানার মন। প্রথমেই মনে হলো পৌঁছুতে অনেক দেরি করে ফেলেছে ওরা। জীবনে অনেক লাশ দেখেছে ও, লাশ দেখলেই চিনতে পারার একটা দৃষ্টি অর্জন করেছে। বিদঘুটে ভঙ্গিতে হাত-পা ছড়ানো, একটার ওপর আরেকটার পড়ে থাকা, এলোমেলো কম্বল আর ফার দিয়ে খানিক ঢাকা—এই গাদার ভেতর হৃৎস্প-

সনের আশা করা নিতান্তই বোকামি হবে। ঘরের এক ধারে, দরজার কাছ থেকে সবচেয়ে দূরে, গায়ে গা ঠেকিয়ে প্রায় একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করেছে লাশগুলো। প্রেশার ল্যাম্পের একটানা হিস হিস ছাড়া ঘরের ভেতর আর কোনো শব্দ নেই।

দেয়াল ঘেঁষে সাবধানে বসানো হলো পিনিনকে। পিঠ থেকে ভারি বোঝাটা নামালো গ্যাকো, মোড়ক খুলে বের করলো স্টোভ আর ফুয়েল ট্যাবলেট। দরজা বন্ধ করে প্রথমে র‍্যাকস্যাক নামালো রুস্তভ, তারপর টিনজাত খাবার ভর্তি ঝোলাটা ফেলে দিল মেঝেতে। দড়াম করে একটা আওয়াজ হলো, আরেকটু হলে লাফিয়ে উঠেছিল রানা। লাশের গাদা থেকে একটা শরীর প্রায় লাফিয়েই উঠলো। রানার কাছাকাছি, পুব দিকের দেয়াল ঘেঁষা লোকটা প্রথমে নড়েচড়ে উঠলো, গড়ান দিল একটা, তারপর উঠে বসে পড়লো। ফ্রস্ট-বাইটে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে মুখ, বীভৎস ভাবে পুড়ে গেছে। ঘন কালো লম্বা দাড়ি কুঁকড়ে আছে। চোখ দু'টো টকটকে লাল, পলক না ফেলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো ওদের দিকে। বোধহয় অন্তরের গহীনে কোথাও ক্ষীণ একটু আত্ম-মর্যাদাবোধ থেকে থাকবে, রানার বাড়িয়ে দেয়া হাতটাকে অগ্রাহ্য করে নিজের চেষ্টাতেই, অনেক কষ্টে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো সে। ঠোঁটে হাসির একটু আভাস ফুটলো।

'আপনারা এত দেরি করে এলেন, না এলেও পারতেন।' দুর্বল, কর্কশ কণ্ঠস্বর। 'আমি রুডিন। রেডিও অপারেটর।'

'হুইস্কি ?' জিজ্ঞেস করলো রানা।

রুডিনের ঠোঁটে আবার একটু হাসির রেখা দেখা গেল। ছাল ছাড়ানো ঠোঁটে জিভের ডগা বুলাতে চেষ্টা করলো সে। মাথা ঝাঁকালো।

এক ঢোক হুইস্কি গিলেই খক খক করে কাশতে শুরু করলো রুডিন।

কাশতে কাশতে পিঠ বাঁকা হয়ে গেল, পানি বেরিয়ে পড়লো চোখ দিয়ে। কিন্তু আবার যখন সিধে হলো, চোয়াল আর চোখে প্রাণের সঞ্জীবতা লক্ষ্য করা গেল। ঝুঁকে পড়লো সে, পাশে শুয়ে থাকা লোক-টার কাঁধ ধরে বললো, 'হ্যালো, ভায়া, তোমার আদব-কায়দা সব গেল কোথায় ? ওঠো, ওঠো—বাড়িতে মেহমান এসেছে।'

ভায়ার ঘুম ভাঙাবার জন্যে বেশ কয়েকটা নাড়া দিতে হলো, কিন্তু একবার ঘুম ভাঙার পর সম্পূর্ণ সজাগ দেখালো তাকে, কারও সাহায্য না নিয়ে চট্ করে উঠেও দাঁড়ালো। ভায়া একটু বেঁটে, চায়না ব্লু রঙের চোখ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজালেও চোয়ালের রঙ খুব একটা ম্লান হয়নি। গোলগাল চেহারা, হাসি-খুশি টাইপ। কিন্তু ফ্রস্ট বাইটে মুখের খানিকটা অংশ আর নাকের প্রায় পুরোটা আক্রান্ত। চায়না-ব্লু চোখ জোড়া বিস্ময়ে একটু বিস্ফারিত দেখালো। তারপর আন্তরিক আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো চেহারা। রানা বুঝলো, এ লোক যে-কোনো পরিস্থিতির সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

'শুধু মেহমান বলে ওদেরকে অপমান করো না, রুডিন,' চেহারায় যেমন, ভায়ার গলার সুরেও কৌতুক লক্ষ্য করা গেল। 'বলো প্রিয় মেহমান, বলো বিপদের বন্ধু। তা মেহমানদের পরিচয় ইত্যাদি জেনেছো ?'

'আমি ডাঃ মাসুদ রানা, আর উনি···'

'আমি ডাঃ জ্যাকভ, ভায়া,' রানাকে বাধা দিয়ে বললো লোকটা।

'ডাঃ জ্যাকভ ?'

'হ্যাঁ, ভায়া। রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার।'

'ও। ইনি লেফটেন্যান্ট রুস্তভ, সোভিয়েত নৌ-বাহিনীর সাব-মেরিন লেনিনগ্রাদে আছেন···'

'সাবমেরিন?' জ্যাকভ আর রুডিন পরস্পরের দিকে তাকালো একবার। তারপর রানার দিকে ফিরলো জ্যাকভ। 'আমরা শুনতে ভুল করলাম নাকি, ভায়া? সাবমেরিন···তা কি করে হয়!'

'পরে শুনবেন। টর্পেডোম্যান গ্যাকো। রেডিওম্যান পিনিন।' গাদা হয়ে থাকা লাশের দিকে তাকালো রানা, তাদের মধ্যে কয়েক-জন গলার আওয়াজ পেয়ে এরই মধ্যে নড়তে চড়তে শুরু করেছে। দু'একজন কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুললো, তাকালো চোখ পিট পিট করে। 'ওদের কি অবস্থা?'

'দু'তিনটে পোড়া কেসের অবস্থা বেশ খারাপ,' বললো জ্যাকভ। 'ঠাণ্ডা আর দুর্বলতায় দু'চারজনের অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু খাবারদাবার আর তাপের ব্যবস্থা হলে দিন কয়েকের মধ্যেই আবার চাঙা হয়ে উঠবে তারা। এক জায়গায় ওদেরকে গাদা করে রেখেছি যাতে পরস্পরের গায়ের গরমটুকু থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়।'

গুণলো রানা। রুডিন আর ডাঃ জ্যাকভকে নিয়ে বারোজন। জিজ্ঞেস করলো, 'আর সবাই কোথায়?'

'আর সবাই?' মুহূর্তের জন্যে বিস্মিত দেখালো রুডিনকে, তার-পরই চেহারা হয়ে উঠলো নিষ্প্রভ এবং ঠাণ্ডা। কাঁধের ওপর বুড়ো আঙুল তুলে পিছন দিকটা দেখালো সে। 'ওদিকের ঘরে।'

'কেন?'

'কেন?' ক্লান্ত হাত তুলে উল্টোপিঠ দিয়ে লাল চোখ রগড়ালো রুডিন। 'ঘর ভর্তি লাশের সাথে শুতে মন চায়নি, তাই।'

কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে থাকলো রানা, তাকালো পায়ের কাছে পড়ে থাকা লোকগুলোর দিকে। ইতিমধ্যে সাতজনের ঘুম ভেঙে গেছে। তিনজন কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে আছে, বাকি

চারজন এখনও শুয়ে। সাতজনের চেহারাতেই বিমূঢ়, বিহ্বল একটা ভাব কম বেশি লক্ষ্য করা গেল। তিনজন এখনও ঘুমিয়ে বা অজ্ঞান হয়ে আছে, মুখগুলো কম্বলে ঢাকা। মৃদু গলায় বললো রানা, 'আপনারা এখানে উনিশজন ছিলেন।'

'উনিশজন···হ্যাঁ,' শোকের ছায়া পড়লো রুডিনের চেহারায়, একটা দীর্ঘশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এল কথাগুলো। 'ওদের কপাল মন্দ! কোনো সুযোগই পায়নি ওরা।'

কিছু বললো না রানা। একে একে ঘুম ভাঙা সাতজনের দিকে আবার তাকালো ও। এবার সন্ধানী, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। পরিচিত একটা মুখ খুঁজলো। মনে আশা, এদের মধ্যেই আছে সেই লোক, কিন্তু আগুনে পুড়ে আর ফ্রস্ট-বাইটে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে বলে এতক্ষণ চিনতে পারেনি। এক একটা মুখের ওপর বিশ-পঁচিশ সেকেণ্ড ধরে তাকিয়ে থাকলো ও। বুঝলো, এদের মধ্যে নেই সে।

এখনও ঘুমিয়ে আছে যারা তাদের প্রথমজনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো রানা। কম্বল সরিয়ে মুখ খুললো। অচেনা লোক। হাত থেকে কম্বলটা ছেড়ে দিল ও।

অবাক সুরে জানতে চাইলো ডাঃ জ্যাকভ, 'কি ব্যাপার? কি চান আপনি?'

জবাব দিল না রানা। আহত, অসুস্থ, পড়ে থাকা লোকগুলোর মাঝখান দিয়ে পথ করে নিল ও। আরেকটা কম্বল তুলে আরেকজন ঘুমন্ত লোককে দেখলো। এবারও হাত থেকে কম্বলটা ছেড়ে দিল ও। অনুভব করলো, মুখের ভিতরটা শুকিয়ে গেছে। বুকের ভিতর ঘন ঘন ডড়পাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। কারও দিকে না তাকিয়ে তিন নম্বর ঘুমন্ত লোকের সামনে এসে দাঁড়ালো ও। কম্বল তুলে মুখ খুলতে হবে, কিন্তু

দ্বিধা আর ভীতি ঝাড়া দশ সেকেণ্ড অচল করে রাখলো ওকে। বুকের ধড়ফড় ভাবটা বেড়ে গেল। হঠাৎ ঝুঁকে প্রায় ছোঁ দিয়ে লোকটার মুখ থেকে কম্বল তুলে নিল ও।

লোকটার মুখে ব্যাণ্ডেজ। পাতলা সোনালী খানিক দাড়ি আছে, নাকটা ভাঙা। একে জীবনে কখনও দেখেনি ও, ধীরেসুস্থে কম্বল দিয়ে মুখটা দিয়ে ঢেকে সিধে হলো। দেখলো, ইতিমধ্যে সলিড-ফুয়েল স্টোভটা চালু করে দিয়েছে গ্যাকো।

'এবার ফ্রিজিং পয়েন্টের কাছাকাছি এসে যাবে টেম্পারেচার,' ডাঃ জ্যাকভকে বললো রানা। 'প্রচুর ফুয়েল আছে আমাদের। খাবার, অ্যালকোহল আর কমপ্লিট একটা মেডিকেল কিটও নিয়ে এসেছি। রুডিনকে নিয়ে আপনি যদি ওগুলো কাজে লাগাতে চান, এক মিনিট পর আমিও আপনাদের সাথে হাত লাগাবো। লেফটেন্যান্ট, ওটা একটা পলিনাইয়া ছিল, তাই না? এখানে পৌঁছবার ঠিক আগে সমতল, মসৃণ যে জায়গাটা পেরিয়ে এলাম? ওপরের ওই বরফ আসলে পানির ওপর পাতলা আবরণ, ঠিক?'

চেহরায় বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে কয়েক সেকেণ্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো রুস্তভ। 'ঠিক—আর কিছু হতে পারে না। পাঁচশো গজ হাঁটারই ক্ষমতা নেই এদের, পাঁচ মাইল হেঁটে লেনিনগ্রাদে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া, কমাণ্ডার জানিয়েছেন, বরফ সরে আসছে, লেনিনগ্রাদকে নিয়ে নেমে যেতে হবে। কাজেই আমরা তাহলে লেনিনগ্রাদকে ডেকে বলি খিড়কী দরজা দিয়ে এখানে চলে আসুক?'

'আইস মেশিনের সাহায্য ছাড়া আমাদের এই পলিনাইয়া খুঁজে পাবে ওরা?'

'এর চেয়ে সহজ আর কিছু হতে পারে না। পিনিনের রেডিও নিয়ে

উত্তর দিকে ঠিক দুশো গজ এগোবো, ওখান থেকে একটা বেয়ারিং সিগন্যাল পাঠিয়ে দক্ষিণ দিকে আবার ঠিক দুশো গজ যাবো, এবং বেয়ারিং সিগন্যাল পাঠাবো। এ থেকেই আমাদের রেঞ্জ পেয়ে যাবে ওরা। তা থেকে দুশো গজ বাদ দিন, লেনিনগ্রাদ আমাদের পলিনাইয়ার মাঝখানে পৌঁছে যাবে।'

'কিন্তু তখনও পলিনাইয়ার নিচে, ওপরে নয়। বরফ ওখানে কতটা পুরু জানতে পারলে হতো। ডাঃ জ্যাকভ, কিছুদিন আগে পর্যন্ত আপনাদের এই ক্যাম্পের পশ্চিমে মুখ খোলা একটা পলিনাইয়া ছিলো—বলতে পারেন ক'দিন আগে?'

'একমাস। কিম্বা পাঁচ হপ্তা। ঠিক বলতে পারবো না।'

রুস্তভকে জিজ্ঞেস করলো রানা, 'কত পুরু?'

'পাঁচ ফিট, হয়তো ছয় ফিট,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লো রুস্তভ। ওটা ভেঙে মাথাচাড়া দেবে লেনিনগ্রাদ, আশা করা যায় না। কিন্তু টর্পেডো দিয়ে বরফে গুঁতো মারার নতুন একটা ঝোঁক চেপেছে আমাদের ক্যাপ্টেনের—কিছুই বলা যায় না।' পিনিনের দিকে ফিরলো সে। 'রেডিও অপারেট করতে পারবে বলে মনে করো?'

ব্যাপারটা ওদের ঘাড়ে ছেড়ে দিল রানা। ওদেরকে কি বলছিল না বলছিল সে-ব্যাপারে তেমন সচেতন হতে পারেনি ও। অসুস্থ, বয়স্ক আর সাংঘাতিক ক্লান্ত লাগলো নিজেকে। যে প্রশ্ন নিয়ে এখানে আসা, তার উত্তর পেয়ে গেছে ও। এই উত্তর পাবার জন্যে বারো হাজার মাইল ছুটে আসতে হয়েছে ওকে। ঠিক এই উত্তরটা না পাবার জন্যে নিজের সারা-জীবনের সঞ্চয় বা নিজের প্রাণের ওপর অসম্ভব সব ঝুঁকি নিতেও মানসিক ভাবে তৈরি ছিল ও। কিন্তু যা ঘটে গেছে তা বদলাবার সাধ্য ওর নেই, কারও নেই। আজামাত কিরিমির স্ত্রী ওর

মুখ চেয়ে বসে আছে মস্কোয়, তার স্বামী বেঁচে আছে কিনা জানতে চায়। ফিরে গিয়ে কি সান্ত্বনা দেবে তাকে? বলবে, তোমার স্বামীকে তুমি আর কোনোদিন দেখতে পাবে না? ঘুরিয়ে বা আভাসে বললেও ঠিক এই কথাটাই বলতে হবে। আজামাত কিরিমের বাচ্চারা ওকে হয়তো জিজ্ঞেস করবে, 'কাকু, আব্বা কোথায়?' উত্তর দেবার কিছু থাকবে না। আজামাত কিরিম মারা গেছে, ওরা কেউ আর তাকে দেখতে পাবে না। শুধু ও ছাড়া। এখন তাকে দেখার জন্যেই যাচ্ছে ও। নিজের চোখে দেখতে চায়।

ঘর থেকে বেরিয়ে পিছনের দরজা বন্ধ করে দিল রানা। ঘরের কোণ ঘুরলো, সেই সাথে ঝড়ের মুখোমুখি হতেই মাথা নিচু করলো। দশ সেকেণ্ড পর সারির শেষ ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো ও। দরজার হাতল কোথায় দেখার জন্যে ফ্ল্যাশলাইট জ্বাললো। ঘোরালো সেটা, চাপ দিয়ে কবাট খুললো। এক সেকেণ্ড ইতস্তত করলো, তারপর চৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

এক সময় এটা একটা ল্যাবরেটরী ছিল। এখন এটাকে লাশের ঘর বললেই বোধহয় ভাল মানায়। ল্যাবরেটরীর সমস্ত সরঞ্জাম ঠেলে এক পাশে সরিয়ে ফাঁকা একটা জায়গা বের করা হয়েছে, সেটা ভরা হয়েছে নিহত লোকগুলোর লাশ দিয়ে। ওরা মারা গেছে জানে ও, কিন্তু শুধু রুডিন বলেছে বলে জানে। বীভৎস ভাবে পুড়ে গেছে এক একটা লাশ। গায়ের রঙ, চেহারা, আকার এবং আকৃতি, সব কালচে, বিকৃত, ফোলা-ফাঁপা আর বেঢপ হয়ে গেছে। এতক্ষণ দম আটকে রেখেছিল বলে পোড়া মাংস আর পোড়া ডিজেল ফুয়েলের উৎকট দুর্গন্ধ পায়নি রানা। নাকে সামান্য একটু গন্ধ ঢুকতেই বমি পেল ওর। বন্ধু আর সহ-কর্মীদের দগ্ধ, ঝলসানো লাশ বয়ে নিয়ে এসে এখানে এই ঘরে যারা

রেখেছে তাদের শক্ত মনের কথা ভেবে অবাক হলো ও। সাংঘাতিক অপ্রীতিকর একটা কাজ, কিন্তু তবু তারা কাজটা করতে পিছ-পা হয়নি।

মৃত্যু নিশ্চয়ই খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে। এ তো আর আগুনে আটকা পড়া লোকের মৃত্যু নয়, এ মৃত্যু গায়ে আগুন লাগা লোকের মৃত্যু। জ্বলন্ত তেলের সাগর আচমকা লাফিয়ে পড়ে ঝাপটে ধরেছিল ওদেরকে। বেঁচে থাকার শেষ কয়েক মুহূর্ত নিশ্চয়ই ওরা রক্ত-মাংসের মশালের মতো দাউ দাউ জ্বলেছে। এর চেয়ে ভয়ংকর, মর্মান্তিক মৃত্যু মানুষের আর হতে পারে না।

একটা লাশের ওপর পড়ে আছে দু'টো লাশ। নিচের লাশটা প্রায় ঢাকা পড়ে আছে, শুধু বাঁ হাতটা ছাড়া। ঝুঁকে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেললো রানা। একটু যেন অবাকই হলো ও। প্রায় অক্ষত একটা হাত, মারাত্মক ভাবে পোড়েনি। মাঝখানের আঙ্গুলে অদ্ভুত আকৃতির একটা আংটি রয়েছে, দেখেই হার্টবিট বেড়ে গেল রানার। এমনই ছিল আগুনের প্রচণ্ডতা, আংটিটা দুমড়ে গেছে, গলেনি। দেখেই চিনেছে ও। আজামাত কিরিমের স্ত্রীকে ও-ই উপহার দিয়েছিল ওটা। স্ত্রী পরিয়ে দিয়েছিল স্বামীর হাতে।

ওপরের লাশ দু'টো সরালো রানা। উৎকট দুর্গন্ধে মাথার মগজ পর্যন্ত গুলিয়ে উঠতে চাইলো। আজামাত কিরিমের সারা গায়ে ক্ষত, কিন্তু বুক মাথা আর মুখ প্রায় অক্ষত দেখে কেন যেন অদ্ভুত অকারণ একটা আশায় ওর বুকের ভেতরটা হঠাৎ ধড়াশ ধড়াশ করতে লাগলো। কিরিমের কপালে হাত দিতে যা দেরি, সারা শরীরে পুলকের একটা ঢেউ বয়ে গেল রানার। পালস দেখলো রানা। বেঁচে আছে বলে মনে হয় না—কিন্তু আছে। অনুভব করা যায় কি যায় না, তবু আছে।

সিধে হয়ে দাঁড়াতে যাবে রানা, এই সময় আরও একটা ক্ষত

চোখে পড়লো। অনেকক্ষণ ঝুঁকে থেকে পরীক্ষা করলো ও। মুখের চেহারা গম্ভীর, নিষ্ঠুর হয়ে উঠলো। ধীরে ধীরে সিধে হলো ও। ঠিক এই সময় শব্দ। ওর পিছনে। খুলে গেল দরজাটা।

চরকির মতো আধপাক ঘুরলো রানা। লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। স্নো-মাস্ক নামিয়ে কপালে গগলস তুললো সে। প্রথমে রানার দিকে, তারপর ওর পায়ের সামনে পড়ে থাকা আজামাত কিরিমের দিকে তাকালো। তার চেহারা থেকে লালচে রঙ মিলিয়ে যেতে দেখলো রানা। মুখ তুলে আবার সে রানার দিকে তাকালো। 'তুমি তাহলে হেরেই গেলে, ডাক্তার?' একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বললো রুস্তভ। 'দুঃখিত, আন্তরিক দুঃখিত।'

'মানে?

'আজামাত কিরিম মারা গেছে, এটা তোমার জন্যে একটা মাত্র ক্ষতি। কারণ, ও ছিল তোমার অকৃত্রিম বন্ধু, ওর কাছে তুমি ঋণী ছিলে। কিন্তু এর জন্যে নিজেকে তুমি...'

'এসব কে বলেছে তোমাকে? কমাণ্ডার রাইকভ?'

'হ্যাঁ। আমরা রওনা হবার ঠিক আগে। সেজন্যেই আমরা এসেছি।' খুব সাবধানে আর ভয়ে ভয়ে ঘরের চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলালো সে, সুস্থ লোকটাকে চোখের পলকে অসুস্থ দেখালো। 'এক মিনিট, রানা!' কথাটা বলে একরকম ছুটেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

আবার যখন ফিরে এল, আগের চেয়ে ভাল হলেও পুরোপুরি সুস্থ দেখালো না তাকে। 'বন্ধুর জন্যে নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে চাও, এ-কথা বুঝতে পেরেই তোমাকে আসতে দিয়েছেন কমাণ্ডার।'

'আর কে জানে?'

'কমাণ্ডার আর আমি ছাড়া আর কেউ না।'

'আর কাউকে না জানালে আমার উপকার করা হবে। অনুরোধটা রাখবে?'

'তুমি যখন বলছো···' কাঁধ ঝাঁকালো রুস্তভ। চোখে একটু কৌতূহল ফুটলেও এখনও সে আতঙ্কিত বিহ্বল হয়ে আছে। 'কি ভয়ংকর! এরকম দৃশ্য কাউকে যেন দেখতে না হয়!'

'এখানে থেকে লাভ নেই,' ক্লান্ত সুরে বললো রানা। 'চলো, ওদের কাছে ফিরে যাই।'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকালো রুস্তভ। প্রথম ঘরে ফিরে এল ওরা। ডাঃ জ্যাকভ আর রুডিন ছাড়াও তিনজন লোক নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়েছে। ক্যাপ্টেন কুমারভ, অস্বাভাবিক লম্বা, রোগা এক লোক। তার মুখ আর হাত পুড়ে গেছে। ক্যাম্পের সেকেণ্ড-ইন-কমাণ্ড সে। ইঞ্জিনিয়ার এবং ট্রাক্টর ড্রাইভার অ্যালেক্সি মিকো, এর ওপর ডিজেল জেনারেটরের দায়িত্ব ছিল। আনাতোলি অভয় লোকটা হাসিখুশি টাইপের, ক্যাম্পের কুক সে। শুয়ে থাকা একজন লোকের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছিল ডাঃ জ্যাকভ, সে-ই রানার সাথে ওদের পরিচয় করিয়ে দিল। কথা শেষ করে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সে, দেখেশুনে রানার মনে হলো, জ্যাকভকে সাহায্য করার দরকার নেই, একাই পারবে সে। আড়ালে ডেকে গ্যাকোর সাথে নিচু গলায় কিছু কথা বললো রানা। গ্যাকোর চোখ জোড়া মুহূর্তের জন্যে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠলেও প্রায় সাথে সাথেই নিজেকে স্বাভাবিক করে ফেললো সে। রানার অনুরোধের উত্তরে ছোট্ট করে একবার শুধু মাথা ঝাঁকালো।

'কি, লেনিনগ্রাদের সাথে যোগাযোগ হলো?' পিনিনকে জিজ্ঞেস করলো রুস্তভ।

'না···মানে, না!' কল সাইন পাঠানো বন্ধ করে আহত পা একটু

নেড়েচেড়ে সুবিধে মতো জায়গায় সরিয়ে নিয়ে এল পিনিন। 'কথাটা কিভাবে বলবো আপনাকে, ঠিক বুঝতে পারছি না।' হাতের রেডিও সেটটার গায়ে একটা টোকা দিল সে। 'এর বোধহয় একটা ফিউজ নষ্ট হয়ে গেছে।'

'খুব চালাক তুমি,' ভারি গলায় বললো লেফটেন্যান্ট। 'কথার মারপ্যাঁচ দিয়ে কি বোঝাতে চাও, তুমিই জানো। ওদের সাড়া পাচ্ছো না, এ-কথা বলতে চাইছো ?'

'ওরা আমার সাড়া পাচ্ছে না, কিন্তু আমি ওদের সাড়া পাচ্ছি।' ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো পিনিন। 'দোষটা বোধহয় আমার, কিংবা আমার পায়ের। ফাটলে পা আটকে যাওয়ায় পড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমি শুধু একাই পড়িনি।'

'হুঁ। তা ঘোড়ার ডিম জিনিসটাকে তুমি মেরামত করতে পারো না ?'

'মনে হয়, পারি না, লেফটেন্যান্ট।'

'কি আশ্চর্য। তুমি না একজন রেডিওম্যান ?'

'তাতে কোনো ভুল নেই,' মেনে নিল পিনিন। 'কিন্তু আমি ম্যাজি-শিয়ানও তো নই ? ঠাণ্ডায় অসাড় এক জোড়া হাত, প্রয়োজনীয় টুলস নেই, এটা এত পুরোনো একটা সেট যে প্রিন্টেড সার্কিটও নেই, তার ওপর কোড সাইনগুলো জাপানী ভাষায় লেখা—আমি মনে করি, এই অবস্থায় মার্কোনিও হার মানতো।'

তবু জেদের সুরে জানতে চাইলো রুস্তভ, 'ওটা কি মেরামত করা সম্ভব ?'

'এটা ট্র্যান্সজিস্টর সেট। ভালভ নেই যে ভেঙে গেছে। হ্যাঁ, মেরা-মত করা হয়তো একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু তাতে হয়তো কয়েক

ঘন্টা লেগে যাবে, লেফটেন্যান্ট। তার আগে অবশ্যই এক সেট টুলস পেতে হবে আমাকে।'

'পেতে হবে, পাও! যা খুশি চাও এবং পাও! শুধু যেভাবে হোক আবার চালু করো ওটাকে!'

আর কোনো কথাই বললো না পিনিন, শুধু হেডফোন জোড়া বাড়িয়ে ধরলো রুস্তভের দিকে। রুস্তভ কটমট করে তাকালো পিনিনের দিকে, তারপর দৃষ্টি ফেললো ফোনে। সে-ও কোনো কথা না বলে নিল সেটা, এবং কানে ঠেকিয়ে কিছু শুনলো। বললো, 'হুম। তাহলে তো দেখেছি রেডিও মেরামত করার জন্যে ব্যস্ত হবার কোনো দরকার নেই!'

'জ্বী,' সবিনয় ভঙ্গিতে বললো পিনিন। 'এই পরিস্থিতিকে আমরা সংকটময় বলে আখ্যায়িত করতে পারি, কি বলেন, লেফটেন্যান্ট?'

'সংকট? কিসের সংকট?' দ্রুত জানতে চাইলো রানা।

'নভেলিকে উদ্ধার করতে এসে আমরা নিজেরাই ফেঁসে গেছি বলে মনে হচ্ছে,' ভারি গলায় বললো লেফটেন্যান্ট। 'আমরা কিভাবে উদ্ধার পাবো সেটা একটা চিন্তার বিষয় হতে যাচ্ছে। লেনিনগ্রাদ থেকে ওরা বারবার একটা মেসেজ রিপিট করছে—"দ্রুত সরে আসছে বরফ, এখুনি ফিরে এসো"।'

'সেই একেবারে প্রথম থেকে এই পাগলামির বিরোধিতা করে এসেছি আমি,' অভিযোগের সুরে কথাটা বললো গ্যাকো, কিন্তু তার চেহারায় দুশ্চিন্তা, রাগ বা অসন্তোষের কোনো ছাপ দেখা গেল না। টিন খুলে খাবার বের করে স্টোভে গরম করতে দিয়েছে। এরই মধ্যে গলতে শুরু করেছে সুপ, একটা ফর্ক দিয়ে নাড়ছে সেটা। 'হ্যাঁ, এই অভিযানে বেরিয়ে আমরা মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছি বটে, কিন্তু এতে যে

আমরা ব্যর্থ হবো প্রথম থেকেই তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ ছিল না ।'

'স্যুপ থেকে তোমার ওই নোংরা আঙুল তোলো ।' কড়া নির্দেশের সুরে বললো রুস্তভ। 'মুখটাকেও সেলাই করে রাখো।' হঠাৎ করে রুডিনের দিকে ফিরলো সে। 'আপনার রেডিও সেট ? এই তো, সমাধান পাওয়া গেছে। লোকজনের অভাব নেই, তারা আপনার হাতে-ঘোরানো জেনারেটর চালাতে পারবে...'

'দুঃখিত,' ভৌতিক একটু হাসি দেখা গেল রুডিনের ঠোঁটে। 'আমাদের এটা হাতে ঘোরানো জেনারেটর নয়, সেটা আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা কল সাইন প্রচার করার সময় একটা ব্যাটারী সেট ব্যবহার করেছি। ব্যাটারী শেষ। একেবারে শেষ।'

'কি বললেন ? ব্যাটারী সেট ?' একটু অবাক দেখালো পিনিনকে। 'তাহলে আপনি যখন ট্র্যান্সমিট করছিলেন, ঘন ঘন পাওয়ার ফ্লাকচুয়েশন ঘটছিল কেন ?'

'পাওয়ার বেশি পাবার জন্যে নিকেল ক্যাডমিয়াম বদলাচ্ছিলাম, তাই। মাত্র গোটা পনেরো ছিল, বাকি সব আগুনে পুড়েছে। মুশকিল হলো, এমনকি নাইফ সেলও চিরকাল টেকে না। ওগুলো খতম হয়ে গেছে, কমরেড। সব মিলিয়ে ওগুলোয় যা শক্তি আছে তা দিয়ে একটা পেন্সিল টর্চও জ্বলবে না।'

পিনিন কিছু বললো না। কেউই কিছু বললো না। ঘরের পুব দেয়ালে ঝড়ের সাথে ছুটে এসে লক্ষ কোটি বর্শার মতো আঘাত করছে বরফ কুচি। হিস হিস করছে কোলম্যান, শোঁ শোঁ করছে সলিড ফুয়েল স্টোভ, কিন্তু এসব শব্দ যেন ঘরের নিস্তব্ধতাকে আরও গভীর আর অশুভ করে তুললো। কেউ তার পাশের লোকটার দিকে

তাকালো না। সবাই মাথা নিচু করে আছে, যেন শোকসভায় বসে কারও আত্মার মঙ্গল কামনায় নীরবতা পালন করছে। এদেরকে দেখে বোঝার উপায় নেই নভেলির লোকজনকে নির্ঘাৎ, অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে এইমাত্র মিনিট দশেক আগে উদ্ধার করা হয়েছে।

অটুট নিস্তব্ধতা যখন অসহ্য হয়ে উঠলো, রুস্তভকে বললো রানা, 'এর সমাধান কি তা জানার জন্যে ইলেকট্রনিক কম্পিউটর ভাড়া করতে হবে না। অন্তত একজনকে লেনিনগ্রাদে ফিরে যেতে হবে, এবং কোনো রকম দেরি না করেই। আমি নিজের নামে প্রস্তাব রাখছি।'

'অসম্ভব।' প্রায় ঘেউ করে উঠলো লেফটেন্যান্ট, তারপর একটু শান্ত হয়ে বললো, 'দুঃখিত, রানা। কিন্তু কমাণ্ডার কাউকে আত্মহত্যা করার অনুমতি দেননি। এই ক্যাম্প ছেড়ে কোথাও তুমি যাচ্ছো না।'

'বেশ, কোথাও আমি যাচ্ছি না,' মেনে নেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো রানা। ওর বেলায় কোনো কিছুর জন্যেই কারও অনুমতির দরকার করে না, এই কথাটা রুস্তভকে স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়েও ক্ষান্ত হলো ও—বিতর্কে যাবার সময় এটা নয়। সময় নয় আগ্নেয়াস্ত্র বের করারও। 'আমরা কেউই কোথাও যাচ্ছি না। কাজেই, এসো, সবাই দল বেঁধে মারা যাই। সেটা বেশ মজাই হবে। মারামারি না, চেঁচামেচি না, শুধু শুয়ে পড়ে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া। দুঃখের বিষয় শুধু একটাই, খবরের কাগজে এ-ধরনের মৃত্যুকে কাপুরুষের মৃত্যু বলে প্রচার করার একটা বাজে প্রবণতা আছে। অবশ্য বদনামটা তোমাদের হবে না, হবে গ্রুপ লিডারের—আমার। তবু, তোমরা যখন বলছো, বদনাম হয় হোক, তোমাদের সাথে মরে গিয়ে এসো ল্যাঠা চুকিয়ে ফেলি।'

'কোথাও যাবার মতো ফিটনেস আমাদের কারও নেই,' সম্পূর্ণ শান্ত সুরে বললো লেফটেন্যান্ট। 'আরেকটা ব্যাপার, ট্র্যান্সমিটার

ছাড়া আমরা আবার লেনিনগ্রাদকে খুঁজে পাবার আশা করতে পারি না। তাছাড়া, হয়তো অর্ধেক রাস্তা পেরোবার আগেই লেনিনগ্রাদ পলিনাইয়ার নিচে নেমে যেতে বাধ্য হবে। আরও আছে—লেনিনগ্রাদকে না পেয়ে আমাদের যদি ফিরতি পথ ধরতে হয়, ফিরবো কিভাবে ? পথের হদিস দেবে কে ? জানা কথা, নভেলিকে খুঁজে পাওয়াও আর সম্ভব হবে না।'

'আইস মেশিন মেরামত হয়েছে কিনা আন্দাজ করতে পারো ?'

কিছু না বলে এদিক-ওদিক মাথা নাড়লো রুস্তভ। স্যুপটা আবার নাড়তে শুরু করেছে গ্যাকো, মুখ তুলে কারও দিকে না তাকাবার ব্যাপারে খুব সাবধান। কিন্তু দেয়াল থেকে পিঠ তুলে ক্যাপ্টেন কুমারভ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে সবার সাথে সে-ও মুখ তুলে তাকালো।

একটু টলমল করে এগোলো কুমারভ, দু'পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার শারীরিক অবস্থা যে খারাপ, ডাক্তার না হলেও সেটা বলে দেয়া যায়।

'আমরা ঠিক বুঝছি না,' পোড়া ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো শিশুর আধো আধো বোলের মতো শোনালো। 'সমস্যাটা কি ?'

'এই,' বললো রানা। 'লেনিনগ্রাদে একটা আইস ফ্যাদোমিটার আছে, মাথার ওপর বরফ থাকলে সেটা কত পুরু তা বলে দেয়। স্বাভাবিক অবস্থায়, সাবমেরিনের ক্যাপ্টেন রাইকভ যদি আমাদের সাড়া নাও পান, ঘন্টা কয়েকের মধ্যে তিনি আমাদের দোর-গোড়ায় পৌঁছে যাবেন বলে আশা করতে পারি আমরা। ড্রিফট স্টেশনের পজিশন মোটামুটি জানা আছে তাঁর। পলিনাইয়া থেকে নেমে আমাদের নিচে চলে আসতে হবে তাঁকে, আইস ফ্যাদোমিটারের সাহায্যে খুঁজে

বের করতে হবে এখানকার পলিনাইয়ার কোনখানটায় বরফ সব-চেয়ে বেশি পাতলা। কিন্তু মুশকিল হলো, পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয় আইস মেশিন নষ্ট হয়ে গেছে। ওটা মেরামত করা না গেলে এখানকার পলিনাইয়া খুঁজে পাবেন না তিনি। সেজন্যে ফেরত যেতে চাইছি আমি। এখুনি। লেনিনগ্রাদ ওখানকার পলিনাইয়া থেকে নিচে ডুব দেবার আগেই।'

'আমি কিন্তু ভায়া লাভটা দেখতে পাচ্ছি না,' বললো ডাঃ জ্যাক-ভ। 'আপনি কি আইস মেশিন মেরামত করতে পারবেন?'

'দরকার হবে না। লেনিনগ্রাদ আর নভেলির মাঝখানে দূরত্ব কতটুকু জানা আছে ক্যাপ্টেনের, একশো গজ কম-বেশি হতে পারে। তাকে শুধু আমার বলতে হবে, দূরত্বটা আধ মাইল কম পেরিয়ে একটা টর্পেডো ছুঁড়ুন। তাতে করে...'

'টর্পেডো?' জিজ্ঞেস করলো ডাঃ জ্যাকভ। 'কি বললেন, টর্পে-ডো? নিচে থেকে ভেঙে বরফ ফুটো করার জন্যে?'

'তাই। এর আগে চেষ্টা করা হয়নি। তবে বরফ যথেষ্ট পাতলা হলে কাজ না হবার কারণ তো আমি দেখি না। কিন্তু জোর করে কিছু বলাও যায় না।'

'ওরা প্লেন পাঠাবে, ডাঃ রানা,' শান্তভাবে বললো পিনিন। 'আমা-দের মেসেজ পেয়ে এখন সবাই জানে নভেলিকে পাওয়া গেছে। অন্তত নভেলি ঠিক কোথায় তা জানে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে প্রকাণ্ড বম্বার-গুলো এসে যাবে এখানে।'

'এসে কি করবে? অন্ধকারে মাথার ওপর চক্কর দেয়া ছাড়া আর কি করার থাকবে? নভেলির পজিশন যদি জানাও থাকে, স্টেশনের কি অবস্থা দেখতে পাবে না ওরা। রাডারের সাহায্যে কিছু যদি দেখতেও

পার, তাতেই বা কি ? সাপ্লাই ফেলবে ?' এদিক-ওদিক মাথা নাড়লো রানা। 'সম্ভব নয়। আমরা মারা পড়বো এই ভয়ে সাপ্লাই ড্রপ করবে না ওরা। যদি করে, অনেক দূরে করবে। এবং আমাদের জন্যে সিকি মাইল যা, একশো মাইলও তাই—পৌঁছুনো সম্ভব নয়। আর ভাল আবহাওয়াতেও বড় কোনো প্লেন আইস ক্যাপে ল্যাণ্ড করতে পারবে না। ছোট প্লেনের তো এত দূরে আসার রেঞ্জই নেই।'

'আপনার আসল নাম, ডাঃ রানা ?' জানতে চাইলো পিনিন। 'হতাশা ?'

'এদিকে আমরা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো, ওদিকে আইস মেশিনও মেরামত হবে না—ফলাফল আমাদের ষোলোজনের মৃত্যু। কিন্তু আমি যদি নিরাপদে পৌঁছুতে পারি, আমরা সবাই বাঁচবো। আর আমি যদি পৌঁছুতে নাও পারি, হয়তো আইস মেশিন মেরামত করা সম্ভব হবে, সে ক্ষেত্রে মাত্র একজন লোককে হারাতে হচ্ছে।' হাতে দস্তানা পরতে শুরু করলো রানা।

'চলো তাহলে আমিও যাই,' দস্তানা পরতে শুরু করে বললো রুস্তভ।

একটুও অবাক হলো না রানা। জানে, রুস্তভের মতো লোকেরা সঙ্গীদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে মুখ লুকাতে অভ্যস্ত নয়।

ক্যাপ্টেন কুমারভ এবং ডাঃ জ্যাকভের মৃদু প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করে তৈরি হয়ে গেল ওরা। ঘর থেকে প্রথম বেরুলো লেফটেন্যান্ট রুস্তভ। দরজার কাছে পৌঁছে থামলো রানা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো ঘরের ভেতর। একে একে তাকালো নভেলির লোকগুলোর দিকে। কুমারভ, ডাঃ জ্যাকভ, রুডিন, মিকো, অভয় এবং আরও সাতজন।

ষড়যন্ত্রটা এরা সবাই মিলে করেছে, তা সম্ভব নয়। হয়তো মাত্র এক-জন দায়ী, খুব বেশি হলে দু'জন। কারা তারা? নিজের হাতে তাদেরকে শায়েস্তা করতে হবে ওর। আজামাত কিরিমকে আক্রমণ করেছে সেই অপরাধে। কিরিমের ভাগ্যে কি আছে কে জানে—হয়তো সে বাঁচবে না। তবু বাকি ছ'জনের চেয়ে তার ভাগ্য এখনও ভালোই বলতে হবে। ওরা সবাই খুন হয়েছে।

ঘাড় ফিরিয়ে নিল রানা। চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে এল অন্ধকারে বরফ-ঝড়ের মধ্যে।

[দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য]

আলোচনা

[এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, নিজের কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক (jokes) ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের এক পিঠে লিখবেন। পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরোনো হয়ে গেছে—দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি দেবেন না।—কা. আ. হোসেন।]

মোঃ খুরশীদজামান
টেপাখোলা, ফরিদপুর।

সেদিন নিকটস্থ লাইব্রেরী থেকে নতুন সংস্করণ বন্দিনী বইটি কিনে আনলাম। বাসায় এসে পড়ার এক পর্যায়ে ১৯২ পৃষ্ঠার পর আমাকে আশ্চর্য হতে হলো। কারণ ১৯২ পৃষ্ঠার পর পুনরায় ৩৩ পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয় ৪৮ পৃষ্ঠা আছে। তারপর আবার ২০৯ পৃষ্ঠা থেকে শুরু হয়েছে। মাঝখানের ষোলটা পৃষ্ঠা উধাও। বইটিতে নাম ঠিকানা লিখে ফেলায় সেই লাইব্রেরী থেকে বদলিয়েও আনতে পারছি না। যার ফলে বইটি পড়তেও পারছি না। এখন আমি কি করবো জানালে

উপকৃত হব।

O বইটি আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিন, আমরা ঠিক করে দেব। বইয়ে কি ত্রুটি রয়েছে সেটা আবার উল্লেখ করবেন, এবং নিজের নাম ও পূর্ণ ঠিকানা দেবেন। পোস্ট খরচ পুরোটাই আমাদের ওপর ধরে দেবেন।...আপনার অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ওমর জামান
পার্করোড, কুমিল্লা।

কিছুদিন আগে পত্রিকায় দেখলাম বাংলা একাডেমীর গ্রন্থ মেলায় সেবা'র স্টলে আসলে সেবা'র লেখকদের সংগে দেখা করা সম্ভব।

ঢাকা শহরের পাঠকরা সেই সুযোগ থেকে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হন নাই? কিন্তু, আমরা? আপনিই বলুন, নিশ্চয়ই আমাদেরও সেবা'র লেখকদের দেখতে ইচ্ছে হয়?

তাই বলছি, আমরা যেন সেবা প্রকাশনীর লেখকদের—অন্তত বই-এ ছবির মাধ্যমে দেখতে পাই সেই ব্যবস্থা করুন।

O চেষ্টা করবো।

রুমানা ও কিশোর
৬০২-সি, খিলগাঁও আ-এ, ঢাকা-১৯।

"ছায়া শিকারী" ২য় খণ্ডের আলোচনা বিভাগে যশোরের ক্যাডেট সোলায়মান সেবা বইয়ের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য একটি ধাঁধা দিয়েছিলেন: বাংলাদেশের কোন্ জীব দক্ষিণ দিকে এক ইঞ্চিও হাঁটে না? ধাঁধার উত্তর এখনও কেউ দিতে পারেননি। তাই ক্যাডেট সোলায়মানকেই উত্তর বলে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

বজলুর রহমান ফারুক
৩৬৮-এ, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-৫।

সামনে, টেবিলের ওপর, সেবা প্রকাশনীর বেশ কিছু বই। হাতে কাগজ ও কলম। বেশ কিছুক্ষণ হলো চুপচাপ বসে আছি। ভাবছি। ভাবছি কার বই দিয়ে 'সম-আলোচনা' শুরু করবো এবং কতো সংক্ষেপে তা সারা যাবে। নাহ্, 'কারপেথিয়ান দুর্গ' দিয়েই শুরু করা যাক।

প্রথম ভেবেছিলাম কিনবো না। কিনলাম একসময়। সত্যি বলছি কাজী ভাই, ঠকিনি মোটেও। রহস্য ও ভৌতিক কাহিনীর সাথে একটা সার্থক হৃদয় ওলট-পালট করা ত্রিভুজ প্রেমের সংমিশ্রণে যে 'কারপেথিয়ান দুর্গ' গড়ে উঠেছে তা অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল ভাবে উপহার দেবার জন্য শামসুদ্দিন নওয়াব অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখেন। আর প্রচ্ছদ ? —অপূর্ব। সেবা প্রকাশনীর উল্লেখযোগ্য গুটিকতকের একটি।

আসাদুজ্জামান অনূদিত 'পিনোকিও' সম্পর্কিত আপনার জমানো ক্ষোভ 'পাতকী-'র আলোচনা বিভাগে পড়ে নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। দীর্ঘ পাঁচ মাস আগে ঠিক করে রাখা 'পিনোকিও' সম্বন্ধে আমার মতামত জানাতে এখন আমি দ্বিধান্বিত।··· পারিবারিক গ্রন্থাগারের পুরানো সংগ্রহে সৈয়দ আবদুল মান্নান কর্তৃক অনূদিত কার্লো কলোদির 'পিনোশিয়ো' থেকে কোনো অংশে কম যায় না আপনাদের 'পিনোকিও'। অদ্ভুত রকম সুন্দর প্রচ্ছদ পরিকল্পনার জন্য শা, চউ ভাইয়ের প্রতি রইলো অভিনন্দন।

'তিমির প্রেম' সম্বন্ধে অনেকে সুন্দর সুন্দর কথা বলেছেন। আমি শুধু এটুকু যোগ করতে চাই—আমাদের পরিবারের যে-ই বইটি পড়েছে, তার চোখ-ই ভিজে উঠেছে। এ বই পাঠক সমাজ ও বাংলাদেশে যে একটা নতুন ধরনের আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর সবার অলক্ষ্যে স্থাপন করে গেছে, সাম্প্রতিক কালে ঢাকা চিড়িয়াখানার অভিমানী

অতিথি সেই ভলকিনটি তা আরো সুদৃঢ় করে দিয়ে গেলো।

'মেজর রাহাত' সম্বন্ধে শুধু এটুকুই বলতে চাই, এক্ষেত্রে আপনি আপনার কলমের ঈর্ষণীয় গতি কাজে লাগাতে পারেন নি। 'আলেয়ার পিছে' ও 'পাতকী' দারুণ লেগেছে। পড়তে পড়তে রক্ত উঠেছে টগ্‌বগিয়ে। এরফান ও রাকা এবং জ্যাভেদ ও জেনির চরিত্র অত্যন্ত সার্থক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কাজি মাহবুব হোসেন। সাথে সাথে পার্শ্ব চরিত্রগুলোও। আর প্রকৃতির বর্ণনা?—অনন্য। কাজী ভাই, ওয়েস্টার্ন বই দুটো পড়ে বিটিভির HOW THE WEST WAS WON এর LUKE-এর কথা মনে পড়েছে বার বার। তবে এরফানের আমেরিকার নাগরিক হবার শানে নযুল জানা গেলেও জাভেদেরটা ততোটা পরিষ্কার হয় নি। কাজি মাহবুব হোসেন সম্বন্ধে আমি ছোট্ট একটা ভবিষ্যদ্বাণী করতে চাই—উনার হাত দিয়ে আপনার অবিস্মরণীয় সৃষ্টি রানা এবং মিত্রা সেন, সোহানা, অনিতা ও রেবেকার মতো চরিত্র খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টি হয়ে গেলে তেমন অবাক হবো না আমি।

সবশেষে, নতুন নতুন সার্থক লেখকের শিল্পী-সত্তার বিকাশে আপনার বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার জন্য রইলো অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ।

O আপনাকেও। আপনার এত সুন্দর গঠন-মূলক আলোচনার জন্য।

পীযুষ কান্তি সরকার (কুটু)
ধর্মসাগর পশ্চিমপাড়, কুমিল্লা।

ওয়াল্ট ডিজনির 'পিনোকিও' পড়লাম। খুব ভাল লাগলো। নতুন লেখক আসাদুজ্জামান তাঁর কলমের ছোঁয়ায় প্রতিটি চরিত্রকে দারুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর লেখা আরো বই আশা করছি। তাঁকে

আমার প্রাণ ঢালা অভিনন্দন পৌঁছে দেবেন।

O দিলাম। শীঘ্রিই তাঁর অনূদিত 'অদৃশ্য মানব' পাবেন।

নৌশাদ
আশকার দীঘির পশ্চিম পাড়, পেয়ারা মনজিল, চট্টগ্রাম।

সত্যিকার সুন্দর একটা রহস্যোপন্যাস হামলা ১, ২ পড়লাম। হামলা ২ এ ৬৯ পৃষ্ঠায় একটা সামুদ্রিক পরিবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন ·আকাশের প্রতিবিম্ব পড়া নীল পানি···। বিজ্ঞানগত দিক থেকে কথাটা ১৯৩০ সালের পর থেকে মিথ্যে হয়ে গেছে। ভারতের ১ম নোবেল বিজয়ী, বিজ্ঞানী আচার্য চন্দ্রশেখর বেঙ্গট রামন, তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "The colour of the sea" তে বলেছেন সমুদ্রের পানির আনবিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তার অনুর বিচ্ছুরণ বৈশিষ্ট্যই পানিকে নীল ভাবে দেখায়। এবং এই গবেষণার জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়। এটাই "রামন ইফেক্ট"।

O শিখলাম। ধন্যবাদ।

মোঃ খলিলুর রহমান (ফটিক)
চৌধুরী মার্কেট (দোতালা), বাতুরতলা, কুমিল্লা।

ইদানিং (KING STORK) বগা সিগারেট নতুন করে বাজারে ছাড়া হয়েছে। এবং তাই দেখে আমার, লম্বা, হাড্ডিসার এবং বিশাল এক জোড়া গোঁফের অধিকারী একজন পাঞ্জাবী ক্যাপটেন-এর কথা মনে পড়েছে। বলুন ত দেখি লোকটি কে ?

O ঠিক জানি না, বিশ্রী কোন লোক হবে হয়তো।

সুমন, লুনা
চাদ মহাম্মদ রাস্তা, থানাপাড়া, কুষ্টিয়া।

মাসুদ রানা সিরিজের নতুন কোন বই না পাওয়াতে অবশেষে

"দুর্গম-দুর্গ" বইটি কিনে পড়লাম। দারুণ ভালো লাগলো। মাহবুব চাননের অপূর্ব আত্মত্যাগ আমাদের দুই জনারই ভালো লেগেছে। আমাদের জীবনে এই ধরনের পরিস্থিতি যদি কখনো আসে তবে আমরাও মাহবুব চাননের মত আত্মত্যাগ করতে দ্বিধা করবো না।

O ভেরি গুড।

মোঃ জাকির হোসেন
নটরডেম কলেজ, ঢাকা।

এইমাত্র এক নিঃশ্বাসে শেষ করলাম বহু প্রতীক্ষিত হাসান উৎপলের 'ফেরারী'। এক কথায় অপূর্ব। লেখককে শতসহস্র ধন্যবাদ। সেইসঙ্গে আপনাকেও। প্রচ্ছদ শিল্পীও প্রশংসার দাবীদার।

O ধন্যবাদ।

খালিদ হাসান বুলবুল
আগারগাঁও নিউ কলোনী, ঢাকা।

দেরীতে হলেও কাজি মাহবুব হোসেনের 'অশুভ সংকেত' ও 'আলেয়ার পিছে' বই দু'টো পড়লাম। দু'টো বই-ই ভালো লেগেছে। মাহবুব ভাইকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

আর শক্তিমান লেখক রকিব হাসানকেও তার 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'-এর জন্য ধন্যবাদ।

O জানিয়ে দিলাম।

মেসবাহ আলম
এলিফেন্ট রোড, ঢাকা।

তখন ক্লাশ টেনের ছাত্র আমি। আমাদের সামনের বাড়িতে থাকতেন এক বৃদ্ধ ব্যক্তি। তিনি আবার চোখে ভালো দেখতেন না। আমি প্রায়ই ওনাকে খবরের কাগজ পড়ে শুনাতাম। এমনি একদিন উনি

আমার হাতে তুলে দিলেন রানাকে। আমি বললাম, "মা বারণ করেছে ওর সাথে মেলামেশা করতে।" রসিক বৃদ্ধ বললেন, 'রাখ তোর মায়ের কথা, রানা খুব ভালো, একটু-আধটু খারাপ সবাই।' একদিকে মা'র নিষেধ, অপরদিকে নিষিদ্ধ রানার দুর্বার আকর্ষণ। বৃদ্ধের প্ররোচনায় শেষ পর্যন্ত জয় হলো রানারই। আমার হৃদয়ে রানার এখন স্থায়ী আসন। কিন্তু দুঃখের কথা, রানার সাথে যিনি আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি আজ আর আমাদের মাঝে নেই।

০ তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করি।

ফিরোজ-আল-মুজাহিদ খান
১৫৪, মেইন হোস্টেল, প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী।

'আলেয়ার পিছে' পড়লাম। প্রথম ওয়েস্টার্ন কাহিনী উপহার দেবার জন্যে কাজি মাহবুব হোসেনকে ধন্যবাদ।

০ পৌঁছে দিলাম।

মঈন উদ্দিন আহমেদ মুকুল
সুজানগর, পাবনা।

অনুবাদ করা বইতে মূল লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিলে কি অসুবিধা হয়? 'তিমির প্রেম'-এ যেরূপ দিয়েছিলেন, তাতে তো কোন অসুবিধা হয়নি। উপরন্তু আমরা লেখকের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে জানতে পেরে আনন্দিতই হয়েছি।

০ কথাটা স্মরণ রাখতে চেষ্টা করবো।

মোঃ জাকির হোসেন প্রিন্স
রাধানগর (ডিগ্রী কলেজ রোড) পাবনা।

যে যাই বলুক বুঝলেন, সেবা প্রকাশনীর সদ্য প্রকাশিত 'কারপেথিয়ান দুর্গ' খুব ভালো লেগেছে। মাঝে মাঝে এমন ভৌতিক কাহিনী

আমাদের উপহার দিলে আমরা (পাঠকরা) যার পর নাই খুশী হব।

যাক, সুন্দর কাহিনী উপহার দেয়ার জন্য অনুবাদক এবং সুন্দর প্রচ্ছদের জন্য প্রচ্ছদ পরিকল্পনাকারীকে ধন্যবাদ জানাবেন।

o জানিয়ে দিলাম।

আল আমীন [মাছুম]
নবগ্রাম রোড, বরিশাল।

"মেজর রাহাত" পড়ার পর একটা কথা আপনাকে বলবো ভাবছি। মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানের অতীত জীবনের এ্যাসাইনমেন্ট-গুলোকে নিয়ে "মাসুদ রানা" সিরিজের মত অন্য একটা সিরিজ শুরু করুন না। এ সিরিজে ২য় মহাযুদ্ধের ঘটনাগুলোকে প্রকাশ করলে পাঠক সমাজ তা লুফে নেবে বলে আমার বিশ্বাস।

o লুফে নেবে কিনা জানি না, তবে 'মেজর রাহাত'-কে নিয়ে সত্যিই একটা চমৎকার সিরিজ শুরু করা যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক অপূর্ব কাহিনী রয়েছে, যা পড়তে নিলে শেষ না করে ওঠা যায় না।

ইয়াসমিন মাহবুবা
টি/১৫/এ আমবাগান, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

কাজী ভাই, আপনার "মাসুদ রানা" সিরিজ-এর সদ্য প্রকাশিত বইগুলো কেমন যেন নিম্নমানের দিকে যাচ্ছে। আগের বইগুলোর মতো আর ধরে রাখতে পারছে না। আপনার কাছ থেকে আরো উচ্চ মানের বই আশা করছি। দোহাই আপনার, আমাদেরকে নিরাশ করবেন না।

o সাধ্যমত চেষ্টা করবো।

অশোক চৌং (উত্তম)
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

সেবার প্রকাশিত "ট্রেজার আইল্যাণ্ড" সত্যিই আমার খুব ভালো

লাগিয়াছে। নবম, দশম শ্রেণীতে পড়াকালে এই ঘটনা জানিবার একটি অদম্য আগ্রহ ছিল। রকিব হাসান ভাই সেই আশা পুরণ করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার অশেষ ভালবাসা এবং শুভেচ্ছা জানাইবেন।

o জানিয়ে দিলাম।

তানভীর আহম্মদ
কলোনী বাজার, বগুড়া।

সেবার প্রায় সব বই-ই পড়েছি, কখনও কিনে, কখনও বন্ধুদের কাছ থেকে নিয়ে। কিন্তু এখন? এখন অনেক বন্ধুই আর বই কেনেন না, বই এখন আমারও ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে। কারণ দিন দিন বইয়ের মূল্য যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে আমার বন্ধুমহল বলে—হায়রে, দেশে যদিও একটা ভালো প্রকাশনী আছে, যার কাছ থেকে আমরা আনন্দ, অজানাকে জানতে, শিক্ষণীয় কিছু শিখতে পেতাম, সে-ই এখন আমাদের নিরাশ করছে।

এখন আপনিই বলুন, কিভাবে আপনার প্রকাশিত বইগুলি পড়ি। জানি আপনার করার কিছু নেই, কিন্তু আমরা যে আর 'আলেয়ার পিছে' 'পাতকী' ইত্যাদি বই পড়তে পারছি না। তাতে যে কি পরিমাণ হতাশ হয়েছি তা লিখে শেষ করা যাবে না। পরিশেষে আপনার মতের প্রতীক্ষায়।

o দুঃখ প্রকাশ করছি। এছাড়া আর কি করবো বলুন? নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছেপে, পেপারব্যাক বাঁধাই করে আমরা যতটা সম্ভব সস্তায় ভাল বই দেয়ার চেষ্টা করছি। আশেপাশের যে-কোন দেশের তুলনায় বাংলাদেশে বইয়ের দাম সবচেয়ে কম। তাও যদি পাঠকের ক্রয়-ক্ষমতা অতিক্রম করে যায়—এটাকে বাঙালীর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। আমি দুঃখিত।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি অর্ডার যোগে ৫০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। ইচ্ছে করলে শুধু মাসুদ রানা বা শুধু অনুবাদের গ্রাহক হতে পারেন। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন।

বিদেশে বই পাঠাতে হলে

আমাদের মাধ্যমে বিদেশে প্রবাসী বন্ধু বা আত্মীয়র কাছে সেবা প্রকাশনীর যে কোন ১টি বই পাঠাতে হলে আপনার খরচ পড়বে মধ্যপ্রাচ্যের জন্য ২৭·০০ টাকা, ইউরোপের জন্য ২৯·০০ টাকা ও আমেরিকা বা অস্ট্রেলিয়ার জন্য ৩৫·০০ টাকা। মানি-অর্ডার ফর্মে নিজের ও বই প্রাপকের নাম ঠিকানা এবং বইটির নাম পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লিখবেন।

আগামী বই

বিশ্বের বিস্ময়-২

রচনা: রকিব হাসান

মূল্য: স্থির হয়নি

বিষয়: বিশ্বের যত আজব সত্যের মুখরোচক সমাহার। কেবল সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধিই নয়, আসরের মধ্যমণি হতে চাইলে সচিত্র এ বই আপনার দরকার।

রানা-১১১

দুই খণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চ-উপন্যাস

লেনিনগ্রাদ-১

এবার সাহায্য চায় সোভিয়েত ইউনিয়ন।
প্রথমে আপত্তি প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত
রাজি রানাকে হতেই হলো। কারণ,
উত্তর মেরুর কাছাকাছি রাশানদের যে
আবহাওয়া ক্যাম্প থেকে SOS এসেছে,
সেই স্টেশন নভেলির প্রধান
মেজর আজামাত কিরিম ছিল ওর
অকৃত্রিম বন্ধু—স্বামী-স্ত্রী মিলে
প্রাণ বাঁচিয়েছিল একবার।
গদানস্কে পৌঁছলো মাসুদ রানা।
মস্কোর বিশেষ অনুরোধে
জটিল এক অ্যাসাইনমেন্ট হাতে নিয়ে
উঠে পড়লো সে নিউক্লিয়ার পাওয়ারড
রাশান সাবমেরিন লেনিনগ্রাদে।
বরফের তলা দিয়ে পৌঁছতে চায় মেরুপ্রদেশে।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

দশ টাকা

শো-রুম ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১